নমঃ সচ্চিদানন্দায় হরয়ে।

বিধানভারত।

অর্থাৎ

যুগধর্ম্মমাহাত্ম্যপ্রতিপাদক হরিলীলা

মহাকাব্য।

দ্বিতীয়োল্লাস।

যুগে যুগে ধর্ম্মবিশোধনায় তৎ-
প্রবর্ত্তনায়োদ্ধরণায় দুষ্কৃতাম্।
সতাং প্রমোদায় চ যো নবং বিধিং
বৃণোতি ভক্তৈঃ প্রণমামি তং হরিম্।

কলিকাতা।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত এবং
প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৩। ২০শে আষাঢ়।

মূল্য ১৲ টাকা।
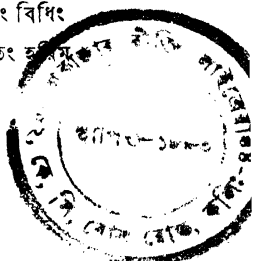
নির্ঘণ্টপত্র।

বিধানভারত।

ইষ্টপূজা।
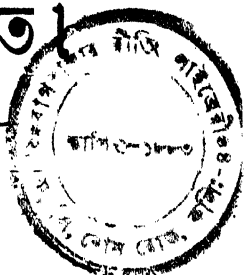
কবীন্দ্রজননি, মাতঃ! চিত্তবিনোদিনি,
আদিকবি, কাব্যরসেশ্বরি, তব পদে
প্রণমি আবার, করপুটে ; হের দেবি !
চিরক্রীত দাসে, কৃপাচখে, দিব্যশক্তি
সঞ্চার হৃদয়ে ;—বিরচিতে পুনরপি
" দ্বিতীয় উল্লাস নব বিধান ভারত। "
কবিত্ব রসের প্রস্রবণ তুমি, তব
প্রকৃতি মধুর ; ওমা কবিকল্পলতে !
সৃজন, পালন, লীলা বিহার, বিধান,
যুগধর্ম্ম, যত কিছু রচনা তোমার,
গ্রথিত সকলি ছন্দোবন্ধে ; সুরঞ্জিত
নব নব রসে ; আহা ! মরি কি সুন্দর !
অনন্ত যৌবনা সতী প্রকৃতি সুন্দরী,
রসময়ী, অরসিকে ভুলায় ইঙ্গিতে

রসদানে ; নবভাবে, নবীন বিভবে।
যে দিকে যখন চাহি, দেখি নবশোভা,
কবিত্ব উচ্ছ্বাস, জড়ে গায় রসকাব্য
দিবস যামিনী। করে ঝল মল নিত্য
নীল নভস্থলে, কত শশাঙ্ক তপন,
অগণ্য তারকারাজী ; ভাসে যেন সবে
আনন্দ উৎসবরসে, সুখে নিরবধি।
গগনপ্রাচীরে বিলম্বিত কাদম্বিনী
হাসে মৃদু, গলে পরি বিজলির মালা ;
কখন মিশিয়া রবিকরে, ধরে পীত
লোহিত বরণ, আহা ! কত শোভা তার।
পূর্ণ ইন্দু চলে যবে নাচিতে নাচিতে
নীলাম্বর পথে, পারিষদ্‌বৃন্দ সঙ্গে,
স্মিত মুখে, কার মনে হয় না উল্লাস ?
তুষার-মণ্ডিত গিরি, সাগরোর্ম্মীমালা,
তাহে শশিছটা ; বনরাজী, ফল ফুলে
শোভিত পাদপ লতা, সুরম্য তটিনী,
কলকণ্ঠ পিক কীট পতঙ্গ নিচয়,
বিকচ পঙ্কজ কুমুদিনী, মা বরদে !
সকলি তোমার মহা কাব্যরসলীলা,
কবিত্ববিলাস এ জগতে। তাপত্রয়ে
বিমিশ্র এ বিশ্ব রঙ্গভূমি, পদ্য ভিন্ন

কিছুই জানে না ; যথা তুমি, পদ্যময়ী।
কভু বীররসে রচে গীতিকাব্য, ভীম
প্রভঞ্জনে, বীরছন্দ অমিত্র অক্ষরে ;
কখন মাধুর্য্যরসে রচে চিত্রকাব্য,
কবিতাকদম্ব, ফুলবনে, সুকুমার
শিশুর প্রফুল্ল মুখে। জনম মরণ,
সুখ দুঃখ হাস্যামোদ ঘটনাতরঙ্গ
যত ভবার্ণবে, কিছু নহে গদ্য, সব
পদ্যময় ; মা তোমার সৃষ্টি কবিকাব্য।
কেন তবে হায় ! জড়বাদী, কেন বলে
" জ্ঞানের বিকাশে পদ্য বিলুপ্ত হইবে ? "
প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন সূর্য্যে হেরি চন্দ্রমা কি
উঠে না গগনে ? কে না জানে শশিপ্রভা
তপনকিরণ ? গদ্য পদ্য দুই, যথা
পুরুষ প্রকৃতি, করে বিরাজ জগতে
সমভাবে, মাতঃ ! তব স্বভাবে যেমতি।
মানসমন্দিরে আরো কত যে সৌন্দর্য্য
কি বলিব ! ইচ্ছা হয় আঁকিতে সে ছবি
হৃদিপটে, প্রেমঘন জলদ বরণে ;
কিন্তু হায় ! কোথা পাব তাহার উপমা ?
যে প্রেমে জননী তুমি করিলে উন্মাদ
গৌরচন্দ্র ভক্তবীরবরে, হয় তা কি

বর্ণনে বর্ণিত! পাই যদি আহা! তার
কণামাত্র, রচি মনসাধে তবে, নব
অনুরাগে, লীলারস বিধান কবিতা।
দিবে কি এ দীনে, দয়াময়ি! আস্বাদিতে
সে রসমাধুরী? কিম্বা যে আনন্দঘন
রূপে, যোগানন্দরসে ভুলালি মা তুই
আর্য্যযোগী যাজ্ঞবল্ক্যে, রাজর্ষি জনকে,
মহাদেবে, হে শঙ্করি! শঙ্করজননি,
তাহার কণিকাকণা দে মা অকিঞ্চনে।
তোর সুধারবে, দেবি! অমৃতভাষিণি,
ভুবনমোহন রূপে, পুত্রবর ষিশু
মানবেন্দ্র হারাইয়াছিল আপনারে,
বিন্দু যথা মহাসিন্ধুনীরে; দেখিত সে
ত্বন্ময় ব্রহ্মাণ্ড। আহা! কি মোহন মন্ত্র
দিলি তার কাণে, ওগো ভক্তমাতা, সুর
নরের জননি, ফিরিল সে পথে পথে
পাগলের মত, ছিল যত দিন বাঁচি;
সেবিতে ও পদ। অবশেষে তোর লাগি
সঁপিল জীবন ক্রুশোপরে; আহা মরি!
ধুইল চরণ তোর হৃদয়-শোণিতে।
ঐ রাঙ্গা পদ বক্ষে ধরি, চক্ষে হেরি
সহাস্য আনন মাতঃ তব, সাধ হয়

ডুবে থাকি প্রেমকাব্য কবিত্ব-সাগরে।
চাহি না মা বৃথা কাব্য, অসার কবিতা,
তাতে কি হইবে ?—থাকি যদি বঞ্চিত মা
দর্শনআনন্দে, তোর চরণারবিন্দ-
মধুপানে, ভারবাহী বলীবর্দ্দ যথা ?
দেখা দে মা তবে, আগে দেখি তোরে, পরে
লিখিব যা আছে মনে ; নৈলে কি লিখিব ?
চলিবে লেখনী কার বলে ? চাহি মুখ-
পানে মা তোমার, মুহুর্মুহুঃ, আঁকে যথা
চিত্রকর ছবি, রাখি আদর্শ সম্মুখে,
বর্ণিব ও রূপ প্রেমঘন। খুলে দেও
ওমা রাজলক্ষ্মি ! নববিধানভাণ্ডার,
রত্নাগার ; মধুচক্র সম যত তার
অনন্ত প্রকোষ্ঠ ; পশি তাহে, মদমত্ত
মধুমক্ষী যথা, গাই লীলারস গাত।
পাই যদি, ওগো সন্দিপনি ! একবার
দেখিতে ও মুখ খানি, নিমেষের তরে,
পারি মা রচিতে কত ভাগবত, বেদ,
" বিধান ভারত " তব বলে। দয়াময়ি !
ডাকি গো কাতরে তাই, দাসে দেখা দেও।
ওমা সিদ্ধবিদ্যে ! মোহে অন্ধ দীনজনে
একবার দেখা দেও। পড়ি একা ঘোর

সংসার প্রান্তরে, ভববনে ঊর্দ্ধমুখে
ডাকি, কোথা আছ বিশ্বধাত্রী, এস, মা গো
অনাথ সন্তানে দেখা দেও। ক্ষেমঙ্করি!
কৃপা কর গো অধমে! দুর্ব্বল তনয়
কাঁদে মা, নয়ন কোণে একবার ফিরে
চাও। তোমা ছাড়ি বল আর যাব কোথা?
যে রূপ-মাধুর্য্যরসে হে আনন্দময়ি!
করিলে পাগল শ্রীগৌরাঙ্গে, সেই হাসি
হাসি মুখে দেখা দেও। যিশু নরোত্তম
মজিয়া যে সুধারসে দেখিল ভুবন
হরিময়, সেই সুধা, ওগো সুধাময়ি!
পিয়াও আমারে প্রাণ ভরি। সকাতরে
ডাকি গো আবার, কোথা মা কোথা দেখা দে।
এলি কি গো ভক্তচিত্তহরা সুবদনী?
তুই কি আমার সেই স্নেহময়ী মাতা
প্রাণেশ্বরী, যার তরে কাঁদি আমি এত
মা! মা! বলে, পথে পথে? আহা! তোর লাগি
কেঁদেছি যে কত, তাহা কি আর বলিব!
আয়! আয়! কাছে একবার, দেখি তোরে
পরাণ ভরিয়া। দে মা শ্রীকর কমল
মোর দগ্ধ প্রাণে, আমি জুড়াই জীবন।
বড় দুঃখ পেয়েছি মা হারাইয়া তোরে

সংসার অরণ্য মাঝে। পাপরিপুগণে
কত যে দিয়েছে ক্লেশ বলিবার নয়!
যদি দেখা দিলি, মা অভয়ে! দীনসুতে,
যদি দেখা দিলি, তবে দে মা স্তন্যসুধা
ক্ষুধাতুরে; ভবক্ষুধা নিবারি এবার।
প্রেম, পুণ্য, দিব্যজ্ঞান ক্ষরে যাহে, নিত্য
স্রোতোবেগে. সেই স্তন্য দানে, হে অম্বিকে!
ভক্তবীরপ্রসবিনি! কর মা অমর
বজ্রদেহী, ভীমবলধারী তব দাসে।
এমন সম্বল কিছু এবার আমারে
দে মা দয়া করি, যাতে দুঃখ ঘোচে, আর
কাঁদিতে না হয় এ জনমে ; যেন আর
না হয় দেখিতে কভু নিরাশ আঁধার
পড়ি মরুভূমি মাঝে। যদি নিজগুণে,
হে দীনজননি! যদি নিজগুণে দাসে
করিলে কৃতার্থ, তবে দেও মা প্রসাদ,
শ্রীচরণামৃত, বিলাইব ভাই বন্ধু
আছে যত। হা মা রাজরাজেশ্বরি! যারা
তোরে ভুলি, দিবা নিশি আহার বিহারে,
স্ত্রীপুত্রে বিষয়মোহে থাকে অন্ধ হয়ে ;
জ্ঞান অভিমান করে বহু, কিন্তু রীতি
চরিত বিকৃত মন্দ অতি ; তাদের কি

গতি হবে? আহা! তারা বড় দুঃখী। প্রাণ
তাহাদের চাহে যদি, ডাকিতে তোমারে,
কোন দিন, ভ্রষ্ট বুদ্ধি দেয় না ডাকিতে।
এ যুগের নরনারী সবে, তব পদ
পাইবে কেমনে, মা বল না! পাবে না কি
ভুঞ্জিতে তাহারা আহা! বিধানপ্রসাদ,
দেবভোগ্য, এ জীবনে? প্রকাশ এবার
অপরূপচ্ছটা যাতে গলে গো পাষাণ।
দেখাও আলোক অন্ধে, পশিয়া হৃদয়ে,
একবার কর মুগ্ধ সবে; মা অভয়ে!
শুনাও অভয়বাণী অমৃত সমান।
কি তোমার লীলা, কি যে ভাব তুমি, কিছু
নারি বুঝিবারে; ধন্য! তব সহিষ্ণুতা।
প্রেমে কি করিবে জয় তবে? তাই কর,
এত যদি ভালবাস নরে। শুভ ইচ্ছা,
মঙ্গল সঙ্কল্প তব, কি ভাবে কোথায়
পূর্ণ হবে তাহা তুমি ভাল জান, কিন্তু
বড় ইচ্ছা হয়, মিলে সবে প্রেমানন্দে
ডাকি মা তোমায়, মা! মা! বলে সমস্বরে

মাতৃস্তোত্রম্।

জয় দেবি পরারাধ্যে ভক্তি মুক্তিপ্রদায়িনি।
জগদ্ধাত্রি মহাবিদ্যে মাতঃ সর্ব্বার্থ সাধিকে॥

ভবভারহরে সর্ব্বমঙ্গলে জগদীশ্বরি।
বিমূঢ়মতিজীবানাং পাপসঙ্কটবারিণি ॥
বরদে শুভদে লোকপ্রসূতে জীবিতেশ্বরি।
মানবানাঞ্চ দেবানাং চিরকল্যাণদায়িকে ॥
প্রসন্নবদনে বিশ্বজনয়িত্রি দয়াময়ি।
বিচিত্রগুণসম্পন্নে শিবে সন্তানবৎসলে।
নমোবিশ্বম্ভরে দেবি ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধারকারিণি।
চৈতন্যময়ি বিশ্বাদ্যে মহেশি জগদাত্মিকে ॥
বহুরূপা নিরাকারা ত্বং হি ভুবনমোহিনী।
ভক্তমনোরমে যোগিমহাজনসুদুর্ল্লভে ॥
বিজ্ঞানঘনরূপা ত্বং সচ্চিদানন্দরূপিণী।
বাগীশ্বরি নমস্তুভ্যং জ্ঞানদে বদতাম্বরে ॥
পরেশি পরমপ্রজ্ঞে শুভবুদ্ধিপ্রণোদিনি।
সুখদে মোক্ষদে প্রাণধনদাত্রি পরাৎপরে ॥
রাজরাজেশ্বরি ত্বংহি সর্ব্বসন্তাপনাশিনী।
গৃহাশ্রমেষু বিত্তেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতে ॥
চরণাশ্রিতভৃত্যানাং ত্বং নিত্যসুখবর্দ্ধিনী।
নির্ব্বান্ধববিপন্নেষু বরাভয়প্রদায়িকে ॥
বিশালভবদুস্তারে জননীনাম সম্বলম্।
ঘোরমোহান্ধকারেষু দিব্যজ্যোতির্ব্বিকাশিনি ॥
পাপাভিহতভূতানাং ত্বং ত্রিতাপহরে শুভে।
ভগবত্যৈ নমস্তুভ্যং দূরাদ্দূরনিবাসিনি ॥

নিশ্বাসে শোণিতাধারে প্রাণরূপেণ সংস্থিতে।
সর্ব্বব্যাপিনি কল্যাণি চিদ্‌ঘনস্বরূপে সতি ॥
অতুল্যগুণশালিন্যৈ নমস্তে কলুষান্তিকে।
সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রি সর্ব্বজ্ঞে ত্বং সর্ব্বসাক্ষিরূপিণী ॥
স্থাবরে জঙ্গমে নিত্যং শক্তিরূপেণ সংস্থিতে।
নিখিলপ্রাণিনাং পুংসাং ধনধান্যবিধায়িনি।
নমস্তেঽখিলধারিণ্যৈ দিব্যরূপে বরাননে।
মুমুক্ষুসাধকানাঞ্চ তপঃসিদ্ধিপ্রদায়িকে।
আনন্দময়ি মাতস্ত্বং ভক্তচিত্তবিহারিণী।
শোকদুঃখাপহারিণ্যৈ নমো ব্রহ্মসনাতনি ॥
রুদ্রমূর্ত্তে মহাশক্তে দুর্ম্মদাসুরনাশিকে।
ভগ্নহৃদয়মর্ত্ত্যানাং ত্বংহি পতিতপাবনী।
অচিন্ত্যাব্যক্তরূপেণ সর্ব্বভূতে বিরাজিতে।
অনাদ্যে অম্বিকে অম্বে মাতর্লজ্জাস্বরূপিণি ॥
জীবন্মুক্তস্য সিদ্ধস্য নিত্যানন্দপ্রবর্দ্ধিকে।
অন্তর্যামিনি যোগেশি ক্ষেমঙ্করি ক্ষমাময়ি ॥
নমস্তেঽনন্তরূপিণ্যৈ অভয়ে ভুবনেশ্বরি।
অদ্বিতীয়ে দুরারাধ্যে পাষণ্ডদণ্ডকারিকে।
দিব্যাঙ্গি দিব্যলাবণ্যে সুরূপে চিত্তমোদিনি।
চিদাকাশস্বরূপা ত্বং সাধুহৃদয়রঞ্জিকে ॥
জরামরণসংহর্ত্রি শঙ্করি প্রকৃতেঃ পরে।
তেজোময়ি পবিত্রাক্ষি নিষ্কলঙ্কস্বরূপিণি ॥

অন্নদে পুণ্যদে মাত যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তিকে।
বেদাগমেষু তন্ত্রেষু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতে॥
বিশ্বস্তসাধুচিত্তানাং বিপদ্ভীতি বিনাশিনি।
চিন্ময়ি প্রতিভাদাত্রি অমৃতানন্দভাষিণি॥
ত্বং হি জ্ঞানংবলং পুণ্যং শান্তিঃ সৌভাগ্যদায়িকে।
ত্বং হি মম ধনং প্রাণং ত্বং হি সর্ব্বস্বরূপিণী॥
নমস্তে জগত্তারিণ্যৈ ত্রাণকর্ত্রি সুরেশ্বরি।
ত্বংহি বেদো বিধিস্তন্ত্রং মন্ত্রো ভজনসাধনম্॥
ত্বন্নাম স্মরণৈর্গানৈ জীবন্মুক্তির্হি লভ্যতে।
বিতরাকিঞ্চনে দীনে মাতস্তে করুণা কণাম্॥
দেহি পদসরোজং মে নরামর নিষেবিতং।
তবপাদারবিন্দেষু প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥

গীত।

তুমি জাগ্রত শক্তি জগজ্জননী।
ঘনচিদ্বসনা তমসা বরণী॥
ভবভারহরা বহুরূপময়ী।
তব নাম মহান্ ধরাবিজয়ী॥
অনতিক্রমণীয় অনন্ত বলে।
ভ্রমিছে ভুবনে নিয়মে সকলে॥
জড় জীবসনে ঘুরিছে অবনী।
চমকে চপলা উজলে অশনি॥

বহিছে অবিরাম নদী তটিনী।
খর বেগবতী সুরশৈবলিনী॥
ছুটিছে গগনে কত ভানু শশী।
ফুলিছে অরবিন্দমুখী সরসী॥
তরুকুঞ্জবনে পিক গান করে।
কুমুদী কমলে মকরন্দ ঝরে॥
অনলে সলিলে পবন স্বননে ;—
গিরি সিন্ধু চরাচর দেহ মনে॥
তুমি নিত্য বিরাজিত মা বরদে।
করি গো প্রণিপাত পবিত্র পদে॥
জয় বিশ্বরমে শুভদে জননী।
জনচিত্তহরা করুণানয়নী॥
মৃদুহাস্য মুখে প্রিয় পুত্রগণে।
কত ডাকিছ মিষ্ট সুধা বচনে॥
ঝরিছে অনিবার কৃপা নয়নে।
অমিত প্রতিভা জ্বলিছে বদনে॥
সুখ শান্তির আলয় বিশ্বঘরে।
ধন ধান্য অগণ্য বিরাজ করে॥
অপরূপ বিধান অমূল্য ধনে।
করিলে ধনবন্ত অধীন জনে॥
কি দিবা রজনী প্রহরী হইয়া।
তুমি আছ সদা শিয়রে বসিয়া॥

অশনে বসনে ধন মান সুখে।
গুণ গায় সবে তব ঊর্দ্ধ মুখে।
করকোমল পাতি লয়ে সকলে।
কর পালন মা তুমি গো কুশলে।
স্তনদুগ্ধ দিতে কত যে যতনে।
ফিরিতেছ সদা ভবনে ভবনে।
অসহায়সহায় হয়ে বিপদে।
উদিলে জননী হৃদিকোকনদে।
কত বার দয়া করিয়া অধমে।
স্বগুণে সহসা পশিলে মরমে॥
পড়ি ভীষণ সঙ্কট পাপরণে।
যদি ডাকি নিতান্ত অধীর মনে।
অমনি প্রতিভাত হয়ে ত্বরিতে।
কর শান্তি বিধান বিদগ্ধ চিতে।
কি অপার দয়া! তব এ তনয়ে।
করি দর্শন থাকি অবাক্ হয়ে।
চিরকাল পদানত দাস করে।
যদি বাঁধি নিজে তুমি রাখ ধরে।
করি লাভ তবে তব পাদধনে।
হৃদিপদ্ম ফুলে ভজি এক মনে।
সুরসেবিত মা তব ও চরণে।
চির আশ্রয় দেহি অনাথ জনে॥

পুরঞ্জনের আত্মবিলাপ।

শুনিয়া অমরবাদ্য, জয়গীতধ্বনি,
সুরলোকে, প্রতিধ্বনি করিল সকলে,
ভীমনাদে ; দেব নর, জড়প্রাণিপুঞ্জ
যে ছিল যেথানে। তপোবনে ঋষিবৃন্দ
গাইল সে গীত, নবরাগে, যোগানন্দে
বিলীন হইয়া ; অহা শুনি নৃত্য করে
চিরঞ্জীব, একতন্ত্রীধারী, হরি বলে।
সাধুব্রতে অনুকূলা প্রকৃতি কল্যাণী—
সাধে নিজকার্য্য, হরিপ্রিয়া, সুসময়ে ;—
পশিলা গোপনে দেখি শুভ অবসর,
গূঢ় সূত্র ধরি, পুরঞ্জন চিত্ত মাঝে,
অলক্ষিতে, দেবদত্ত দৈবশক্তি বলে ;
ফিরাইতে মন তার, তর্কনিষ্ঠ, স্বর্গ-
অভিমুখে। হেরি প্রেমগলদশ্রুধারা,
মহোল্লাস দ্বিজমুখে, শুনি জয়গীত
নবীন তপস্বী যুবা কহিলা কাঁদিয়া,
আর্ত্তস্বরে,—"হায়! আমি মন্দমতি, ধরি
বৃথা এ জীবন, রসহীন মরুসম।

ঝরিল না কভু প্রেমধারা এ নয়নে,
কোন দিন ; হরিপ্রেমে মজিল না প্রাণ ;
ভক্তির উচ্ছ্বাস, ভাবরস না দেখিনু
কখন হৃদয়ে।” অকস্মাৎ অনুতাপ,
নির্ব্বেদ অনলশিখা উঠিল জ্বলিয়া
তার মনে, শোকাবেগে ; তিতিল বসন
গণ্ডস্থল দুঃখ-অশ্রুনীরে। বিনাইয়া
বলিতে লাগিলা পুনরাপ ;—“হায় ! আমি
করিনু কি ভবে আসি ! অসার চিন্তনে
দিন যায় চলি, মিছা কাজে ! কোথা গিয়া
নিবারি এ জ্বালা দুর্ব্বিসহ, প্রাণ দহে
পরিতাপে ! মায়া মরিচিকা পাছে ভ্রমি
নিরন্তর, দুর্নিবার আশার ছলনে ;
কিন্তু কি লাগিয়া ? কার তরে ভাবি এত,
কেবা কার ; আপনার বলিতে কে আছে
সেই বিভু বিনে ? ধন জন অবিদ্যার
খেলা, নহে স্থায়ী, কেহ নহে কারো সঙ্গী,
মরিতে হইবে এক দিন ; কালদণ্ডে
পলকে কে কোথা চলি যাবে, হায় ! সব
জানি, কিন্তু তবু কেন ঘুমাই জাগিয়া !
‘ব্রহ্মজ্ঞান বিনা অন্য নিয়ম বিধান,
দেশাচার, প্রচলিত ধর্ম্ম, ভ্রমবুদ্ধি

কল্পনাসম্ভূত ;—এই ভাবি আসিনু এ
বনে, গৃহ ছাড়ি, আহা ! জাতিকুলে দিয়ে
জলাঞ্জলি ; যোগ ধ্যান সমাধি সাধন
হেতু ; গুরুজন অনুরোধ ঠেলি, কাটি
মায়াবন্ধ একে একে, হইনু উদাসী
অনুরাগে ; কিন্তু আমি নহি তবু সুখী।
আসি যবে ছাড়ি কুলধর্ম্ম, বলেছিল
তারা মনোদুখে, "চক্ষে দেখিবি আঁধার" !
ফলিল যে তাই দেখি এবে ! হাতে হাতে।
জ্ঞান যুক্তি বিচারের ধর্ম্মে তবে নাহি
কি সান্ত্বনা ? পরিণাম কেবল কি তার
বিষাদ ক্রন্দনধ্বনি ? হেরি শূন্যময়
দশ দিক্, কোথা দৃষ্টি করি বা নিবদ্ধ।
হা নাথ ! হা দীনবন্ধো ! কোথা তুমি ? আহা !
দেখিব বলিয়া তব মুখ, ডাকি কত
কাতর হৃদয়ে ; কত সাধ করি মনে।
এ বিপদে, দয়াময়, দিবে নাকি দেখা
দীন বলে ? বৃথা কেন তোমারে বা দোষি ;
আমি যে গর্ব্বিত পাপী, কর্ম্মফল পারে
কে খণ্ডিতে ? নিজকর্ম্ম দোষে সহি এত
দুঃসহ যাতনা। রে কলঙ্কী প্রাণ ! তুই
বাঁচিবি কি সুখে ?—যদি হায় ! না দেখিলি

প্রাণনাথে, হিয়ামাঝে ? বল্, তবে বল্
বহিবি কেমনে দেহভার ? কি উদ্দেশে ?
ও মা বনদেবি ! তুমি হবে কি প্রসন্না,
কৃপা করি, পদাশ্রিত জনে ? ওগো তোরা
স্বভাবের পুত্র কন্যা, নির্ম্মল প্রকৃতি
তরুলতা, চিরসুখী বিহগদম্পতী,
তোদের দেবতা কোথা, দে না এক বার
দেখি তাঁরে ? নৈলে হায় ! মরি যে পরাণে !
কার দ্বারে কাঁদি, কেবা শুনে, এবে আমি
যাই বা কোথায় ? মিছা অরণ্যে রোদনে
কিবা ফল ! ডাকি " কোথা দয়াময় ! " " কোথা "
বলি ফিরে আসে কথা, আকাশে ঠেকিয়া ;
করে যেন পরিহাস মোরে প্রতিধ্বনি ।
মহাপাপী আমি, কে শুনিবে মোর কথা ?
উঠি যবে, নিদ্রা পরিহরি, ঊষা কালে,
হুতাশে জীবন যেন অবসন্ন প্রায় ।
কে বুঝিবে আহা ! সে যন্ত্রণা ? কেবা জানে ?
ভাবি মনে, হায় ! অন্ধভাবে ঘুরিব কি
যন্ত্রের মতন, এইরূপে ? উচাটন
প্রাণপাখি চাহে যেন উড়িয়া যাইতে
দেহ ছাড়ি, দেশান্তরে ; কিন্তু কোথা যাবে ?
প্রবোধিতে নারি তারে কোন মতে ; শান্তি

দিবে কে এ প্রাণে, এক বিন্দু, দয়া করি ?
ভাবিনু এবার হব সুখী, বিচরিব
প্রমুক্ত আকাশে, সুখে, মুক্তবায়ু যথা ;
এবে দেখি সবে প্রতিকূল ; প্রাণ যেন
শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড। একে পাপানলে দগ্ধ
হিয়া, তাহে আশাহত, বিরক্ত আপনি
আপনাতে অহর্নিশি ; সময় পাইয়া
রিপুকুল, ছিল যারা মৃতের সমান
নিদ্রাগত এত দিন, উঠিছে জাগিয়া
ক্রমে, মাথা তুলি ; বাহিরায় যথা ফণী
কালকূট অন্ধকার বিবর হইতে।
কর্ণহীন তরী যেন জীবন আমার
নিরালম্ব, আন্দোলিত ভবসিন্ধু জলে,
ভীষণ তরঙ্গাঘাতে ধায় দিশি দিশি,
কার সাধ্য রাখে তারে বাঁধি এ তুফানে,
স্থির করি ? বসি যবে আহা! নিরখিব
বলি, সেই চিদঘন হরি নিরঞ্জনে,
যোগাসনোপরি, দুটি নয়ন মুদিয়া ;
প্রবেশি অজ্ঞাতে কত চিন্তা সারহীন,
চিত্তমাঝে, কত পাপ কল্পনাজঞ্জাল
নিমেষে লইয়া যায় ধ্যান ভঙ্গ করি
বিষয়কণ্টক বনে, শুষ্ক তৃণে যথা

প্রভঞ্জন ; দগ্ধ হৃদে বাড়ায় সন্তাপ !
কত অপরাধ, পাপ করেছি না জানি
তাঁর পদে, প্রবৃত্তির ফাঁদে পড়ি ; হায় !
মঙ্গল নিয়ম লঙ্ঘিয়াছি কত ; তাই
এ দুর্গতি, ন্যায়দণ্ড এড়াব কেমনে।
এইত পাপের ভোগ ; এ হ'তে অধিক
মনস্তাপ আর আছে কিবা ! এমন কি
যাবে দিন ? হবে না কি এ দীনের ভাগ্যে
তবে দেবদরশন,—শ্রবণ তাঁহার
বাণী সুধাময় ? বুঝি যায় রে জীবন
হায় ! হায় ! অনিবার ক্রন্দন বিলাপে।
পড়ি নানা শাস্ত্র সাধি সংযম নিয়ম,
কঠোর দুশ্চর ব্রত কত, পিপাসায়
তবু প্রাণাকুল ; জ্বলে হিয়া অহরহ
বিষাদ আগুণে। আর পারি না বহিতে
ভারবহ এ জীবনভার, রক্ষা কর
হরি হে বিপদে। কত ভয় হয়, পাছে
নাস্তিকের মত পরিণামে কাঁদি বসে
ভবনদীতটে, একা আশাভগ্ন মনে।
দেখাইল তারা কুদৃষ্টান্ত, নিরাশার
কুপথ দুর্ব্বলে, পাপে পড়ি, নিজদোষে,
প্রাচীন বয়সে। মরিবার কালে, হায় !

কি দুর্দ্দশা, ক্ষীণস্বরে বলিল ডাকিয়া
চরম সিদ্ধান্ত কথা, ভাবীবংশে,—"কেন
পণ্ডশ্রম ? জপ তপ ভজন সাধন
বিফল সকলি, কিছু নহে সুখদায়ী।
যৌবনসুলভ নবোৎসাহ এক দিন
দেখেছি হৃদয়ে ; কিন্তু তাহা জলবিম্ব-
সম ক্ষণধ্বংসী। ছিনু মোরা এক কালে
অনুরাগী, বয়োধর্ম্মগুণে, এবে বহু-
দর্শন প্রভাবে বেশ বুঝিনু সে সব
মানস-বিকার। তাই বলি, কেন আর,
এতে কিছু নাই !" আমা সম কত যুবা
ধাইছে এ পথে, দ্রুতবেগে ; কি ভীষণ
তাদের দুর্গতি ! হবে না কি অভাগারো
ভাগ্যে সেই মত ! ভাবিলে সে ভাব প্রাণ
কাঁদে, ভয়ে উঠে চমকিয়া ; শুনি কাল
নিদারুণ বাণী বুক শুকাইয়া যায়।
ইচ্ছা ছিল (মর্ম্মব্যথা বলি বা কাহারে,
কেবা বুঝে তিনি বিনা ?) বড় ইচ্ছা ছিল
দেখিতে প্রাণেশে, সংগোপনে ; তাঁর কাছে
কহিতে মনের কথা ; কিন্তু হায় ! কবে
কোথায় কিরূপে পাব দেখা ! কবে আমি
আলিঙ্গিব তাঁর পদ, পসারি দুবাহু !

জন্মদুঃখী দীন আমি, নাহি রতি ভক্তি
তাঁর পদে ; ভক্তি বিনা, ওহে দ্বিজ ! প্রাণ
ধরিব কেমনে ? আহা ! বিনা দোষে আমি
তোমারে বা বলিছিনু মন্দ কত ? সাধু
ভক্তের মহিমা মূঢ় কি জানিবে ? তুমি
হরিভক্ত, প্রেমী, আমি চিনিব তোমারে
কোন্ গুণে ? চির দিন বিতণ্ডা কুতর্কে
কাল হরি, হরিভক্তি মরম না জানি।
ক্ষম আর্য্য ! আমি তব সন্তান সদৃশ
কৃপাপাত্র ; অপরাধ হয়েছে আমার
বহু তব পদে, না বুঝিয়া। বল এবে
গতি কি হইবে, কোথা পাই হরিধনে ?
লয়ে যাও শীঘ্র, সঙ্গে করি তথা, যথা
গেলে পাই প্রিয়তম হৃদয়সখারে।
ভক্তিরসে মজি আমি করিব বিহার
হরিপদে ; প্রেমানন্দে হাসিব কাঁদিব
হেরি তাঁর রূপ মনোহর ; সহবাসে
জুড়াইব প্রাণ। অভিমান ছাড়ি হব
ভক্তাধীন, তৃণসম, ভক্তপদ-ধূলি
অঙ্গে মাখি হরিবলে করিব রোদন,
পথে পথে। কত কথা আছে বলিবার
তাঁরে, যদি পাই কাছে, হয় যদি শুভ-

সম্মিলন একবার, চক্ষে চক্ষে! পূর্ণ
হবে কি কামনা মম ? এমন ভরসা
আমি করি কার বলে ? বাঁধিব পরাণ
কি সাহসে ? দিবেন কি শ্রীচরণছায়া
পাতকীরে তিনি নিজগুণে ? অপরাধী
আছি যে সে পদে, জন্মাবধি, তাকি পারি
ভুলিবারে ? দেও বিপ্র সান্ত্বনা হৃদয়ে।”
পরদুঃখে দুঃখী দ্বিজ বলিল তাহারে,
প্রবোধিয়া,—“ শুন বৎস, সম্বর ক্রন্দন,
ধৈর্য্য ধর ; স্থান পাবে হরিপদে ; তিনি
দীনবন্ধু, ভক্তাধীন, বাঞ্ছাকল্পতরু।
আছে অঙ্গীকার তাঁর, কাতরে যখন
যে ডাকিবে, পাবে দেখা। তাহার প্রমাণ
ইতিহাস, মহাজন অমরচরিত ;
ভূরি নিদর্শন পাবে, ও হে যুবা, নব
বিধান পুরাণে, চাহ যদি। করিলেন
হরি, এই যুগে আহা ! যে অপূর্ব্ব লীলা
ভক্তসনে, তার কথা কি আর বলিব !
শুনিলে মোহিত হবে সে ভারতী। ধন্য !
দয়াময়, ধন্য ! তাঁর যুগধর্ম্মলীলা।
জগাই মাধাই নামে পাষণ্ডপ্রধান
দুই ভাই, ছিল নবদ্বীপে, জান তাহা ;
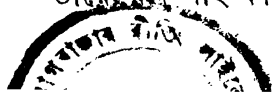
শুনেছ অবশ্য তারা তরিল যেরূপে
হরিনামে ; কিন্তু শুন বলি, তা হ'তেও
দুর্ম্মদ অসুর জ্ঞানপাপী শত শত
হয়েছে উদ্ধার এ বিধানে। আজ তারা
নগরে নগরে, দেশে দেশে, বিলাইছে
হরিপ্রেমসুধা ক্ষুধাতুরে ; হরিপদে
করিছে বিহার ভক্তসঙ্গে, প্রেমে মাতি।
কেন তবে, হে সুমতে! হও খিদ্যমান,
আশাহত? কেন শোকে আকুল অন্তর?
কাঙ্গালের ধন হরি, কে না জানে? আমি
জানি, তিনি বড় দয়াময় ; সাক্ষ্য তার
জীবন আমার। কত কৃপা এ জীবনে
তাঁর, আহা! বলিতে কি পারি? অতএব
হয়ো না নিরাশ ; বলি শুন আত্মারাম-
চরিতকাহিনী ; পাবে আশা ভগ্ন মনে।

আত্মারামচরিত।
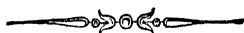
ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে খ্যাত চিতপুর নামে
আছয়ে নগর এক, বহে যথা নদী
লীলাবতী, ধীরে ধীরে ; ছিলেন তথায়
ভগবান্ শর্ম্মা সাধু পুরুষ জনেক
শুদ্ধাচারী ; তাঁর দুই পুত্র আত্মারাম,
অভিরাম, প্রিয়দরশন, জনকের
প্রতিবিম্ব সম। শিশুকালে তারা যবে
খেলিত দুজনে, সখ্যভাবে, এক বৃন্তে
যথা দুটি ফুল হাসে গলাগলি করি,
মজিয়া প্রণয়রসে, আহা! কি কহিব
তার কথা! স্বর্গ যেন উদিত ভূতলে।
প্রাণের সোদরসনে বাল্যলীলা, প্রেম-
বিনিময় ; আড়ি ভাব শয়ন ভোজন
নৃত্যগীত মনে হ'লে এখনো হৃদয়
প্রেমে গলে। অহো! ইচ্ছা হয় ফিরে যাই
আবার শৈশবে, বসি মাতৃকোলে হাসি
কাঁদি খেলি, বাল্যসখাসনে, সদা সুখে।
কিন্তু রে করাল কাল! তোর গ্রাসে কে না

কবলিত ? বাল্যলীলা অন্তে যবে তারা
পশিল যৌবনে, দুই ভাই, পড়ি ঘোর
কুটিল বুদ্ধির ফেরে হারাইল সেই
প্রেমরত্ন। স্বার্থচিন্তা অশান্তিজনন,
আঁকিল কলঙ্ক রেখা মুখে, কালকীট
যেন কোকনদে। আত্মারাম জ্ঞান ধন
অভিমান মদে, ভ্রান্ত পথিক যেমতি,
ভ্রমিতে লাগিল নানা দিকে, অন্ধ হয়ে।
কভু ধর্ম্মপথে ধায় যেন সুধীবর ;
বলে ভক্তিভাবে "বিদ্যা ধন মান সব
বিধাতার দান, দেবকৃপা।" কখন বা
পণ্ডিতের মত তর্ক করে কুট প্রশ্ন
ধরি, ভাবে মনে আমি বিজ্ঞ, "সব জানি।"
যৌবনবিকারে তারে লাগিল গড়িতে
বহুরূপে, বাতাহত যথা ঘনাবলী।
কখন দেশের হিতব্রতে সার জানি
কহে মহোৎসাহে, "পূজা ধ্যানে কি হইবে ?
প্রকৃত মানবধর্ম্ম শুভ অনুষ্ঠান।"
কখন সংবাদপত্র বাহির করিয়া
রচিত তাহাতে রাজগ্লানি, দেবনিন্দা।
হেন মতে ছাড়ি এক পথ, অন্য পথ
ধরে সত্য বলি, কিন্তু না পারে তিষ্ঠিতে

কোন স্থানে। পরিশেষে ডুবিল সে যুবা
অন্ধকারে, অবিশ্বাস কূপে; কালকূট
ফণীসম রিপু যত দংশিতে লাগিল
অঙ্গে তার, তীব্ররোষে; দহিল জীবন
পাপবিষানলে, আহা! যথা অংশুমালী
নিদাঘ মধ্যাহ্নতাপে দহে ফুলদলে।
ও হে ভদ্র! হ'ল তার যে দশা পশ্চাতে
তাহা কি বলিব? কভু শ্বেতাঙ্গের বেশ
পরি কৃষ্ণ অঙ্গে, কপি যথা নরাকারে,
ভ্রমিত মহিষীসহ রাজপথে, যথা
ভৃঙ্গ ভৃঙ্গীসহ চরে ফুলবনে, দোঁহে
দোঁহা মুখ হেরি। যবে যে তরঙ্গরঙ্গ
উঠিত মানসে, আরোহিয়া তদুপরি
ভাসিত আহ্লাদে, তৃণখণ্ড ভাসে যথা
স্রোতোনীরে; কত আর বলিব সে কথা!
কখন বিজ্ঞানরসে মজি, যথা তথা
প্রকাশিত বিদ্যা, যেন পরম পণ্ডিত;
কহিত অম্লান মুখে "মানি না ঈশ্বর;
স্বভাব, নিয়ম, এই দুই বিনে আর
কিছু নাই। সনাতন পরমাণুপুঞ্জ
মূলাধার; জড় জীব, নরনারী ফলে
তাহে, কালে পুনঃ হয় তাতে লয়। আদি

পিতা বীর হনূমান, নহে ভগবান্ ;
জ্ঞান প্রেম বিবেকাদি মনোবৃত্তি যত
ক্ষণস্থায়ী, সপ্তবর্ণে যথা ইন্দ্রধনু ।
অতএব আসি ভবে দু দিনের তরে,
ধরি নরদেহ, কেন মিছে করি আর
ধর্ম্ম ধর্ম্ম, মূর্খ বর্ব্বরের মত ? আশু
পাই যাতে সুখ, এস সবেমিলে তাই
করি আগে ; পরে যত পার কর জীবে
দয়া, সাবধানে, এই "মানব ধরম ।"
কিন্তু বিজ্ঞানের সহ ব্যবহারে তার
ছিল চিরদ্বন্দ্ব ; বলিত যা মুখে, কাজে
দেখাইত বিপরীত তার । সর্ব্বগ্রাসী
বিষয়লালসা, অনন্তর ডুবাইল
তারে, আহা ! ঘোর পাপহ্রদে, একেবারে ;
ঘূর্ণাজলে ডুবে যথা তরী পলে পলে ।
সাধুনিন্দা ছিল তার নিত্যব্রত ; ব্যঙ্গ
করি কত মন্দ কথা বলিত সাধুরে
অকারণে । "ধর্ম্ম" শব্দ শুনি মহাকোপে
উঠিত জ্বলিয়া, যথা হিরণ্য কশিপু
দৈত্যপতি হরিনামে । অহঙ্কার যেন
মূর্ত্তিমন্ত ! কেহ যদি বলিত কখন
করে ধরি তারে, বন্ধু ভাবে,— "ও হে ভাই !

কেন আর পাপে মজ, ফিরে চল, নৈলে
বড় দুঃখ পাবে পরিণামে ; পরিহরি
কুপথ, কুসঙ্গ লহ স্থান বিভুপদে ॥
বিচার কুতর্ক মুখে পণ্ডিতের মত,
কাজে স্বেচ্ছাচার, এত হয় না সঙ্গত।”—
অমনি তাহারে ক্রোধলোহিত লোচনে
কহিত সরোষে,—“রে ধর্ম্মান্ধ ! কারে তুমি
শিখাও এ কথা ? বৃদ্ধপিতামহী-বাক্য
শুনিবার কাল আছে কি এখনো ? এত
দিন পরে শেষ, হা অদৃষ্ট ! বলে কি না
ভজ বিভুপদ ? বুদ্ধি বিদ্যোপাধি জ্ঞান-
গ্রন্থসহ তবে কেন মরি না ডুবিয়া
গঙ্গাজলে ! ঊনবিংশ শকে হেন বাক্য
কৃতবিদ্য জ্ঞানিজন প্রতি কভু নহে
সমুচিত। বিদ্যাবলে বিচরে যে ঊর্দ্ধে
ব্যোমপথে, মহাসিন্ধুতলে সে কি সখে
ডরে ধর্ম্মভয়ে ? মৃত্যুভয় ও হে মিত্র !
দেখাও কাহারে ? তুমি কি অমর প্রাণী ?
সাধুও মরিবে কালবশে। অনিশ্চিত
ভাবীসুখ-আশে, তুমি বল কি ত্যাজিতে
আশু সুখে ? ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বুঝি না ;
যাহে মন মজে তাই করি ; কেবা জানে

ভাল মন্দ তার।" প্রমাণিল আত্মারাম
এই ভাবে কপিধর্ম্ম পশুব্যবহারে।
কিন্তু স্বেচ্ছাচারী কবে কোথা নিরাপদ?
আত্মবিনাশের বীজ গর্ভে ধরি পাপ
জনমে মরিতে, কর্কটিনী যথা; পায়
দণ্ড যথাকালে। বিধাতার বিধি জীব
পারে কি রোধিতে পাপী হয়ে? প্রতিশোধ
এক দিন লইবে সে, পূরাইবে ক্ষতি।
ভ্রমিছে নিঃশব্দে, পাছে পাছে রোগ মৃত্যু,
কৃতান্ত ভীষণ; তারা ধরিবে কখন
কার কেশে, আচম্বিতে, পারে কে বলিতে?
দারিদ্র্যাপমান জরা ব্যাধি একে একে
ঘেরিল যুবারে। পিতা ভগবান্ চির
মঙ্গলপ্রয়াসী কত দুঃখ পাইতেন
মনে, পুত্রে হেরি; কাঁদিতেন কত আহা!
সংগোপনে; কিন্তু কে তা শুনে? অবিশ্বাসী
পাষণ্ড তনয় তাঁরে করিত অমান্য
পদে পদে। অনুতাপে পুড়িত যখন
হিয়া তার, কিম্বা যবে উঠিত জাগিয়া
ভূতকাল স্মৃতিপথে, পূর্ব্বপাপসহ
ভীমাকারে, ক্ষণপ্রভা প্রকাশে যেমতি
তমোরাশি, মহাভয়ে কাঁপিত তখন।

সমুদ্যত যমদণ্ডে হেরি কখন বা
কাঁদিত নীরবে। আহা! ইচ্ছা যেন বলে
প্রাণ খুলি নিদারুণ মর্ম্মব্যথা কোন
আত্মীয় সুহৃদে, শিশু যথা জননীর
কাছে; কিন্তু অবিশ্বাস সংশয়-বিকারে
যে বিকৃত, সে ডাকিবে কাহারে? মগ্ন সে
যে নিরাশঅন্ধকূপে? কারাগৃহবদ্ধ
বন্দী যথা কাঁদে ভগ্ন মনে, আশাহীন
আকুল অন্তরে, সেই ভাব অবিকল।
কালক্রমে এক মাত্র পুত্র সুকুমার
সেও চলি গেলা যমপুরে, শোকে মাতা
মরিল অকালে। দুর্ব্বিসহ মৃত্যুরোগে,
স্ত্রী পুত্র বিরহে, আত্মারাম কাঁদে হেন
মতে, একা শূন্যপুরীমাঝে, দিবা নিশি।
সুবোধ কনিষ্ঠ অভিরাম শান্তমতি
কহিলা অগ্রজে, "ভ্রাতঃ! এই ভাবে যাবে
কি জীবন? ডাক হরি দয়াময়ে যিনি
চরমের বন্ধু; তাঁর প্রেম নহে বাম
কারো প্রতি। কেন তবে কাঁদ? কি মাহেন্দ্র
ক্ষণ এবে যায় চলি, দেখ না চাহিয়ে?
বহিছে বিমল নববিধান সমীর
মন্দ মন্দ; স্বয়ং হরি ভগবান্ কত

লীলা করিছেন ভবে ; চল যাই তথা
সম্বরি বিষাদে। হেন সুদিন কি আর
পাবে কভু ? দেখ আসি, কত লোক যায়
স্বর্গধামে সশরীরে ! নববিধানের
কি মহিমা, মুখে তাহা কি আর বলিব !
জীবন আমার তার সাক্ষী।" আত্মারাম
যদিও নাস্তিক, ভণ্ড, কিছুই মানে না ;
কিন্তু তবু ছিল নববিধান-বিরোধী,
ভক্তিদ্বেষী। প্রতিবাদ করিত যে কাজে
পাপ বলি, স্বার্থসিদ্ধি লাগি নিজে তাই
করিত আপনি নির্ব্বিকারে। জিজ্ঞাসিলে
বলিত স্বচ্ছন্দে, "কেন ? সত্য যা তা কেন
না বলিব ? নিজে আমি যা হই, যা করি,
তাহাতে কি ? সত্য অনুরোধে পরদোষ
অবশ্য ঘোষিব, ইথে যায় প্রাণ যাবে।"
বিবিধ ঘটনা এবম্বিধ, অর্থশূন্য,
অন্ধ বলি উপেক্ষিত যারে, এবে তাহা
জীবন্ত আকারে যেন লাগিল কহিতে,
গুরু হয়ে ;—"রে পাষণ্ড অবোধ দুর্ম্মতি,
ভেবেছ কি মনে, যাহা ইচ্ছা হবে, তাই
করিবে অবাধে ? কেহ নাহি কি উপরে
দণ্ডদিতে ? অরাজক নহে বিশ্বরাজ্য !

অনন্তকালের স্রোতে ভাসি মোরা বহু
রূপে, সিন্ধুবক্ষে যথা জলবিম্ব, কিন্তু
নহি অন্ধ, পিতামাতা হীন ; ডুবি, উঠি,
ভবজলে, সুনিয়মে, হে নিয়মবাদী,
নিয়মসর্ব্বস্বজ্ঞানী, শাসন-শৃঙ্খলে
ভগবান্ সর্ব্বলোকনাথ, রেখেছেন
বাঁধি আমা সবে ; তাঁর রাজবিধি শুভ
অভিপ্রায় দেখে জ্ঞানী ঘটনা-সংযোগে।
পুরাণপ্রণেতা তিনি, ইতিহাসে নিত্য
জীবন্ত বিধাতা, কেন থাক ভুলি তাঁরে ?
কালের বিজয় ভেরী প্রতি পলে বাজে
বজ্রনাদে, পাও না কি শুনিতে সে ধ্বনি ?”

“বিধাতার লীলা, ওহে মিত্র ! কে বুঝিবে ?
কখন কি সূত্রে তিনি ধরেন পাপীরে
কে তা জানে ? দৈবক্রিয়া বুদ্ধির অগম্য,
যথা বায়ুগতি। ভ্রাতৃবাক্য, জনকের
রোদন বিষাদে জাগাইলা তারে কেশে
ধরি ; আহা ! দৈবের কি অখণ্ড নির্ব্বন্ধ !
সুরামত্ত জনে যথা জাগায় প্রকৃতি
জ্ঞান দানে। ওহে বনাশ্রমী ! শুন বলি
হইল যা পরে। তীব্র অনুতাপ অগ্নি
উঠিল জ্বলিয়া, মনে তার, দেব পশু

ভাবের সংঘাতে ; দারুসংঘর্ষণে যথা
জ্বলে দাবানল, ঘোর গহন বিপিনে।
ব্যাপিল জীবনে সেই অগ্নি ব্রহ্মকৃপা-
পবন হিল্লোলে। পূর্ব্বকৃত পাপ, ভাবী
কলুষ কল্পনা যত ভাবে, প্রাণ তত
পোড়ে শোকানলে। নিরুপায় দেখি শেষ
ডাকিতে লাগিলা ভগবানে, যোড় করে।
বলে ঊর্দ্ধমুখে,—"ওহে হরি! কোথা তুমি
রহিলে এখন? দেখা দেও, নৈলে ডুবি
হে অকূলে, অন্ধকার বিপদ-সাগরে!
কত বার আহা! দুঃখে ফেলি দিলে শিক্ষা
নরাধমে, কিন্তু আমি নারিনু বুঝিতে।
নিন্দা অপমান, রোগ শোক, সব নাথ
তোমারি প্রেরিত বন্ধু হিতকারী। হায়!
এত কাছে তুমি, তবু পাইনি দেখিতে!
আমি বড় হতভাগ্য! ক্ষম অপরাধ
দেব, নিজগুণে, দয়া কর পাপী বলে।
অনন্ত তোমার লীলা সুগভীর, আমি
মূঢ়, অভিমানী, তা কি পারি হে বুঝিতে?
ঘটনাশৃঙ্খল ধরি ছিলে বসি তুমি
মোহযবনিকাপাশে, জানিব কেমনে?
জানিতাম যদি আগে, তুমি সার, আমি

ছায়ামাত্র, এত গূঢ় নিকট সম্বন্ধে
বদ্ধ আমি তোমাসনে, তা হ,লে কি নাথ,
এত কাল থাকিতাম ভুলে ? এবে হের
করুণাকটাক্ষে দীনজনে, আর আমি
মজিব না পাপে, তোমা ছাড়ি। জর্জ্জরিত
তনু মন, অপরাধে, গভীর কলঙ্কে ;
এ বিপদে করিবে কে দয়া তুমি বিনা ?
দেখ পিতা, অশ্রুজলে ভাসি, নাহি সুখ
শয়ন ভোজনে, প্রাণ কাঁদে অনিবার।”

কাঁদিলা এতেক যদি অত্মারাম, দুঃখে
অনুতাপে, শিশু যথা জননী উদ্দেশে ;
সন্তানবৎসল হরি, বিশ্বপতি আর
নারিলা রহিতে. তাহা শুনি ; অবিলম্বে
দিলা দেখা “ ভয় নাই ! ” “ ভয় নাই ! ” বলি।
পথভ্রান্ত পুত্রসহ পিতার মিলন
কি সুন্দর, ওহে ভদ্র ! মুখে তাহা নহে
বলিবার। প্রেমগন্ধ ছুটিল চৌদিকে।
সোণার কমল যেন ফুটিল হৃদয়ে
পুণ্যরবিকরে, কালনিশা অবসানে।
পরশি হৃদয়তন্ত্রী কহিলা শ্রীহরি
মিষ্ট স্বরে,—“কেন বৎস আর আর্ত্তনাদ !
তোমালাগি আছি পথ চেয়ে, এস কোলে

রোদন সম্বর। এক বিন্দু অশ্রুজলে
ক্রীত আমি, চিরকাল পাপীর দুয়ারে।
যাও! আর চিন্তা নাই, কাঁদে যে, সে পায়
স্বর্গরাজ্য।—এই কথা বল দ্বারে দ্বারে
দুর্ম্মতি মানবগণে।" নিরখি অনন্ত
কৃপা আত্মারাম আরো লাগিল কাঁদিতে।
বলিল, " ঠাকুর! তুমি পতিতপাবন,
দয়াময়, নিজগুণে দিলে দেখা মোরে;
কিন্তু আমি পাপমতি চাহিতে যে নারি
তোমাপানে! তব প্রেম তীক্ষ্ণ বাণসম
বিঁধিছে আমারে। ও প্রসন্ন মুখ নাথ,
দেখিব কিরূপে, স্থিরভাবে; লজ্জাভারে
নত এ বদন আর চায় না উঠিতে।
দেও দেব, পদছায়া শিরে, পড়ে থাকি
জনমের মত, দাস হয়ে ও শ্রীপদে।"

শুনি আশাবাক্য পুরঞ্জন দ্বিজবরে
কহিলা পুলকে, ধরি তাঁর পা দুখানি ঃ—
"ওহে তাত! আজ আমি পাইনু জীবন
মৃতদেহে। শুনিনু যা ও শ্রীমুখে, তাহা
পশিল অন্তরে, মর্ম্মস্থানে। অভিমানে
মজি আর আমি কভু যাব না বিপথে
বুদ্ধির মন্ত্রণা শুনে। বুঝিনু এখন

দৈববল একমাত্র সার; স্বয়ং ব্রহ্ম
গুরু জ্ঞানদাতা; তিনি না শিখালে জীব
পারে না বুঝিতে তাঁর কথা। নবধর্ম্ম
বিধানভারতী শুনিনু যা এবে, সত্য
সত্য ইহা সারধর্ম্ম, ভগবান্‌দত্ত।
হরিপদ বাঞ্ছাকল্পতরু, তাহা ছাড়ি
যাব কোথা আর, জ্ঞান ধর্ম্ম অন্বেষিতে?
রেখ বিপ্র, মনে রেখ, ভুল না আমায়।"

চিরঞ্জীবের নগরপ্রবেশ।

চলিলেন চিরঞ্জীব একতন্ত্রীপাণি,
অনন্তর, তপোবন ছাড়ি, লোকালয়ে,
নগরাভিমুখে ;—তুলি তান,—"হরি বল্,
বল্ রে আমার একতন্ত্রী, প্রাণতন্ত্রী ;
বল্ বল্, ঢাল্ সুধা শ্রবণবিবরে।
জীবনের সঙ্গী তুই আমার, পথের
দোসর, মধুর স্বরে ভাই, একবার
শুনা সেই সুধামাখা " মা " নামটি যাতে
হিয়া গলে। দেশ দেশান্তরে ফিরি তোরে
স্কন্ধে লয়ে, রাখি বক্ষোপরি সযতনে
এই লাগি ; গুন্ গুন্ রবে হরিগুণ
গাও রে পঞ্চমে, মিশে হৃদিতন্ত্রীসনে
একযোগে ; শুনে মগ্ন হই যোগানন্দে।"
মৃদুমন্দ পদে দ্বিজ যায় চলি, মজি
হরিরসে ; উত্তরিলা ক্রমে রাজধানী
কলিপুরে। দেখি সরোবর এক তথা
অতীব সুরম্য, পথপ্রান্তে, লতাকুঞ্জে
শোভিত উদ্যানে ঘেরা, বসিলা সেখানে

শ্রান্ত বৃদ্ধ, এক তরুতলে ; নাগরিক
যুবক যুবতী তথা আসিত সেবিতে
সন্ধ্যাবায়ু, বিহরিত নানা রঙ্গরসে।
বিলম্বিত শ্মশ্রু চিরঞ্জীবে হেরি সবে
কহিছে ইঙ্গিতে পরস্পর গৌরণ্ডীয়
ভাষে, নানা কথা, যার যা আসিছে মনে।
কোন যুবা কক্ষে ধরি প্রিয়াভুজ বলে
তারে প্রিয় সম্বোধিয়া,—" নিশ্চয় এ ভণ্ড
ছদ্মবেশী, মিথ্যাভেখধারী। এরা সব
ভ্রমে দ্বারে দ্বারে প্রতারিতে সাধারণ
নরকুলে। অশিক্ষিত নারী গৃহবদ্ধা
হয় প্রবঞ্চিত ইহাদের হাতে।" কোন
ধনী শুনি হরি হরিধ্বনি, দ্বিজমুখে,
জিজ্ঞাসে অপরে,—" হরি হরি কেন করে
এ বদনে, হেথা বসি ? বায়ুগ্রস্ত বুঝি ?
নতুবা এখানে কেন একা, বৃক্ষমূলে ?
কারে বলে হরি, কিবা অর্থ তার, আমি
কিছুই বুঝি না।" অন্যে কহিছে উত্তরে,
"হরি মানে কি তা আমি জানি ;—"শীঘ্র"—"ত্বরা"।
কেহ কহে সহৃদয়ে, হেরি ম্লানমুখ,
" আহা ! ওরে দেও কিছু, যদি সঙ্গে থাকে।"
শুনি দয়াবাক্য তার যুবতী জনেক

বিলাসিনী বলে ক্রোধকুটিল কটাক্ষে,
" কি বলিলে ? হেন শ্রমবিমুখ অলসে
দান দিবে ? কভু নহে সমুচিত। দুঃখী
কৃপাপাত্রে দান কর ; কিন্তু পাবে কোথা ?
এরা যত সব চোর, বঞ্চক বৈরাগী ! "
প্রাচীন রসিক চিরঞ্জীব মনে মনে
হাসিছে নীরবে, যেন কিছুই বুঝে না।
শুনিয়া সে কথা, ভাবে মনে, " কালের কি
বিচিত্র মহিমা ! নহে কি ইহারা হিন্দু,
আর্য্যবংশ ? হায় কলি ! কত লীলা তুমি
দেখাইলে। " অতঃপর কহিলা ফুকারি,
" ওগো বাছা ! যা বলিলে বুঝিনু সকলি !
আহা ! প্রভুর কি অপরূপ সৃষ্টি ! কোথা,
কি ভাবে ঠাকুর প্রকটিত, কে বুঝিবে ? "
ঈষদ্ লজ্জিত ভাবে তখন সকলে
সকৌতুকে লয়ে গেল বাবাজীরে গৃহে,
সঙ্গে করি। পুরাঙ্গনা প্রাচীনা মহিলা
যত শ্মশ্রুধারী অবধূতে হেরি কহে
প্রণমি, " গোসাঞী ! জ্বর প্লীহা রোগে মরি,
মন্ত্রৌষধি কিছু দেও যদি আমা সবে,
তবে বাঁচি। " কেহ মাগে পুত্রহেতু বর।
সম্বোধি সকলে দ্বিজ কহেন তখন

ধরি নিজমূর্ত্তি, ও মা হিন্দুকুলবালা!
সামান্য রোগের বৈদ্য নহি আমি ; মহা
ব্যাধি পাপরোগহন্তা নববিধি আছে
সঙ্গে, চাহ যদি পাবে ; শুন শুন, বলি
সে কাহিনী। "মায়ামুগ্ধ কলির মানবে
উদ্ধারিতে হরি কৃপাসিন্ধু অবতীর্ণ
এবে মহীতলে। ভজ তাঁরে হৃদে, নিত্য
নিষ্কাম অন্তরে, হবে রোগমুক্ত। নব
বিধান এসেছে এই লাগি ধরাধামে।"
গৃহস্বামী হেমচন্দ্র শুনি সে বচন
অগ্নিময়, দেখি তেজঃপুঞ্জ বপু, তাঁরে
ডাকিলা আদরে, নিজ পাশে ; বসি সবে
ঘেরি চারিধারে, সবান্ধবে জিজ্ঞাসিলা
বিধানপ্রসঙ্গ, তত্ত্বকথা কৌতূহলে।

গোষ্ঠীপতি হেমচন্দ্র, হিন্দুকুলোদ্ভব,
ভদ্রবংশ ; ধন মানে সম্ভ্রান্ত নগরে।—
থাকিত ভবন যাঁর শোভিত কুটুম্বে
বহু পরিবারে, নৃত্যগীতে। কৃতবিদ্য
উচ্চপদধারী পুত্রগণ বিহরিত
তথা রসোল্লাসে। গৃহস্বামী হিন্দু, কিন্তু
সময়ের জীব, নির্ব্বিরোধী ভিন্ন মতে।
পরিমিত মাত্রা সুরা, ভূচর খেচর

মৃগ পক্ষী সেবিতেন তিনি অবিকারে।
বারাঙ্গনা নৃত্য গীতে হইতেন সুখী ;
ছিলেন রসিক বৃদ্ধকালে ; রাখিতেন
শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণে সুরঞ্জিত করি।
বৈদেশিক রুচিপ্রিয় পুরবাসী, যত
যুবক যুবতী স্বেচ্ছাচারী পানাহারে।
কেহ ব্রহ্মজ্ঞানী, কেহ ঈশাপন্থী, কেহ
শ্বেতাঙ্গ, মানবধর্ম্মসেবী ; নারীগণ
তদনুবর্ত্তিনী বহুরূপা। সুরা মাংস
ভুঞ্জিত উভয়ে বসি বেত্রসিংহাসনে,
দারুমঞ্চে। বৃদ্ধাগণ সধর্ম্মানুরতা।
ছিল সেই পরিবারে এক সাধু যুবা
অকিঞ্চন নামে, নববিধানবিশ্বাসী
লীলাবাদী। কহিলা সে বিনীত হৃদয়ে
অতিথিরে, "বল দ্বিজ বিধানমাহাত্ম্য
হরিকথা বাখানিয়া। বিধান কাহারে
বলে, নবীনত্ব তাহে কিবা আছে, সব
মোরে কহ বিস্তারিয়া।" আরম্ভিল বৃদ্ধ
হরিস্মরি, দিব্যকথা বিধানপুরাণ,
সভাস্থলে ; বামাগণ শুনিতে লাগিলা
বসি অন্তঃপুরে। শ্রোতৃবর্গ মাঝে ছিল
জনেক যুবক অবিশ্বাসী, ধর্ম্মজ্ঞানী ;

ব্যঙ্গচ্ছলে কহে সে পথিকে, " ও হে ! তুমি
কি প্রেরিত স্বর্গদূত ? তুমি না দানব
বলি নিন্দ কৃতবিদ্য সভ্যজনে ? কোথা
শিখেছ এ সর্পমন্ত্র ? ক্ষান্ত হও, আর
কাজ নাই ; ভাবুকালী হেথা চলিবে না" ।
উপেক্ষি সে বাক্য দ্বিজবর শান্তচিত্ত
গম্ভীর আরবে কথা কহিতে লাগিলা
অন্তর্ভেদী, সভাজনে মোহিত করিয়া ।

সৃষ্টিলীলা।

" জিজ্ঞাসিলে যদি, ওহে সাধু যুবা! বলি
তবে শুন আদ্যোপান্ত। বিশেষ বিধান
যুগধর্ম্ম, দেখ যা পুরাণে, নহে ইহা
বিধিবহির্ভূত; আছে সৃষ্টিকালাবধি
গাঁথা সুনিয়মে, নিত্য অখণ্ড শৃঙ্খলে,
ক্ষুদ্র বীজে যথা মহীরুহ; হয় যথা
কালে প্রকটিত, বিধাতার ইচ্ছাবলে;
বিশ্বসৃষ্টি যাঁর আদিলীলা। নির্ব্বিকার
পুরাণপুরুষ ব্রহ্ম বিনা, অন্য কিছু
ছিল না প্রথমে, এ জগতে। থাকিতেন
তিনি নিজানন্দে, ঘন অন্ধকারাবৃত
মহাকাশে, একা আপনাতে, যোগী যথা
সমাধিনিমগ্ন। ঘোরা তমিস্রা যামিনী
ভয়ঙ্করা; জ্যোতিহীন অনন্ত গগন,—
রবিশূন্য, শশিশূন্য, প্রসারিত দিগ্
দিগন্তরে; শূন্যপূর্ণ গম্ভীর নীরবে;
একটি তারকা বিন্দু হাসিত না তথা
মৃদুস্বরে; অনুপম অচিন্ত্য সে ভাব,

বুদ্ধির অগম্য ; কবিকল্পনা-বিহঙ্গ
নারে বিচরিতে পাখা মেলি সেই শূন্য
নির্ব্বাত প্রদেশে। মহাশব্দে তার মাঝে
উঠিত নিয়ত ' অহমস্মি " অলৌকিক
ব্রহ্মমুখবাণী, মহারোলে ; ব্যোমে ব্যোমে
হইত যে রব নিনাদিত অবিশ্রান্ত
ভীম গরজনে, যথা অশনিঝঞ্ঝনা
ঘনমেঘে। এই বিশ্ব বিচিত্র বিশাল
ছিল আগে নব নব বিধানের সহ
তাঁহার ভিতরে, বীজরূপে, লূতাতন্তু
যথা ঊর্ণনাভিগর্ভাশয়ে। ভগবান্
তুরীয় শকতি ব্রহ্ম ত্রিগুণঅতীত,
অনন্তআকাশশায়ী সৃষ্টিহেতু যবে
উঠিয়া বসিলা স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণপূর্ণ
হইল তখন শূন্যনভ, মন্ত্রবলে।
ছাড়িলা নিশ্বাস দেব প্রলয় উচ্ছ্বাসে,
অগ্নিবায়ু বহে যথা খাণ্ডব দাহনে,
ঝড়বেগে ; উল্কাপিণ্ড সম রাশি রাশি
অনলস্ফুলিঙ্গ তাহে ঝরিতে লাগিল,—
তারাদল পড়ে খসি যেন মহাতেজে
ভূমিতলে ;—কহে যারে পণ্ডিত বিজ্ঞানী
পরমাণু। ব্রহ্মতেজধারী সেই অণু

সৃষ্টিউপাদান, জড়ভূত বলি যাহে
দল পদতলে, তাহা নহে কি অদ্ভুত ?
কে জানে সে তত্ত্ব, কে বা দেখেছে স্বচক্ষে
রূপ তার ? আদিদেব বৈরাজপুরুষ,
তাঁর খেলা কার সাধ্য বুঝে ? ইচ্ছাবলে
ঘুরিতে লাগিলা সেই অগ্নি, জলচক্রে
জলরাশি যথা, শূন্যোপরি, অণ্ডাকারে।
ঊর্দ্ধে ভ্রাম্যমাণ তার অর্দ্ধখণ্ড ফাটি
বাহিরিল সূর্য্য চন্দ্র, অসীম দ্যুলোক ;
অদ্যাবধি যারা কক্ষে কক্ষে অবিরাম
ঘুরিছে নিয়মে, দলে দলে ; নীলাকাশে
যেন আহা ! নীলকান্ত মণি। হেন মতে
আঁধার আকাশ উজলিল ; শোভা হেরি
আপনি বিস্মিত মহাপ্রভু। সূর্য্যোপরি
সূর্য্য ভ্রমে সহচর সঙ্গে আলোকিয়া
সুধাকরে ; স্তরে স্তরে জ্বলে কত গ্রহ,
উপগ্রহ, ধূমকেতু বহুরূপে। শূন্যে
নিরালম্বে লম্বমান সুবর্ণ গোলক
কোটি কোটি, ভ্রমে সখ্যভাবে পরস্পর
প্রেমআকর্ষণে, নাহি রোধে কেহ কারে।
সৃজিয়া সুন্দর সৌরব্রহ্মাণ্ড অযুত,
সাজাইলা দেব চারুচন্দ্রাতপসম

নীলাম্বর ; দিলা তাহে গাঁথি মুক্তামালা,
পদ্মরাগ, অয়স্কান্ত মণি থরে থরে।
রচি সৌরলোক জ্যোতির্ম্ময় অবশিষ্ট
রহিল যা কিছু, তাহে গড়িলা ঠাকুর
বিশ্বকর্ম্মা ছায়াপথ, অপূর্ব্বদর্শন ;
লোকে যথা ভগ্ন উপাদানে পথ বাঁধে।
অপরার্দ্ধ ভ্রাম্যমাণ জ্বলন্ত পাবক
ধাতুপিণ্ড শূন্যমার্গে ঘুরিতে লাগিল,
রথচক্র যথা বাষ্পবলে। তাহা ভেদি
উঠিল পর্ব্বতরাজী চারিধারে, উচ্চ
প্রাচীর যেমতি। কালে সেই দগ্ধ ধাতু-
পিণ্ডে শীতলিয়া করিলেন বিভু জলে
স্থলে পরিণত, ভাবীজীবতরে। ঘন
নীলবক্ষ জলনিধি দিগন্তর ব্যাপী,
ঘেরিল অবনী যেন রতনমেখলা।
বিদারি ভূধর পূর্ব্ব পশ্চিমবাহিনী
স্রোতস্বতী কলনাদে ছুটিল চৌদিকে,
দেশে দেশে, প্রসবিতে ফল ফুল শস্য।
বিশ্বযন্ত্র এইরূপে লাগিল সাধিতে
নিজকার্য্য, সমারোহে, যন্ত্রীর ইঙ্গিতে ;
শক্তিদেবী যেন মূর্ত্তিমতী। দিনমণি
অনন্তকিরণমালী তুলিছে টানিয়া

বাষ্পরাশি, পশি ধরাবক্ষে; ঘনাকারে
ঢালে যাহা পুনঃ বজ্র বিজলি ঝটিকা-
মাঝে বৃষ্টিধারা, তপ্ত মেদিনীহৃদয়ে।
স্নান করি সেই জলে শোভিল ধরণী
ফুল ফলে, তরুলতা নিকুঞ্জকাননে।
ঢাকিল বসুধাদেহ হরিদ্‌বরণ
তৃণ পত্রে। নানা রত্নে সাজিয়া প্রকৃতি
রত্নগর্ভা, যথা সতী দোহদলক্ষণা
বরাঙ্গনা, হাস্যমুখে নমিল মহেশে।
সবে মিলে আরম্ভিলা যবে নিত্যকর্ম্ম
একযোগে, যথাস্থানে বসি, কি কহিব
তার শোভা। গর্জ্জে মেঘ ভৈরব নির্ঘোষে
অশনি বিদ্যুৎসহ; ঊর্দ্ধে বায়ু, নিম্নে
নদী ছুটে তীরবেগে; লতাদ্রুমরাজী
চাহে মাথা তুলি ভূমি বিদীর্ণ করিয়া;
ধন্য! কীর্ত্তি বিধাতার, সকলি অদ্ভুত।
পরে জীব প্রাণিপুঞ্জে ছাইল মেদিনী
অন্তরীক্ষ; তার পর মানব রতন
অমরাত্মা; বলি এবে, শুন সে কাহিনী।

বিশ্বের জনম ও হে বন্ধুগণ! বড়
কৌতুক রহস্য; ভাবি দেখ মনে, মুখে
তাহা কি আর বলিব। দেবকীর্ত্তি মহা

অলৌকিক ; সৃষ্টিলীলা তাঁর অহৈতুকী ;
পাগলের খেলা, যেন বেদিয়ার বাজী।
ইচ্ছাতে গোলকপুঞ্জ উড়িল আকাশে
শূন্যমাঝে, শিশুগণে যেন গোলা লুফে।
অনন্তর সেই বিশ্বশিল্পী, যাদুকর,
“লাগ ভেল্কী লাগ” মন্ত্র পড়ি বিরচিলা
নরনারী দেহ, এক মুষ্টি ধূলি লয়ে ;
রোপিলা তাহাতে দেব, দেবভাব, স্বীয়
অঙ্গজ্যোতি ; “ইহাগচ্ছ” মন্ত্রে পুরোহিত
করে যথা প্রাণদান পুত্তলিকা দেহে।
কণ্টক কাননে বনকুসুম সদৃশ
নরনারী, দেবঅনুকৃতি, বিকসিল
যবে জড়ভূতপুঞ্জমাঝে, গন্ধামোদে
মোহিল ভুবন ; যথা পঙ্কে কমলিনী
হাস্যমুখী। দিব্যদেহ লভিয়া জগতে
আসি, ছিল তারা বহুকালাবধি বনে
গিরিগর্ভে, পশুসম ; ক্ষুধা শান্তিতরে
ভ্রমিত অরণ্যে একা মৃগ পক্ষীপাছে
নগ্নবেশে। দৈবপ্রত্যাদিষ্ট বুদ্ধিবলে
পাইল স্বধর্ম্ম পরে। ত্যাজি বনবাস
তদন্তর, গৃহাশ্রমে করিয়া বসতি
বাঁধিল সমাজ, ধর্ম্মনীতির শৃঙ্খলে

দৃঢ়রূপে বিধিবদ্ধ করি। তার পর
হে কুলপাবন! শুন রহস্য গভীর।
মত্ত হয়ে জীবকুল আশু সুখে, পান
ভোজন আমোদে শেষ ভুলিল উদ্দেশ্য
যার লাগি জন্ম ভবে; ভ্রমিতে লাগিল
ইতস্ততঃ নিশাগ্রস্ত পথিক যেমতি
অন্ধভাবে। লক্ষ্যভ্রষ্ট নরনারী, ভ্রান্ত,
বিষয়ে আসক্ত জীব যত, কেহ আর
বলে না যে যাব জন্মভূমি পিত্রালয়ে।
কহে সবে একবাক্যে "যাব কোথা আর,
হেন সুখধাম ছাড়ি? ধর্ম্মকর্ম্ম পরে
দেখা যাবে, অন্তকালে; এবে নহে তার
কাল।" হায়! জানে না যে স্থিতি মৃত্যুমুখে।
শুনেছ পুরাণে আছে বর্ণিত কাহিনী;—
ব্রহ্মা পিতামহ যবে সৃজিলা প্রথমে
নরকুলে, সৃষ্টিরক্ষা হেতু; একে একে
হইল তপস্বী যোগী সবে তারা, কেহ
রহিল না ঘরে; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য
তার দেয় বিপরীত। যে আসে এখানে
আগে হয় সে সংসারী মায়ামুগ্ধ; কিসে
হবে ধনী মানী, সুখবাসী তাই ভাবে;
সহজে চাহে না কেহ যাইতে স্বধামে

পিতৃসন্নিকটে। কিন্তু মানবপ্রকৃতি
রত্নাকরসম সুগভীর ; আছে তাহে
দেবভাব পশুভাবে মিশি, খনিমাঝে
যথা হীরাখণ্ড। ব্রহ্মবীর্য্যশালী নর
অমরপ্রকৃতি, সৃষ্টিশোভা ধরে এক
কি অপূর্ব্ব শক্তি যাতে ঘুরায় তাহারে
উর্দ্ধদেশে ; পশুভাবে দেয় না থাকিতে।
তেকারণে পাইল না জীব কোন কালে
সুখ শান্তি,—পাইবে না কভু, রবে যত
দিন বাঁচি এ সংসারে, ইন্দ্রিয়বিলাসে।
সৃজন পালনকারী হরি রেখেছেন
যে শক্তি গোপনে নরহৃদে, তাহা নহে
বিনশ্বর ; হবে বিকসিত নব নব
বিধানপ্রভাবে, কালে, বিচিত্র আকারে ;
পূরাইতে ইচ্ছা তাঁর। কত গুণে গুণী
নর দেবাত্মজ, কে তা জানে ? পরিণাম
অতীব রহস্য ! মোহআবরণ তুলি
অভ্যন্তর দেখ দিব্যচক্ষে ; জ্বলে প্রতি
ঘটে ব্রহ্মমুখছবি চিদালোকে, যথা
পূর্ণচন্দ্রভাতি প্রতিফলিত সলিলে।

(১)

"মানব জীবন বনকুসুম সমান,
মোহলতা বিজড়িত, বিষবৃক্ষে আচ্ছাদিত,
কলুষকণ্টকে ক্ষত মলিন বয়ান ;
তেজোবারি বিনে যেন কণ্ঠাগত প্রাণ।

(২)

ভীষণ শ্বাপদ প্রায় রিপুপরিবার,
বিষদন্ত হানে বুকে, বিমল কোমল মুখে,
পান করে হৃৎপিণ্ড শোণিত আধার ;
দলে পদতলে রূপ লাবণ্য তাহার।

(৩)

পশি দলে দলে কালকীট দলে দল,
দংশে বিষধর যথা, অষ্টে পৃষ্ঠে যথা তথা,
উগারে অজস্র কালকূট বিষানল ;
হায় রে ! সোণার অঙ্গ রোগেতে বিকল।

(৪)

বাসনাজঞ্জালে ঢাকি কমল বদন
মরে দুঃখ অন্ধকারে, বিকসিতে নাহি পারে,
বদ্ধবায়ু মাঝে করে জীবন বহন ;
না পায় দেখিতে জ্যোতি, আলোক, তপন।

(৫)

দেবকৃপাবলে, ভক্তি-সাধন-প্রভাবে,
ছিন্ন করি পাপবাস, অবিদ্যালতিকাপাশ,
ফুটিবে যখন ফুল স্বর্গীয় স্বভাবে ;
রূপের ছটায়, গন্ধে জগত মাতাবে।

(৬)

মধুর সুঘ্রাণ আছে তাহার ভিতরে,
হবে যাহে বিমোহিত, সকল মানবচিত,
ছুটিবে সে গন্ধ স্বর্গে, লোকলোকান্তরে ;
মজিবে তখন আপনার রূপে নরে।

(৭)

হরিপদাম্বুজে যবে পড়িবে সে ফুল,
প্রেমাঞ্জলি রূপ ধরি, সুরপুর আলো করি,
করিবে তখন পুষ্পবৃষ্টি দেবকুল ;
দেখিতে সে শোভা চিত্ত সতত ব্যাকুল।

(৮)

রংঙে রং গন্ধে গন্ধ হবে একাকার,
উথলিবে যোগানন্দ, হরিপ্রেম মকরন্দ,
ভাসিবে সন্তান মুখে স্বরূপ পিতার ;
নরের মাহাত্ম্য এই কহিলাম সার।”

ভাগবত তত্ত্ব।

শুনি সৃষ্টিলীলা পুরবাসী সর্ব্বজনে
মানিলা বিস্ময়, কিন্তু দাম্ভিক বিদ্বান্
যারা পণ্ডিতাভিমানী রহিল নীরবে।
ভক্ত অকিঞ্চন আরবার সুধাইলা,
"হে দ্বিজসত্তম! নরতত্ত্ব কহিলে যা
তুমি, সব সত্য, কিন্তু ভ্রমান্ধ মানব,
লক্ষ্যভ্রষ্ট জীববৃন্দ তরিল কিরূপে?
কেবা দেখাইল আলো তা সবারে, সেই
গভীর আঁধারে? মহাপুরুষই বা তবে
জন্মিল কেমনে ভূমণ্ডলে? শুনিয়াছি
শাস্ত্রে ঋষিবাক্য, সাধু ব্রহ্মঅবতার,
দেবঅংশ; সত্য কি এ কথা? নহেন কি
তাঁরা নরধর্ম্মশীল, আমরা যেমতি?
ক্ষুদ্রবুদ্ধি অনভিজ্ঞ মোরা, সার তত্ত্ব
কিছুই জানি না; বল সখে! বিবরিয়া,
বল কোথা জীব ব্রহ্মে প্রভেদ, মিলন!"
কহিতে লাগিলা দ্বিজ ভক্ততত্ত্ব, নব
অনুরাগে, নবভাবে। "এই যে দেখিছ,

শুন অবহিতে, এই যে মানবকুল
সাধারণ, মায়াবদ্ধ জীব, ইহদের
উদ্ধার কারণে সাধু হন অবতীর্ণ
ধরাতলে, স্বর্গদূত যেন স্বর্গরাজ্য
প্রতিষ্ঠিতে। কোথা স্বর্গধাম, আর কোথা
ইহলোক! মধ্যে কত ব্যবধান! কিন্তু
মিলিল কিরূপে? আনিল কে এই দূর
দেশে বল সে রাজ্যের কথা? সত্য সত্য
সাধু মোক্ষসেতু, জীব ব্রহ্মের মাঝারে,
আরোহিয়া যাহে লোক যায় স্বর্গপুরী।
জগতউদ্যানে মহাপুরুষ কুসুম
পরম সুন্দর, যার গন্ধে বিমোহিত
সবে; সঙ্গগুণে হয় কিংশুক সুগন্ধ,
মলয় মারুতে যথা বেণু সচন্দন।
হরিগতপ্রাণ সাধু আত্মত্যাগী নহে
বৃথা অভিমানী, তারাদল মাঝে যথা
নিশাপতি, বিভাসিত দিনমণি করে।
ধর্ম্মরাজ্য নহে মৃত, যথা পুরাতন
ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড; হয় তাহা যুগে যুগে
নব নব সৃষ্টিপ্রকরণে নবীভূত,
ব্রহ্মবলে; যার লাগি ভক্তের প্রকাশ।
ঈশ্বর দয়ালু প্রেমময়, এ সংবাদ

কে আনিল ভবে? তিনি পবিত্র সুন্দর
ভক্তসখা, পাপীজনবন্ধু কে বলিল?
সামান্য মানব যারা মোহাসক্ত, তারা
কেহ দেখেছে কি তাঁরে কভু চর্ম্মচক্ষে?
তাঁর বাণী সুধাময়, মূরতি মোহন
কেবা কহিল এ গূঢ় কথা, দেখে শুনে,
সাধু বিনা? পাপে অন্ধ নরজাতি; তবে
কার মুখে হরিমুখ নিরখিব মোরা?
স্বর্গের সুগন্ধ থাকে যে কুসুমে, কোন্
বনে পাব তার দেখা? কেবা দেখাইবে?
তুমি আমি ইন্দ্রিয়ের দাস ক্ষুদ্রমতি;
বাসনাউচ্ছ্বাস বিনা অন্য চিন্তা সার
উঠে কি কখন মনে? জনহিতাকাঙ্ক্ষা,
হরিভক্তি উপজে কি হৃদয়ে কখন
স্বভাবতঃ? কিন্তু দেখ মহাজনমুখে,
তাঁর হৃদিদরপণে, কেমন সুন্দর
প্রেমছবি! না জন্মিত যদি সাধু, তবে
কে শুনাত হরিকথা অমৃত সমান?
বিধানবিলাস, হরিপ্রেমলীলা কেবা
পাইত দেখিতে। ব্রহ্মকৃপা বিনা কেহ
পারে না চিনিতে ভক্ত জনে; নহে ইহা
তর্কের অধীন। সাধুসঙ্গ বিনা কেহ

পায় না সহজে, ভগবানে। কৃপাসিদ্ধ
প্রেরিত পুরুষ সবে পারে না হইতে।
বিলীন অনন্তসিন্ধুনীরে ভক্তনদী,
যেন একাকার ; ভেদাভেদ আছে সত্য
বটে, কিন্তু নহে তাহা জ্ঞানগম্য। সিদ্ধ
মহাজনগণ হরিলীলারসধাম ;
জাতিতে নহেন ভিন্ন, কেবল সদ্গুণে
সমুন্নত, দৈববলে বলী ; ফল ফুল
পশুর স্বভাবে পাবে এর নিদর্শন।
নন্ তাঁরা নিষ্কলঙ্ক যথা পূর্ণব্রহ্ম ;
কিন্তু দেবঅংশ মহাপ্রভাশালী ; যোগে
তন্ময়, ইচ্ছায় একীভূত তাঁর সনে।
ভকত জীবন যথা বেগবতী নদী,
ধায় অবিশ্রান্ত সিন্ধুপানে ; কভু শান্ত
ধীরগতি, কভু তুলে তরঙ্গ লহরী।
বদ্ধজীব মোহাসক্ত নর নহে তথা ;
মত্ত তারা আত্মসুখে নিরবধি, ঘোর
অলস বিলাসে। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত যাঁরা
তাঁদের স্বভাব যেন বজ্রাগ্নি সদৃশ ;
জলেতে উজলে, হয় আঘাতে শতধা।
দাস্যব্রতে নিত্য নিরলস, লৌহবর্ত্মে
বাষ্পীয় শকট যথা ; শৌর্য্য বীর্য্যে পিতৃ

অনুরূপ ; কাচে ঢাকা যেন তাঁর ছবি।
সাধুর সৌন্দর্য্য রূপ গুণ না দেখিলে
সাধারণে চিনিতে কি পারিত সহজে
মহেশ্বরে ? ব্রহ্মতেজ আছে সর্ব্বঘটে,
সত্য কথা, কিন্তু তাতে কি হইবে ? তারে
জাগাবে কে মন্ত্র দিয়ে ? ক্ষুদ্র অগ্নিকণা
জ্বলে কি কখন নিজবলে, বিদূষিত
ঝঞ্ঝাবায়ু মাঝে ? দৈবপ্রত্যাদেশ-পুণ্য-
বায়ু বহে যবে, নববিধান-বসন্ত
সমাগমে, সাধুহৃদে, তখন তা জ্বলে
ঘটে ঘটে, বনে যথা জ্বলে দাবানল।
এই সার ভক্ততত্ত্ব কহিনু তোমায় ;—
সাধু নহে ব্রহ্ম, কিন্তু সাধুতে ঈশ্বর
বিরাজিত, স্বচ্ছ নীরে যথা পূর্ণ ইন্দু।
অভিমানী কহে গূঢ় কারণ না জানি,
" সাধুভক্তি দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। চিন্তাহীন
বিজ্ঞানবিমূঢ় যারা, তারাই কেবল
সাধু সাধু করে।" এই বলি কত জ্ঞানী
ধর্ম্মধ্বজী অহঙ্কারে ডুবিল নরকে।
নিজে পড়ি পাপকূপে তারা ভক্তমর্ম্ম
পারে না বুঝিতে, তবু নিন্দে সাধুজনে।
দেখে না মিলায়ে সাধুচরিত্র কেমন

সুনির্ম্মল, আপনার সঙ্গে ঐক্য করি।
কেহ বা ঈশ্বর, সাধু এক করি মানে;
পারে না ধরিতে কোথা প্রভেদ মিলন।
সাধু ভক্ত লোকগুরু, সর্ব্বজনমিত্র;
সাধুসঙ্গ স্বর্গভোগ জানিহ নিশ্চয়।
বিধানভারতে সাধুমাহাত্ম্য যে শুনে,
লভে সে অমৃত ফল, দেবস্পৃহা, ইহ
লোকে বসি; ধন্য! তার জীবনধারণ।"

বিধানপ্রসঙ্গ।

---

(১)

শুনি চিরঞ্জীবমুখে তত্ত্বজ্ঞান সার
গৃহস্বামী হেমচন্দ্র, পুরনারীগণ
মোহিত হইয়া তাঁরে করে নমস্কার ;—
বলে “ আহা ! কি মধুর বিধানবচন।
বিষয় জড়িত মোরা ভজনে বিরত,
কে শুনাবে হেন কথা অমৃত সমান ;—
মায়াচক্রে সকলেই ঘুরিছে নিয়ত,
বাস্তবিক সারধর্ম্ম নূতন বিধান !
তব আগমনে গৃহ হইল পবিত্র,
শ্রবণে হইনু ধন্য ভকতচরিত্র।”

(২)

অকিঞ্চন অনুরোধ করে সবিনয়ে,
ধরি পা দুখানি, “অদ্য কর অবস্থান,
হে দ্বিজ প্রবীণ ! এই ভৃত্যের আলয়ে ;
তোমা হেরি মৃত দেহে পাইনু পরাণ।
একান্তে যামিনীযোগে করিব প্রসঙ্গ,

দোঁহে মিলি, বলিবার আছে ঢের কথা ;
কত ভাগ্যে ঘটিয়াছে আজ তবসঙ্গ,
মনের বাসনা অদ্য পূরাব সর্ব্বথা।
নববিধানের তত্ত্ব যাহা তপোবনে
বর্ণিয়াছ, তার অর্থ কহ অকিঞ্চনে।”

(৩)

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয় তার ছিল অবিশ্বাসী,—
এক জন ধর্ম্মজ্ঞানী ভজনবিহীন,
অপর নাস্তিক ভণ্ড ইন্দ্রিয়বিলাসী ;
কিন্তু ব্যবহারে দোঁহে স্বেচ্ছার অধীন।
মানিত না কেহ দৈববল, সাধু, ভক্তি,
ধর্ম্মনীতি উভয়ের ফলাফলবাদ ;
তেকারণে প্রকাশিয়া বিদ্বেষ বিরক্তি
করিলেক বিধিমতে কুতর্ক বিবাদ।
বৈরাগ্য যোগের কথা প্রবেশিলে কাণে,
জ্বলিয়া উঠিত তারা ক্রোধ অভিমানে।

(৪)

গুণগ্রাহী হেমচন্দ্র গেলা স্থানান্তরে,
আর সবে করে নানা আমোদ আহ্লাদ ;
একমাত্র অকিঞ্চন কহে দ্বিজবরে
হরিকথা, যথা দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ।
বসিয়া দুজনে, খুলি হৃদয় দুয়ার

আরম্ভিল মহাযোগ-কথা রসাশ্রয় ;
ভাবেবিগলিত যুবা বলে বার বার,
মহোৎসাহে, "আহা ! কি বিধানসমন্বয়।—
দর্পণের মত যেন স্বচ্ছ নিরমল,
প্রেম পুণ্য দিব্যজ্ঞানে করে ঝল মল।

(৫)

যোগানন্দাশ্রমে তুমি যে গূঢ় রহস্য,
যুগধর্ম্ম রসকাব্য করেছ ব্যাখ্যান ;
সকল ভাবের তাহে দেখি সামঞ্জস্য
হয়েছি মোহিত, মরি কি সুন্দর জ্ঞান !
যতই প্রবেশ করি তাহার ভিতরে,
ভাবের তরঙ্গে তত উথলে হৃদয় ;
অনন্ত রতনচ্ছটা যেন রত্নাকরে,
ধাঁধিয়া নয়ন করে চেতনা বিলয়।
ধন্য ! লীলারসময় হরি প্রেমসিন্ধু,
ধরিতে না পারি তাঁর কৃপা একবিন্দু।

(৬)

সুবিস্তীর্ণ ধর্ম্মরাজ্য রণভূমি প্রায়,
পরস্পর করে সবে ঘোর বিসম্বাদ ;
কত শাস্ত্র, কত বিধি, কত সম্প্রদায়,
এবে দেখি একসত্য, একমতবাদ।
কেমনে মিলিল সব বিপরীত মত,

এত দিন যার লাগি কতই বিচ্ছেদ !
কোথা ছিল লুক্কায়িত মিলনের পথ,
কেবা দেখাইয়া তাহা বিনাশিল ভেদ !
হয়নি যে প্রশ্ন এতকাল মীমাংসিত,
নূতন বিধানে তাহা হ’ল নিরাকৃত।

(৭)

নিরখি অতুলৈশ্বর্য্য বিধানের ঘরে
আহ্লাদে হৃদয়সিন্ধু উথলিয়া উঠে ;
চিন্তিলে সৌভাগ্য নিজ প্রেমে আঁখি ঝরে,
পুলকিত হয় অঙ্গ ভববন্ধ টুটে।
হইনু আমরা পিতৃধনে অধিকারী ;
কত সাধু, কত সত্য, প্রেম পুণ্য জ্ঞান।
সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে সব ধরিতে যে নারি,
কাঙ্গালী বাঙ্গালী মোরা অতি ক্ষুদ্রপ্রাণ।
বলিহারী ঈশ্বরের বিশেষ বিধান !
দুর্ব্বল সবল হয়, দুঃখী ধনবান্।

(৮)

ঈশা মুশা মহম্মদ চৈতন্য জনক,
শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য আদি যোগী ঋষি যত ;
সকলেই আমাদের উত্তরসাধক,
“মাভৈর্মাভৈঃ” রব করেন নিয়ত।
কতই বাসেন ভাল তাঁরা আমা সবে !

আলো ধরি সঙ্গে লয়ে যান স্বর্গধামে ;
পাইনু স্বর্গের ভক্ত থাকিয়া এ ভবে,
সকলি সম্ভব হয় দয়াময় নামে।
মিশেছি অমরদলে আর কারে ভয়,
জয় মা আনন্দময়ী জননীর জয় !”

(৯)

দেখি যুবকের ভাব ভক্তি দ্বিজমণি
আলিঙ্গন দিলা তারে বাহু পসারিয়া ;
প্রেমালাপে দুই জনে কাটায় রজনী,—
পুরাণপ্রসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে ডুবিয়া।
মজি লীলারসকাব্যে রসিক প্রবীণ
গাইতে লাগিলা নববিধানমহিমা,
মহোল্লাসে, যেন ধর্ম্মযৌবনে নবীন ;
ভাবেভোর আনন্দের নাহি পরিসীমা।
নিশীথে নিদ্রায় আর সবে অচেতন,
দুজনে জাগিয়া করে ধর্ম্মআলাপন।

(১০)

কভু হাসে দিব্যহাসি, কাঁদে প্রেমভরে,
কখন মধুর স্বরে হরিগুণ গায় ;
ভাবুকের চিত্ত নানাবিধ ভাব ধরে,
হরিভক্ত যারা তারা মদ্যপের প্রায়।
কহে দ্বিজ ‘ এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম,—

প্রাচীন বিধান সকলের সমন্বয় ;
নবরসে নবীকৃত পুরাতন মর্ম্ম,
পূর্ণবিকসিত সত্যকলিকা নিচয়।
তাই ভক্ত সাধকের চক্ষে অভিনব,
একাধারে কে কোথায় দেখেছে এ সব ?

(১১)

আহা কি অপূর্ব্ব শোভা নয়ন-রঞ্জন !
দেবলোকে দেবসভা, তাহার ভিতরে,
জননী আনন্দময়ী লয়ে পুত্রগণ
করেন বিরাজ রাজসিংহাসনোপরে।
গাঁথিছেন মাতা হাস্যমুখে প্রেমহার,
নূতন বিধানসূত্রে, ভক্তফুল দিয়ে ;
স্বর্গ মর্ত্ত্য আমোদিত মধুগন্ধে যার,
মুগ্ধ হয় প্রাণ মন সে শোভা হেরিয়ে।
বিচিত্র বরণ ভক্তকুসুমের মালা,
নিরখি আনন্দে হাসে যত সুরবালা।

(১২)

অন্যের কি কথা নিজে হরি ভগবান্
বাঞ্ছেন সে পুষ্পদাম গলায় পরিতে ;
যেমন বরণ তার তেমনি সুঘ্রাণ,
ক্ষীণ চক্ষু নাহি পারে সে দিকে চাহিতে।
শ্বেত পীত কৃষ্ণ নীল হরিদ্ লোহিত,

বিবিধ বর্ণের ফুল গাঁথা একসাথ ;
একত্ব স্বাতন্ত্র্য দুই রঙেতে রঞ্জিত,
পরস্পর অঙ্গে করে প্রতিবিম্ব পাত।
এক এক ফুলে এক নূতন সৌরভ,
সবে মিলে বাড়াইল বিধানগৌরব।

(১৩)

একটি ফুলের কথা ভাবিলে অন্তরে,
প্রেমসরোবরে উঠে ভাবের তরঙ্গ ;
কত গন্ধ ! কত শোভা ! তাহার ভিতরে,
যুগে যুগে ফিরে আসে যাহার প্রসঙ্গ।
নীরস গালিল, দেশে যিশুগন্ধরাজ,
ঈষদ্ বিকাশ হয়েছিল কোন্ কালে ;
কেমন সুগন্ধ ! আহা কিবা কারুকাজ !
তবু ঢাকা ছিল ভ্রান্তি অবিদ্যাজঞ্জালে।
অষ্টাদশ শতবর্ষ হইল অতীত,
অদ্যাপি তাহার ঘ্রাণে বিশ্ববিমোহিত।

(১৪)

জর্দ্দনের তীরে কোন্ নিবিড় কাননে,
কিম্বা গিরিগর্ত্তে, এই বনফুল ছিল ;
বহু দিন কেহ তাহা দেখেনি নয়নে,
সহসা পবিত্র গন্ধে ভুবন ভরিল।
কিবা রূপ, কিবা গুণ, আহা মরি মরি !

যতই যাইছে কাল ততই সুঘ্রাণ
ছুটিছে পবনপথে, ফুটিছে পাপড়ি ;
না হয় প্রচণ্ড রবিকরে পরিম্লান।
আঘাত পাইলে জ্যোতি নিকশে প্রচুর,
রজতরঞ্জিত কান্তি, গন্ধে ভুরভুর।

(১৫)

অর্দ্ধস্ফুট সেই যিশুগন্ধরাজ ফুল
দেখি খ্রীষ্টবাদী সাধুগণ সুধালাগি
ঘুরেছিল চারি ধারে হইয়া ব্যাকুল ;
পল্‌দেব যার তরে হন সর্ব্বত্যাগী।
এবে কাল হ'ল পূর্ণ নূতন বিধানে,
ফুটিল সে ফুল পূর্ণযৌবন-সুগন্ধে ;
তাই মা জগদীশ্বরি বসি সুরোদ্যানে,
গাঁথেন ভকতহার আপন আনন্দে।
স্বর্গের বাগানে হেন আছে কত ফুল,
যার পরিমলে হয় পরাণ আকুল।

(১৬)

আর এক ফুল আরবের মরুতলে
ফুটেছিল, ঠিক হৈমচম্পক সমান ;
ঘ্রাণমাত্র প্রাণে যেন ব্রহ্মঅগ্নি জ্বলে,
সাক্ষী তার দেখ কোটি কোটি মুসল্‌মান
জাহ্নবীপুলিনে গৌর ফুটন্ত গোলাপ,

পারিজাতবিনিন্দিত প্রেমরসময় ;
যার গন্ধে পাসরিয়া বিষয়সন্তাপ
রূপ সনাতন হয়েছিল প্রেমে লয়।
মগধে ফুটিয়াছিল বুদ্ধইন্দীবর,
নিবাইয়া শান্তিগন্ধে বাসনার জ্বর।

(১৭)

পর্ব্বতকুসুম মুশা মিসর ঊষরে,
বিতরি বিবেক গন্ধ করিলা উদ্ধার
য়িহুদীসন্তানে, ইষ্টদেবতার বরে ;
আছয়ে মহিমা তার পুরাণে প্রচার।
ভারতে প্রথমে নদী সরস্বতীতীরে,
ফুটেছিল যোগপদ্ম মানসরঞ্জন ;
যার মকরন্দলোভে চিদানন্দনীরে
ভাসিত ডুবিত আত্মারাম ঋষিগণ।
বিজ্ঞান দর্শনপুষ্প যেখানে যা ছিল,
এক সঙ্গে এবে সবে ফুটিয়া উঠিল।

(১৮)

বিধানউদ্যানে আরো আছে কত ফুল,
যোগ ভক্তি প্রেম পুণ্য গন্ধের আধার ;
কেহ হাসে, কেহ সুধাভরে ঢুলু ঢুল,
সবে মিলে বিরচিল রমণীয় হার।
পর মা ! গলায় পর, ভক্তপুষ্পদাম.

নিরখি ও রূপ কবি, দুনয়ন ভরি
করুক কীর্ত্তন তব মধুময় নাম ;
দাঁড়াও হৃদয়ে ভক্তগণে কোলে করি।
পূরাই মনের বাঞ্ছা, হে মাতঃ বরদে !
লুটায়ে ধরণী করি প্রণতি ও পদে।

(১৯)

নূতন বিধান যেন, শুন অকিঞ্চন !
একগাছি ফুলমালা জননীর গলে ;
বিধিবাদী করি তাহা গলায় ধারণ
হইবে বিলীন ভক্তকুসুমের দলে।
পরিব আমরা সাধুজীবন-বসন,—
চরিতশোণিত পানে হইব তন্ময় ;
পরিণামে হবে মহাযোগ সম্মিলন,
বিন্দু যথা মহাসিন্ধু মাঝে হয় লয়।
ভক্তমালা গলে পরি আনন্দে মাতিব,
জয় মা জননী বলে নাচিব, গাইব।

(২০)

পঙ্কিল ভবসাগরে বিধানকমল,
সত্যভানূদয়ে দেখ ! ফুটিল কেমন ;
সুধাভরে মুখখানি যেন ঢল ঢল,
ভক্তভৃঙ্গগণ তাহে করে বিচরণ।
ভুবনমোহিনী মাতা বসি তারোপরে

ডাকিছেন প্রেমবাহু তুলি সর্ব্বজনে,
হেরিলে এ রূপ দুনয়নে বারি ঝরে ;
পাষাণ হৃদয় গলে মধুর বচনে।
দেখে যা মায়ের রূপ রে জগতবাসি !
পরাণ শীতল হবে, যাবে দুঃখরাশি।

(২১)

দেখিবে যদি হে নববিধান প্রকৃত,
দিব্যচক্ষে চাহি তবে দেখ স্বর্গপানে ;
ফুটেছে সেথানে ফুল অমরবাঞ্ছিত,
কণামাত্র গন্ধ তার এসেছে এখানে।
ভাতিছে বিধানচন্দ্র অখণ্ড তথায়,
পূর্ণকলাসহ, নববিধান তপনে ;
খণ্ড খণ্ড জ্যোতি প্রতিফলিত হেথায়
হইতেছে, বিশ্বাসীর হৃদয়দর্পণে।
পূর্ণরবিশশী জ্বলে স্বর্গে, চিদাকাশে,
নরলোক আলোকিত তাহারি আভাসে।

(২২)

দিব্যধামে প্রেমনদী বিধানহিল্লোলে
উথলি উঠিছে, প্রেমসাগরসঙ্গমে ;—
ভক্তমন মত্ত করি, ভীষণ কল্লোলে ;
পশিছে তাহার ধ্বনি সঘনে মরমে।
প্রেমজলে পুণ্যভূমি হইয়া সিঞ্চিত,

বিকশিল নানাজাতি কুসুমকলিকা ;
ভক্তঅলিবৃন্দ মধুপানে আমোদিত ;
সুধারবে ডাকে প্রেমবিহঙ্গ শারিকা।
শোভা হেরি দেবকুল আকুল অন্তরে,
সবে মিলি নাচে গায় প্রেমানন্দভরে।

(২৩)

পাপী নর হয়ে মোরা দেবতার দলে
পাইনু আশ্রয়, আহা ! প্রভুর কৃপায় ;
ভাবিলে তাঁহার দয়া প্রাণ মন গলে,
সুরনর একধর্ম্মী ! এক সম্প্রদায় !
প্রেমযোগে দেখি এস বসিয়া এখন,
ভক্তকোলে ভগবতী বিধানমন্দিরে ;
আহা কি রূপের ছটা ! ভুবনমোহন,
দৃষ্টিমাত্র জীব স্বর্গে যায় সশরীরে।
এই রূপে বিরাজ মা ভকতবৎসলে,
হৃদিমাঝে, মাগি ভিক্ষা ও পদকমলে।"

(২৪)

"নূতন কি আছে নববিধানভিতরে,"
শুনিতে বাসনা তব হইয়াছে মনে ;
বলি তবে, শুন বাপ ! একান্ত অন্তরে,—
চিত্ত সমাধান করি হরির চরণে।
প্রথম উল্লাসে "জয়গীত" পরিচ্ছেদে,

আছে যা বর্ণিত তাহা সকলি নূতন ;
যত ধর্ম্মমত দেখ দেশকালভেদে,
একব্রহ্ম সকলের মূল প্রস্রবণ।
পুনরায় "জয়গীত" পড়িবে যতনে,
হৃদয় প্রসার করি চিন্তাশীল মনে।

(২৫)

ভজনবিহীন বদ্ধস্বভাব মানব,
অযোগী অভক্ত নাহি পারে বুঝিবারে ;—
কিবা পুরাতন,—কিবা ভাব অভিনব,—
দৈবালোক পরিহরি বুদ্ধির বিচারে।
তথাপি সহজজ্ঞান থাকিলে নির্ম্মল,
কোথায় নবীন সত্য আছে এ বিধানে ;—
দেখা যায়, যথা দিবালোকে ভূমণ্ডল ;
সুখী তারা যারা জ্ঞানবান্ দিব্যজ্ঞানে।
জীবন নূতন যার শুদ্ধ, সারবান্,
পারে সে বুঝিতে কিবা নূতন বিধান।

(২৬)

নূতন কেবল নহে বিধানের মত,
সাধনপ্রণালী সমুদায় অভিনব ;
ধরেছে যে জন এই স্বর্গের সুপথ,
সেই করে নিত্য নবভাব অনুভব।
আর্য্যরীতি পক্ষপাতী হিন্দুবংশধর,

কৃতবিদ্য যুবা সাধে গৃহে যোগধর্ম্ম ;—
জ্ঞান সভ্যতার মাঝে থাকি নিরন্তর
করে কত পরহিতলাগি সাধুকর্ম্ম।—
তারাই আবার ঈশা মহম্মদসনে,
একআত্মা হয়ে মাতে হরিসঙ্কীর্ত্তনে !

(২৭)

হিন্দু নয়, কিন্তু ধরে হিন্দুর স্বভাব,
মানে না খ্রিষ্টানধর্ম্ম, তবু ঈশাভজে ;
ভাঙ্গিয়া নূতন গড়ে, পূরায় অভাব,
সক্রেটিশ্ শ্রীগৌরাঙ্গ শাক্যপ্রেমে মজে।
কঠিন হিঁয়ালি এই নূতন বিধান,
পণ্ডিতে লাগয়ে ধন্ধ, বুঝে শিশুমতি ;
যবন হিন্দু খ্রিষ্টানে করে মান দান,
অথচ কাহারো মতে দেয় না সম্মতি।
এমন অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্ম কেহ ভাই,
কোথায় দেখেছ কবে, বল দেখি তাই !

(২৮)

নূতন না হবে যদি তবে কেন লোকে,
বিধানবাদীরে বলে বৈষ্ণব খ্রিষ্টান ?
দেখিতে না পাই সত্য বুদ্ধির আলোকে
কভু বলে হিন্দু, কভু বৌদ্ধ মুসল্মান।
মিলাইতে গিয়া পুরাতনের সহিতে,

হতবুদ্ধি হয়ে লোক মরে রাগ করি ;
সাধুগুরুসঙ্গ বিনা পারে কে বুঝিতে ?—
সারগ্রাহী ধর্ম্ম, পুরাতন শাস্ত্র পড়ি ?
চিনির মিষ্টতা তারে বুঝান না যায়,
যে জন দেখে তা চখে, কিন্তু নাহি খায়।

নবভাব।

আমাদের ব্রহ্ম নহেন নির্গুণ
রসহীন পুরাতন,—
কেবল ব্রাহ্মণ হিন্দুর দেবতা
আর্য্যের পৈতৃক ধন।
বুদ্ধ মুসলমান খ্রিষ্টীয়ান হিন্দু
সকলেরি তিনি পিতা,
পুরুষ অব্যয় নিত্য, কর্ম্মশীল
ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা।
আমাদের হরি লীলারসময়
প্রেমঘন নিরাকার,
নহে নন্দসুত গোকুলবিহারী
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা যাঁর।
আমরা যাঁহারে ডাকি মা বলিয়া
নন্ তিনি দেহধারী,

অরূপলাবণ্য তাঁর চিদঅঙ্গে
চিত্তবিনোদনকারী।
যাঁর জ্ঞান পিতা দয়া মাতৃসম
যুগল মূরতি তাঁরে,—
বলি মোরা সবে দ্বিবিধ স্বরূপ
নিরখিয়া একাধারে।
যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম বিকারবিহীন
তিনিই সগুণ হরি,
যিনি নিরুপাধি পুরাণ মহেশ
তিনিই জগদীশ্বরী।
অনন্ত অখণ্ড এক আদি শক্তি
অসীম মহিমা যাঁর,
কার্য্যভেদে জীব দেয় বহু নাম
কিন্তু নাম নাহি তাঁর।
স্বয়ম্ভু অনাদি আদি পিতামহ
নাহি যাঁর পিতা মাতা,
কে আদর করি দিবে তাঁরে নাম
যিনি হে জীবনদাতা।
ভক্তগণ তাঁর জনক জননী
তারাই দিয়াছে নাম,—
কেহ পরব্রহ্ম—কেহ পিতা মাতা-
কেহ বলে প্রাণারাম।

গুণ, কর্ম্ম দেখি আর্য্যঋষিকুল
তাই নানা রূপে গড়ি,
পূজিল তাঁহায় গৃহপরিবারে
বেদ তন্ত্র মন্ত্র পড়ি।
ধন অন্ন বস্ত্রে লক্ষ্মী বিরাজিত
জ্ঞানে দেবী সরস্বতী,
জননী রূপেতে করেন পালন
দয়াময়ী ভগবতী।
কিন্তু আমাদের লক্ষ্মী সরস্বতী
কালী, নহে খণ্ডাকৃতি,
সবেই অখণ্ড অনন্ত চিন্ময়
অপ্রতিম-অনুকৃতি।
আমাদের গুরু ঈশা মহম্মদ
শুক শাক্য মুশা পল্,
নানক চৈতন্য নারদ প্রহ্লাদ
ধ্রুব আদি ভক্তদল;
কিন্তু কেহ তারা নহে মাংসপিণ্ড
ইন্দ্রিয়গোচর দেহ;
কেহ পুণ্য, ভক্তি বিশ্বাস বৈরাগ্য
কেহ জ্ঞান, যোগ কেহ।
মানবমহত্ত্ব—ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব
সাধহৃদে অবতরি

এক এক ভাব দেখায় জগতে
আদর্শস্বরূপ ধরি।
আমাদের বেদ নহে মসিচিত্র
কাগজ কলমে লেখা,
কিন্তু চিদালোকে হৃদয়ে খোদিত
অন্ধকারে যায় দেখা।
আকাশের শব্দ পশে যাহা কর্ণে
তাহা নহে ব্রহ্মবাণী,
যাহে সত্যবোধ উপজে বিবেকে
তারে প্রত্যাদেশ মানি।
আমাদের জ্ঞান নহে পুথিগত
পাখির মুখের বুলি,
সত্যের সিদ্ধান্ত তত্ত্বনিরূপণ
নহে হাততোলাতুলি।
মানুষে কি পারে দিব্যজ্ঞান দিতে
বুদ্ধির বিচার করি,
সত্যবেদমন্ত্র করেন প্রচার
আপনমুখে শ্রীহরি।
বিধানের নীতি নহে সুখ স্বার্থ,—
গণিত অঙ্কের ফল;
কিন্তু দৈববাণী ঈশ্বরআদেশ
আছে যাহে দেববল।

আমাদের তীর্থ　নহে গয়া কাশী
　　কুরুক্ষেত্র বৃন্দাবন ;
দেশকালাতীত　চিদাকাশে, যথা
　　বিরাজে ভকতগণ।
তাঁদের জীবন　পবিত্র চরিত্র
　　পানাহার, তীর্থসেবা ;
এ কথার অর্থ　আত্মিক মানব
　　বিনে অন্যে বুঝে কেবা।
স্বর্গ, পরকাল　বলি কোন দেশ
　　নাহি দেখি কোন লোকে,
যোগে স্বর্গলাভ,　পরলোকবাস
　　হয়, থাকি ইহলোকে।
আমাদের যোগ　নহেক “ সোহং ”
　　সেব্য সেবকের নাশ,
কিন্তু একাত্মতা　ইচ্ছার মিলন
　　দোঁহে দোঁহাকার বাস।
আমাদের ধ্যান　বৈরাগ্য বিরতি
　　নহে গৃহপরিহার,
কিন্তু জীবসেবা,　নিষ্কাম অন্তর
　　প্রধান লক্ষণ তার।
গৃহধর্ম্মনীতি　পরিবাররক্ষা
　　নহে বিষয়ীর মত,

সব কাজে ধর্ম্ম করিবে সাধন
বিধানবিশ্বাসী যত।
তাদের সংসার ব্যবসা বাণিজ্য
রাজসেবা গৃহকর্ম্ম,
নহে কলঙ্কিত যথা সাধারণ
কিন্তু সব তাতে ধর্ম্ম।
আমাদের ভক্তি নহে ভাবান্ধতা
স্বপ্ন কল্পনার খেলা,
মত্ততায় জ্ঞান প্রেমে পবিত্রতা
চাহে বিধানের চেলা।
জড় জীব পশু সুরনর যত
সবে ব্রহ্মঅবতার,
সর্ব্বঘটে হরি করেন বসতি
দেখে চক্ষু আছে যার।
বিশ্বাসে চিন্ময় ব্রহ্মদরশন
প্রাণরূপে যথা তথা,
বিবেক শ্রবণে অশব্দ ভাষায়
শ্রবণ তাঁহার কথা,
নহে কি এ সব নূতন বিধান
অভিনব সমাচার ?
কে শুনেছে কবে সব সাধু এক,
বিশ্ব একপরিবার ?

জননীর কোলে ভক্তশিশুগণ
আহা কি ! নবীন শোভা,
কে দেখেছে কোথা হেন অপরূপ
যোগিজন মনোলোভা ?
আমি, নরজাতি আর ভগবান্
তিনে তিন জনে লয়ে,
তিনের ভিতর বিহরিব তিন
অভেদ অখণ্ড হয়ে।
আমাদের পূজা আরতি বন্দনা
মহোৎসব অনুষ্ঠান,
বাহ্যোপচারে ফল ফুলে কভু
নাহি হয় সমাধান।
প্রেমের দেবতা প্রেমের জগতে
প্রেমে হন আরাধিত,
প্রেম উপহারে পূজি প্রেমাত্মনে
হই প্রেমে প্রমোদিত।
নিরাকার ব্রহ্ম নিরাকার জীব
নিরাকার পূজাবিধি,
নিরাকার বেদ নিরাকার সাধু
নিরাকার যোগসিদ্ধি।
সাকার কবিত্বে নিরাকার ভাব
সারাৎসার নিরাকার,

যাতে নাই প্রাণ জ্ঞান পুণ্য প্রেম
সেই ধরে জড়াকার।
কিন্তু নিরাকার- যোগেতে সাকার
প্রকাশে জীবন জ্যোতি,
আত্মবান্ ভক্ত বিধানবিশ্বাসী
নহে কভু জড়মতি।
নিরাকারে এত প্রেমরসলীলা
এত ভক্তি ভাবাবেশ ;
নহে কি অদ্ভুত বিচিত্র দর্শন
নবধর্ম্ম, সবিশেষ ?
থাকি গৃহাশ্রমে ঊনবিংশ শকে
সাধে যে বৈরাগ্যধর্ম্ম,
বিহঙ্গের মত নিশ্চিন্ত মানস
না করে বিষয়কর্ম্ম,
তার ব্রহ্মচর্য্য ঋষিভাব সব
নূতন যদি না হয়,
তবে আর কারে অভিনব বলি
বাখানিবে মহাশয় ?
ব্যাকরণ, ভাষা অভিধান, শব্দ
আমাদের অভিনব,
পুরাতন বুদ্ধি কবিত্ববিহীন
মানে হেথা পরাভব।

ভবিষ্যতে স্থিতি করি মোরা সবে
অমরাত্মা সাধুসনে,
আসিয়াছি হেথা লয়ে সুসংবাদ
পিতৃকার্য্য সংসাধনে।
আমাদের আর লোক জন যত
আসিবে শতাব্দী পরে,
সময় থাকিতে আইনু আমরা
পথপরিষ্কার তরে।
আত্মীয় স্বজন আছেন সকলে
পরলোকে দিব্যধামে,
নূতন বিধান করিব আমরা
প্রচার তাঁদের নামে।
এ দেশের লোক নহি মোরা তাই
কেহ চিনিবারে নারে,
ভাষা ভাব কার্য্য আচার ব্যাভার
বুঝিতে নাহিক পারে।
শত বর্ষ গতে ভাবীবংশগণ
এ সকল কথা পড়ি,
ব্রহ্মযশোগুণ করিবে কীর্ত্তন
আনন্দে বদন ভরি।
জ্ঞান ভক্তি যোগ বৈরাগ্য সভ্যতা
মিশিয়া নববিধানে ;

নববেশ ধরি পশিল হৃদয়ে
ভক্ত বিনা কে তা জানে ?
আমাদের মত কার্য্য অনুষ্ঠান
নবরসে সুরঞ্জিত,
পুরাতনসাথে কিছুই মিলে না
সব যেন বিপরীত !
দেশসংস্কার সমাজশোধন
ধর্ম্মের অভেদ অঙ্গ,
নহেক এ সব যুবা যুবতীর
বিলাস রসের রঙ্গ।
আগে স্বর্গরাজ্য করি অন্বেষণ
আমরা বিধানবাদী,
তার পর জ্ঞান সমাজউন্নতি
ঈশ্বরআদেশে সাধি।
প্রাচীন নূতন সকল বিধান
এক শিকলেতে বাঁধা,
এ নবীন তত্ত্ব বুঝে কি সে, যার
নয়নে গোলোক ধাঁধা ?
হরিলীলারসে রসিক যে জন
দ্বিজাত্মা প্রেমিক কবি,
দেখে সে হৃদয়ে বিশ্বাস নয়নে
নূতন বিধান ছবি।

(১)

হেন মতে যুবা বৃদ্ধে নবরসে মাতি
দিবসে ভজনা করে সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ;
জাগে সারা নিশি, গায় সঙ্গীত প্রভাতি,
তপস্যানিরত যথা ঋষি তপোধন।
স্বামীঅনুগতা অকিঞ্চনের গৃহিণী,
পুরাঙ্গনা সহ বসি শুনিত গোপনে,
তত্ত্বকথা, সেও ছিল বিধানবাদিনী ;
ভর্ত্তাসঙ্গে দিত যোগ কথোপকথনে।
ইহা দেখি নব্যগণ জ্বলিয়া উঠিল,
কেমনে ভাঙ্গিবে যোগ ভাবিতে লাগিল।

(২)

কখন রজনীকালে ছাদের উপরে,
ভয়ঙ্কর রবে ভয় দেখায় দুজনে ;
কখন গবাক্ষদ্বারে পদাঘাত করে,
সুরাপাত্র অস্থি মাংস ফেলে গৃহাঙ্গনে।
কভু ভূত সাজি নাকিসুরে কথা কয়,
করে দেবনিন্দা ব্যঙ্গ উপহাসচ্ছলে ;
অকিঞ্চন দেখে শুনে মনে পায় ভয়,
ভাবিয়া তাদের দশা ভাসে অশ্রুজলে।
অবিশ্বাসী পুরবাসী যতেক দুর্ম্মতি
এইরূপে করে কত, সাধুর দুর্গতি।

(৩)

কখন কৃত্রিম লিপি করিয়া রচনা—
অমঙ্গলবার্ত্তা তাহে লিখিয়া যতনে
বলে " ওগো ! কবে বাড়ী যাইবে বল না,
নাহি কি তোমার কেহ আত্মীয় ভবনে ?
কেহ কহে " ওহে বৃদ্ধ ! এত বক কেন ?
কোথা তব হরি ? তারে পাও কি দেখিতে ?
জাগিয়া দিবসে স্বপ্ন দেখিতেছ যেন,
পার না কি চক্ষু খুলি চাহিয়া থাকিতে ? "
কেহবা জিজ্ঞাসে প্রশ্ন নিন্দা করিবারে,
তথাপি তাহার শান্তি ভাঙ্গিতে না পারে।

(৪)

কেহ বলে " মৎস্য মাংস ভোজনে কি পাপ ?
বারবধূ পরিণয়ে আছে কিবা ক্ষতি ?
অতএব বলি শুন, ছাড়িয়া প্রলাপ,
যাতে আশুসুখ হয় তাতে দাও মতি।
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি কেন ভ্রম দ্বারে দ্বারে ?
আমরা শিক্ষিত, তাতে কিবা প্রয়োজন ?
কুমন্ত্রণা দিয়া যদি ভাঙ্গ পরিবার,
পাইবে উচিত দণ্ড, হবে বিড়ম্বন।
সহজে না যাও যদি করিব বিদায়,
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে, শেষ মরিবে লজ্জায়।

(৫)

কিংবা এস, লয়ে যাই উদ্যানভবনে,
সুখসেব্য সুরামাংস অনুপান সহ
ভুঞ্জিবে পরমানন্দে বসি বেত্রাসনে ;
কেন চক্ষুবুঁজে হরিভজ অহরহ ?
আমরাও ব্রহ্মজ্ঞানী, কিছুই মানি না,
কিন্তু গোঁড়া নই কোন ধর্ম্মঅনুষ্ঠানে ;
যাতে মজা পাই তাহা প্রাণান্তে ছাড়ি না,
ভবিষ্যৎ ভেবে কে মরিবে বর্ত্তমানে ?
যুক্তিযুক্ত ধর্ম্ম যার, চরিত্র উদার,
তার কাছে নাহি পাপ পুণ্যের বিচার।”

(৬)

অকিঞ্চনজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনঙ্গমোহন
কুটিল কটাক্ষে চাহি পথিকের পানে,
কহে কটু ভাষে, “কেন কল্পিত সাধন
শিখাইয়া লয়ে যাও বিপথে অজ্ঞানে ?
উপধর্ম্ম ভ্রান্তমতে করিল বিনাশ,
মানবমহত্ত্ব, তাহা হইতে নাস্তিক
ভাল লোক যাহাদের নাহিক বিশ্বাস ;
কোন্ কাজে আসে মূর্খ অজ্ঞান আস্তিক ?
বিশেষ করুণা, প্রত্যাদেশ, দৈববল,
প্রার্থনা, বিধান সব কল্পনার ফল।

(৭)

শুনেছি তোমরা এইরূপে দেশে দেশে,
সরল দুর্ব্বল অর্দ্ধশিক্ষিত মানবে
কর প্রবঞ্চিত, ভাক্ত ধার্ম্মিকের বেশে;
কিরাতে ভুলায় মৃগে যথা বংশীরবে।
একে ভীরু মোরা, তাহে বৈরাগ্য-পীড়ন,
সর্ব্বনাশ হবে যে ইহাতে সবাকার!
অতএব কর তুমি অন্যত্র গমন,
করো না এখানে নববিধান প্রচার।
বাড়ে যাতে অর্থ বিত্ত জ্ঞান স্বাস্থ্য বল,
তাই দেখ, মিছে কেন ধর্ম্মকোলাহল?

(৮)

নির্ব্বোধ বিধানী করে বিরতি সাধন,
ভ্রমে পড়ি হয় সুখ বিলাসে বঞ্চিত;
স্বাধীনা রমণীসনে বিহার ভোজন
পরিহরি, থাকে সদা যোগে সমাহিত।
এমন বর্ব্বর, ভীরু অশিক্ষিত দলে
পারে কি করিতে কভু ভারত উদ্ধার?
নির্ব্বিকার চিত্ত হয়ে বিজ্ঞানের বলে
আমরা করিব ধর্ম্ম,—দেশসংস্কার।
ওহে ভ্রান্ত উপধর্ম্মযাজক প্রাচীন!
নাহিক এখন আর তপস্যার দিন।

পাষণ্ডদলন।

(১)

শুনি দেবনিন্দা, কটু বাক্য দ্বিজবর
ধরিলেক নিজমূর্ত্তি অগ্নির সমান ;
সম্বোধিয়া অকিঞ্চনে, কহে সিংহগরজনে,
হে সাধো ! তোমরা সবে হও সাবধান !
এরাই মানবরূপী দানবকিঙ্কর।

(২)

হায় ভদ্রবেশধারী নাস্তিক বিদ্বান্ !
কেবল ইন্দ্রিয়সেবা বুঝিয়াছ সার ?
আপনি নরকে পড়ি, অপরে ডুবাও ধরি,
হরিভক্তে উপদেশ দিতেছ আবার ?
কোন্ গুণে কর এত দম্ভ অভিমান ?

(৩)

লিখায়ে নাস্তিক নাম স্বেচ্ছাচারী দলে
বলিতে নির্ভয়ে যদি কিছুই মানি না ;
তা হইলে ছিল ভাল, চেনা যেত সাদা কাল,
মিশিত না সঙ্গে কেহ মহাপাপী বিনা ;
শ্বাপদ নৃশংস বলি জানিত সকলে।

(৪)

স্পষ্টবাদী অকপট নাস্তিক যে জন,
এক দিন সেও পাবে স্থান হরিপদে ;
কিন্তু বহুরূপী ভাক্ত, না শৈব না সৌর শাক্ত,
কেমনে উদ্ধার হবে এ ঘোর বিপদে ?
অতিশয় শোচনীয় তাদের জীবন।

(৫)

শিষ্টাচারী সভ্য জ্ঞানী এ্যগনষ্টিক্,—
অজ্ঞাতবাদের শিষ্য কল্কিঅবতার ;
দেবতায় নাহি ভক্তি, জড়ভূতে অত্যাসক্তি,
জীবনসম্বল মাত্র সংশয় আঁধার ;
কিন্তু তবু মহারাগ, বলিলে নাস্তিক !

(৬)

সাধুর সম্মান দেখি হিংসায় কাতর,
তাই "একেশ্বরবাদী" বলি করে ভান ;
ভিতরে বিশ্বাসশূন্য, নাহি মানে পাপ পুণ্য,
অথচ দেখায় তত্ত্বজ্ঞানঅভিমান ;
তপস্যার নামে কিন্তু গায়ে আসে জ্বর !

(৭)

হায় ! অবিশ্বাসী দেশ-সংস্কারকারী,
কার সঙ্গে দিব আমি তোদের তুলনা ?
কথা কও মিষ্টমুখে, দুঃখী হয়ে পরদুখে,
কিন্তু মনোমধ্যে যত নিকৃষ্ট কামনা ;
ঈশ্বরের শত্রু তোরা ঘোর স্বৈরাচারী।

(৮)

" মুক্তপ্রেম " মন্ত্রে দীক্ষা করিয়া গ্রহণ,
রে পামরা ! প্রবৃত্তির চিরক্রীত দাস ;
দিবি তোরা স্বাধীনতা, ভাঙ্গি অবরোধপ্রথা,
বঙ্গনারীগণে, করি ধর্ম্মবন্ধ নাশ ?—
বারবধূসনে কুলবধূর মিলন ?

(৯)

রিপুকারাগৃহবন্দী পরাধীন নরে
করিবে বিমুক্তবন্ধ আর্য্যমহিলায় !
ইন্দ্রিয়ের দাস যেই, স্বাধীনতা দিবে সেই,
হায় রে কপাল ! কথা শুনে হাসি পায় ;
অন্ধ হয়ে অন্ধে পথ প্রদর্শন করে !

(১০)

শ্বেতাঙ্গের পাপাচার, রে মানবাধম !
আনি হেথা বিনাশিবে সতীর গৌরব,
এই বুঝি ভাবি শেষে, ফিরিতেছ ছদ্মবেশে,
জান না যে আছে ঘোর নরক রৌরব ;
কেন হায় ! হয়েছিল তোদের জনম ?

(১১)

পুণ্যকীর্ত্তি আর্য্যধাম প্রাচীন ভারতে
কত সতী পতিব্রতা স্বাধীনা রমণী
তপস্যার পুণ্যফলে, পরাভক্তি যোগবলে,
ছিলেন সুধন্যা নারীকুলশিরোমণি ;
ডুবালি তাদের নাম, হায় রে দুর্ম্মতে !

(১২)

যার লাগি, হায় সতীধর্ম্ম! যার লাগি,
আমার সোণার গোরা পথের ভিখারী;
হিন্দু সাধু ঋষিগণ, ছাড়িয়া জীবন ধন,
হয়েছিল সর্ব্বত্যাগী যোগী জটাধারী;—
রাজপুত্র শাক্যসিংহ পরম বৈরাগী।

(১৩)

রে আর্য্যকলঙ্ক! যার লাগি, শোন্ বলি,
ক্রুশোপরে প্রিয় যিশু প্রাণ সমর্পিলা;
সেই ধর্ম্ম নাশিবারে, ডুবাইলি ব্যভিচারে
নির্দ্দোষ অবলাকুল, কুলের মহিলা।
তোরাই কি বাস্তবিক মূর্ত্তিমান কলি?

(১৪)

আহা নারী সুবিমল কোমল প্রকৃতি!
নরপরতন্ত্রা ভীরু অদূরদর্শিনী;
পড়ি অসুরের হাতে, লইলে কলঙ্ক মাথে,
হইলে পিশাচী চির নিরয়বাসিনী;—
ধরিয়া গণিকাবৃত্তি, বিকট আকৃতি!

(১৫)

নাহি গৃহবাস পুত্র আত্মীয় বান্ধব,
ভ্রষ্টকুলমান, দুষ্ট দানব-অধীন;
রোগে অঙ্গ জর্জ্জরিত, পরিণাম অনিশ্চিত,
কে করিল এ দুর্দ্দশা, হায় রে কঠিন!
স্বার্থপর নর! তুই পশু, না মানব?

(১৬)

ভাব্ দেখি অনাথার দশা একবার
পাপমতি, পরে তার গতি কি হইবে ?
তোর মত অনুষ্ঠানে, কুবুদ্ধি কুটিল জ্ঞানে,
এইরূপে কত নারী নরকে ডুবিবে ?
ভাব্ হতভাগ্য বনি, ভাব্ একবার !

(১৭)

তোরেই বা একা কেন গঞ্জি আমি রোষে ?
রে অভাগি চাণ্ডালিনি ! বিশ্বাসঘাতিনি,
তুইও যে সর্ব্বনাশী, সুখ বিলাসের দাসী,
আপনার পাপে হলি কুলকলঙ্কিনী ;
কত রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে তোর দোষে।

(১৮)

যেখানেই দেখি ভ্রাতৃবিরোধ সংগ্রাম,
অশান্তি বিপ্লব, রক্তপাত অমঙ্গল ;
মূলে তুই হতভাগী, তাহার প্রধান ভাগী,
প্রবাদ বচন ইহা সর্ব্বত্র প্রচল ;
হায় রে ! মহিলাকুলে কেন এ দুর্নাম।

(১৯)

বিলাস শিক্ষার গুরু, পুরুষঘাতিনী,
নতুবা এ দশা তোর কেন বা হইবে ;
অবশেষে দুই জনে, পুড়ি পাপহুতাশনে,
একের মরণে দোঁহে কেন বা মরিবে !
ধর্ম্মহীনা নারী যেন কালভুজঙ্গিনী।

(২০)

কত পরিবার, কত বিখ্যাত নগর
হইয়াছে তোর পাপে শ্মশান সমান ;
কত যুবা দেশত্যাগী, তোর কলঙ্কের লাগি,
কত লোক মনোদুখে ত্যাজিয়াছে প্রাণ ;
নারীবেশা সয়তান আরো ভয়ঙ্কর !

(২১)

পুণ্যভূমি আর্য্য দেশ সতীর নিবাস,
শত শত যোগী ঋষিশোণিতে রঞ্জিত ;
এক বাক্যে তাঁরা সবে, কহিছেন বজ্ররবে,
হবে না ভারত কভু সতিত্বে বঞ্চিত ;
দূর হ ! পাষণ্ড, পাপ বিলাসের দাস।

(২২)

বহিছে যেথানে ব্রহ্ম-নিশ্বাস-পবন,
করিছেন লীলা হরি নূতন বিধানে ;
সেই পুণ্যলীলাধামে, হায় রে ! ধর্ম্মের নামে,
অসুরে করিবে রাজ্য, সহে কি এ প্রাণে ?
নহেন্ কি ভগবান্ পাষণ্ডদলন ?

(২৩)

নরদেহাশ্রিত পাপরূপী সয়তান,
প্রকৃত মানব তোরে বলিতে পারি না ;
বহুরূপী নিশাচর, নরবেশে অতঃপর,
আসিয়াছ বামাগণে করিতে স্বাধীনা ;—
সংহারিয়া অমরাত্মা ঈশ্বরসন্তানে।

(২৪)

আমার প্রাণের প্রিয় ভাই ভগ্নীগণে
বধিবার তরে রে চণ্ডাল কুলাঙ্গার।
ভ্রম তুমি নানা দেশে, কপট তস্করবেশে,
ধরেছ এবার বুঝি রিফর্ম্মারাকার!—
হরিয়া লইতে ছলে সতিত্ব রতনে?

(২৫)

আহা! দেবঅংশজাত মানব তনয়,
অমরাত্মা, কেন তব এত বিড়ম্বনা!
নিদারুণ সয়তান, বধিছে তোমার প্রাণ,
কোথা হরি, এবে হায়! রহিলে বল না?
ছাড়! ছাড়! ওরে দুষ্ট, শীঘ্র লোকালয়।

(২৬)

চিনি তোরে কাপুরুষ, নরকাধিপতি,
দুর্ব্বলতা মাতা তোর, পিতা অন্ধকার;
সম্মুখসমরে তাই, দাঁড়াইতে সাধ্য নাই,
চোরের মতন কর কপট আচার;
অন্তরে গরল, কিন্তু মুখমিষ্ট অতি।

(২৭)

জারজ সন্তান তুই স্বাধীন ইচ্ছার
মূঢ়মতি, যার বলে নর মহাবলী;
কলুষবাসনা অন্ন, খেয়ে হলি প্রাণাপন্ন,
ধরিলি বিকট বেশ জানি তা সকলি;
মায়া পিশাচিনী তোর জীবন আধার।

(২৮)

কিন্তু তবু দুর্ব্বলের কাছে তোর বল
প্রবল নিতান্ত, ওরে! অবস্ত দানব;
আমিত্বের গর্ব্ব করি, ভীষণ মূরতি ধরি,
করিয়াছ এবে তুমি অধিকার সব;
তাই অভিমানে তোরে দেখিরে বিহ্বল।

(২৯)

মিথ্যাচার, পশুবল, পার্থিব সম্পদ,
সুরা, বারাঙ্গনা, ধন, কুটিল মন্ত্রণা;
এই লয়ে কর জারি, তুমি ধূর্ত্ত দুরাচারী,
পরিণামে হবে দেখো অশেষ লাঞ্ছনা;
চির দিন তুই জগতের ঘৃণাস্পদ।

(৩০)

সমাজের মাঝে মদ্যপান, ব্যভিচার,
তুই মূঢ়, মিথ্যা সাক্ষ্য ধর্ম্মাধিকরণে;
নরহত্যা দস্যুবৃত্তি, সব তোর অপকীর্ত্তি,
বহুরূপধারী তোরে জানে সর্ব্বজনে;
পাপ দুষ্কর্ম্মের তুই অসংখ্যাবতার।

(৩১)

পরিয়া ধর্ম্মের বেশ ধর্ম্মরাজ্যে আসি,
যথা দুষ্ট দশানন রক্ষকুলপতি;
ভক্তিসীতা লও হরি, বিদ্যার ছলনা করি,
শিখাও মানবে অবিশ্বাস পাপমতি;—
ক্রমে যাতে হয় লোক নরকনিবাসী।

(৩২)

কুতর্কগরল ঢালি সরল হৃদয়ে
কত জনে কর শেষে নাস্তিক সমান;
ভুলাইয়া তত্ত্বজ্ঞানে, বধ তাহাদের প্রাণে,
"প্রত্যাদেশ" "দেবকৃপা" "বিশেষবিধান;"—
এ সকল মিথ্যা বলি প্রচার নির্ভয়ে।

(৩৩)

কখন "মানবধর্ম্ম" দেশসংস্কার,
জনহিতকর কার্য্য জানি সর্ব্বোপরি;
অর্চ্চনা প্রার্থনা ধ্যান, ইষ্টপূজা ব্রহ্মজ্ঞান,
ইহ পরকাল সব দাও নাশ করি;
বাড়াও অসার গর্ব্ব বৃথা অহঙ্কার।

(৩৪)

হায়! হায়! তোর হাতে কে দিল বিজ্ঞান,—
সভ্যতার তীক্ষ্ণ অসি, ধরম নাশিতে;
সহজে কুটিল তুই, তাহে বিদ্যা বুদ্ধি দুই
হইল সহায় আর পারে কে রাখিতে
হরি ভক্তি, সদাচার, সতিত্বের মান।

(৩৫)

রাজকার্য্যে তুই দুষ্ট কপট কৌশল,
ঘৃতাহুতি সম গৃহবিবাদ অনলে;
জ্বালি স্বার্থ হিংসা দ্বেষ, পোড়াইলি কত দেশ,
করিলি সমরে মত্ত নরে, পশুবলে;—
ডুবাইতে রক্তস্রোতে অবনীমণ্ডল।

(৩৬)

নারীর কোমল ভাব বিনাশ করিয়া,
স্বভাববিরুদ্ধ পথে লইতে তাহারে,
কত তোর আকিঞ্চন, ষড়যন্ত্র আয়োজন,
হায় রে বঞ্চক ! তাকি কভু হ'তে পারে ?
অবাক্ হইনু তোর কুহক দেখিয়া !

(৩৭)

যেখানে বিধানচন্দ্র গুণের সাগর,
অমৃতের তরু করে রোপণ যতনে ;
সেখানে কণ্টক বন, করিবারে উৎপাদন,
পুঁতিস্ বিষের বীজ তুই রে গোপনে ;
তোর মায়াজালে পড়ি মরে কত নর।

(৩৮)

করেন যেখানে লীলা হরি ভগবান্
ভক্তবংশঅবতংস সাধুগণে লয়ে ;
সেখানে অসুর সঙ্গে, নানা লীলা রসরঙ্গে,
ঘুরিয়া বেড়াস্ তুই ধর্ম্মধ্বজী হয়ে ;—
ভাক্ত ভক্তরূপ ধরি করি বহু ভান।

(৩৯)

যৌবনমদ-গর্ব্বিত উদ্ধত স্বভাব
স্ত্রৈণজিত যুবক যত তোর অনুচর ;—
স্ফীতবক্ষ বক্রগ্রীবা, মদে মত্ত নিশি দিবা,
গরবে পড়ে না পদ মাটির উপর ;
এদের সমাজে তোর বড়ই প্রভাব।

(৪০)

তুই নরপশু পশি জুডার ভিতরে
বিশ্বাসঘাতক তারে করেছিলি ছলে;
তিরিশ টাকার লোভে, পরিণামে মনঃক্ষোভে,
ত্যাজিল পরাণ সে বাঁধিয়া রজ্জু গলে;
নির্দ্দোষ ঈশায় হায়! সঁপি শত্রুকরে।

(৪১)

কত যুডা গুরুত্যাগী এ নববিধানে,
দেখালি দুর্ম্মতি তুই, প্রলোভনে ফেলি;
স্বার্থ আর অর্থলাগি, হইয়া পাপের ভাগী,
মরিল নরকে ডুবে তারা সবে মেলি;
কিন্তু তোরো প্রয়োজন আছে লীলাস্থানে।

(৪২)

নৈলে বুঝি শাস্ত্রবাক্য হয় না সফল;
যুগে যুগে তাই তুই শত্রুবেশ ধরি
লীলার সহায় হয়ে, যাস্ ভক্তে স্বর্গে লয়ে,
কিন্তু তোর জন্মে ধিক্ তবু মনে করি;
অবিশ্বাস দানবের মরণি মঙ্গল।

(৪৩)

বলিহারী! সয়তান অবিদ্যানন্দন,
কত খেলা তোর আমি দেখিনু সংসারে;
দিলি যারে স্বর্গেতুলে, তারে পুনঃ ধরি চুলে
ডুবালি নরকে ঘোর পাপ ব্যভিচারে;
তুই যার গুরু তার জীয়ন্তে মরণ।

(৪৪)

কবিত্বকুসুমাঘাতে হও মূর্চ্ছাগত,
সুধাকে গরল বলি অবোধে ভুলাও ;
কিন্তু স্বার্থে অন্ধ হয়ে, ব্যভিচারিগণে লয়ে,
অনায়াসে বিবেকের চক্ষে ধূলি দাও ;
সত্যের দোহাই দিয়া হও পাপে রত।

(৪৫)

এ জগতে সকলেরি আছে কিছু ধর্ম্ম,
কেহ "বহুবাদ" মানে কেহ "একবাদ" ;
কিন্তু তোর পানাহার, সুরাপান ব্যভিচার,
জীবনসর্ব্বস্ব, ধর্ম্মমত "প্রতিবাদ" ;
ভক্তিদ্বেষ, সাধুনিন্দা এই নিত্যকর্ম্ম।

(৪৬)

নাস্তিক দুষ্কৃতাধম যত অবিশ্বাসী,
ভজনবিহীন তত্ত্বজ্ঞানে অভিমানী ;
ধর্ম্মদ্রোহী রিফর্ম্মার, ব্যভিচারে নির্ব্বিকার,
এরাই সকল তোর চর আমি জানি ;
কলির পাষণ্ড যারা ইন্দ্রিয়বিলাসী।

(৪৭)

কিন্তু সাধু যারা ধর্ম্মবীরচূড়ামণি,
তারা কি ডরায় ভূত পিশাচের ভয়ে ?
"অপদার্থ তৃণ সম, দূর হ! অধমাধম,"
বলি তোরে একবারে দেয় যমালয়ে ;
বজ্রহানে বুকে তোর সে হুঙ্কার ধ্বনি।

(৪৮)

শীলতা সৌজন্য গুণে লোক ভুলাইয়া
নীতিবাদী হয়ে বিনাশিবে হরিভক্তি ;
এই অভিলাষ করি, হিতৈষির বেশ ধরি,
দেখাইছ বুঝি জীবে দয়া আনুরক্তি ;
নাস্তিকের নীতি ! কেন ? কিসের লাগিয়া ?

(৪৯)

ভেবেছিলে মনে মনে,—"এবে কলিকাল,
অবাধে, যেমন ইচ্ছা তেমনি চলিব ;
প্রাচীন আর্য্যের ভাব, হইয়াছে তিরোভাব,
ঘুচে গেছে জপ তপ ধরমজঞ্জাল ;
এখন নরকে বসি রাজত্ব করিব।

(৫০)

ঈশা মুশা শাক্য ধ্রুব জনক নানক,
শ্রীগৌরাঙ্গ আদি যত সিদ্ধ মহাজন ;
কালের পাষাণতলে, পড়ি সবে গেছে গলে,
আমরা এখন ধর্ম্মসমাজপালক ;
আর কি তাহারা ফিরে আসিবে কখন ?"

(৫১)

এই মনে স্থির করি নির্ভয় অন্তরে,
পাপের প্রবাহ খুলি দিয়াছ এবার ;
কিন্তু হায় ! দুরাত্মন্, জান না যে পুরাতন,
যোগী ঋষিগণ ফিরে এসেছে আবার ;
কালের পেষণে মূর্খ, অমর কি মরে ?

(৫২)

এই দেখ্ তারা সব আমার শোণিতে,
দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়াইয়া সারি সারি ;
ভীমগদা প্রহরণে, এখনি কাল সদনে,
পাঠাবে তোদের সবে, পলা দেশ ছাড়ি ;
ওরে দগ্ধমুখ ! নৈলে হইবে মরিতে।

(৫৩)

ফিরে যা রাক্ষস তুই পুনঃ লঙ্কাধামে,
ছিলি যথা, উত্তরিয়া সাগর দুস্তার ;
বিজ্ঞানী পণ্ডিত হয়ে, নাস্তিকতা মত লয়ে,
কেন এলি আর্য্যখণ্ডে মরিতে আবার ?—
বিতরিতে মদ্য মাংস সভ্যতার নামে ?

(৫৪)

অবিশ্বাসী অধ্যাপক শিক্ষকের দল,
পথে পথে যথা তথা শুণ্ডিকা ভবন ;
কে আনিল এ সকল, কুশিক্ষা পাপের ফল,
ধর্ম্মভয় নীতি ভক্তি করিতে নিধন ?
তুইত ঘটালি শনি, যত অমঙ্গল।

(৫৫)

হায় ! হায় ! ভারতের আর্য্য ঋষিবংশ,
কতই তোমরা আহা ! করিছ রোদন ;
গেল রে সতিত্ব ধর্ম্ম, সদাচার পুণ্যকর্ম্ম,
আর না, হয়েছে, পাপ, দূর হ এখন !
তোর দুরাচারে হ'ল হিন্দুকুল ধ্বংস।

(৫৬)

পলা রে এবার শীঘ্র ! পলা সয়তান,
নৈলে মুণ্ডপাত তোর হইবে নিশ্চয় ;
আমি ব্রহ্মঅবধূত, নববিধানের দূত,
এখনি করিব ভস্ম, ব্রহ্মতেজে লয় ;
হ'ল তোর কাল পূর্ণ, কর্ রে পয়ান।

(৫৭)

কার দেহরাজ্যে তুই করিস্ বিহার ?
পাইলি কোথায় বুদ্ধি শক্তি জ্ঞান বল ?
দেহমাঝে গুণধাম, ব্রহ্মসুত আত্মারাম,
চেয়ে দেখ শোভা তার, প্রতিভা উজ্জ্বল ;
জয় ! জয় ! ব্রহ্ম বলি বহে রক্তধার।"

(৫৮)

এতেক কহিয়া হরিভক্ত চিরঞ্জীব
উঠিল গর্জ্জিয়া যথা প্রমত্ত কেশরী ;
দুই চক্ষে অনর্গল, ছুটে যেন দাবানল ?
দেখি মূর্ত্তি সয়তান কাঁপে থরহরি ;
অবিশ্বাসী দল ভয়ে হইল নির্জ্জীব।

(৫৯)

অগ্নিময় বাক্যে করি সবে চমকিত
হিমাচলঅভিমুখে চলে দ্বিজবর ;
মিলাইয়া একতন্ত্রী, তার স্বরে গায় যন্ত্রী,—
জ্বলন্ত উৎসাহে জ্বলি, অতি মনোহর
বীররস-পূর্ণ এই বিধানসঙ্গীত ঃ—

"ওহে ভক্তসখা হরি, বিরাট মূরতি ধরি,
প্রকাশিত হও প্রভু করুণানিধান হে
জগৎ জীবন ;
বিধানরথে সারথী, ধর্ম্মযুদ্ধে সেনাপতি,
তুমি দর্পহারী সর্ব্ব মঙ্গলনিদান হে
দুরিতনাশন।
কতই সহিবে আর, দানবের অত্যাচার,
শীঘ্র শীঘ্র কর দূর পাপঅন্ধকার হে
কলুষবিকার ;
লভিয়া বিজ্ঞানালোক, কত নব্য সভ্যলোক,
তোমার সোণার রাজ্য করে ছারখার হে
দেখ এক বার।
পাষণ্ডের অহঙ্কার, দেখিতে যে নারি আর,
নও কি ঠাকুর তুমি পাষণ্ডদলন হে
শমনদমন !
জীবন্ত জাজ্বল্যমান, সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান,
তবু পাপী করে তব বিধান লঙ্ঘন হে
মানে না বারণ !
নববিধানের মর্ম্ম, বাখানিয়া রাখ ধর্ম্ম,
ওহে ধর্ম্মরাজ হরি, পতিতপাবন হে
ভবভারহারী ;
তুমি জীবনের পতি, চরম পরমগতি,

অনাথের নাথ বিভু অধমতারণ হে
দয়ালকাণ্ডারী।
নহ তুমি জড়ময়, যেমতি মানবচয়,
ভৌতিক শরীরধারী মাংসপিণ্ডাকার হে
ইন্দ্রিয়গোচর ;
তাই কি তোমায় হরি, বেড়ায় উপেক্ষা করি,
জড়মতি অবিশ্বাসী পাপী দুরাচার হে
ভক্তিহীন নর ?
সর্ব্বব্যাপী নিরাকার, জ্ঞান শক্তি প্রাণাধার,
চিদঘন রূপে হও হৃদয়ে উদয় হে
প্রভু দয়াময় ;
দেখি সে মূরতি তব, ভ্রমান্ধ মানব সব,
হউক বিশ্বাসী ভক্ত সরল হৃদয় হে
সাধু সদাশয়।
করিয়া হুঙ্কার ধ্বনি, ভক্তকোলে মা জননি,
দাঁড়াও ভারতবক্ষে ভুবনমোহিনী গো
চিত্তবিনোদিনী ;
ফিরাও পাপীর মন, প্রকাশি প্রফুল্লানন,
কর প্রেমে মত্ত সবে অসুরনাশিনী গো
ত্রিতাপহারিণী।
রূপে গুণে অনুপমা, তুমি ভক্তমনোরমা,
তবু কেন মা তোমায় ভজে না সকলে গো

প্রেমভক্তিভরে ;
দেবের দুর্ল্লভ ধন, ঐ রাঙা শ্রীচরণ,
কেন বা মজে না লোকে ও পদকমলে গো
একান্ত অন্তরে।
কঠিন মানবচিত, করি প্রেমে বিগলিত,
কাঁদাও বারেক পশি তাহার মরমে মা
এই গো বাসনা ;
অনুতাপে দগ্ধ হয়ে, পাপের যাতনা সয়ে,
স্মরি তব দয়া পাপী মরুক সরমে মা
করুক প্রার্থনা।
তুমি প্রেমে পাগলিনী, সর্ব্ব দুঃখবিনাশিনী,
কত ভালবাস আহা! পাতকী সন্তানে গো
দেখি প্রাণ গলে ;
দুর্ম্মতি মানব সবে, কবে তব ভক্ত হবে,
এক বার ফিরে চাও তা সবার পানে গো
ভকতবৎসলে
বিষম পাপের ভার, তব অপমান আর,
সহে না পরাণে দেবি, দুঃখে অঙ্গ জ্বলে গো
হৃদয় বিদরে ;
তাই বলি পায়ে ধরি, কাতরে বিনয় করি,
কর তব ইচ্ছা পূর্ণ অবনীমণ্ডলে গো
তার পাপী নরে।

হিমালয়ে যোগশিক্ষা।
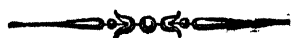
গমনে উদ্যত দেখি সহসা পথিক
দ্বিজরাজে, অকিঞ্চন চলিল কাঁদিয়া
পাছে পাছে, কিছু দূর। মনোদুঃখে, আহা!
কতই কাঁদিল যুবা তাঁর করে ধরি
ভ্রাতৃগণলাগি, যথা বিভীষণ দুষ্ট
দশানন হেতু কেঁদেছিলা। বজ্রমুখী
বাণী তেজোময়ী শুনিল যা দ্বিজমুখে
যুবা, সভাস্থলে, তাতে বুঝিল, নাস্তিক
অবিশ্বাসী এরা সব দানবাবতার।
কিন্তু উহা অনৌদার্য্য, অক্ষোৎসাহ বলি
দোষিল অপরে নিন্দা করি। কহিলেন
বৃদ্ধ, "শুন বাপ! পরিহর শোক, সত্য,
প্রেম, চন্দ্র সূর্য্য সম দুই ভাব জ্বালি
রাখিবে হৃদয়ে। জয় করি বিরোধীরে
দৈববলে, রণজয়ী হইবে নিশ্চয়
যদি থাক সত্যপথে। এত বলি তারে
প্রবোধিয়া চলে বিপ্র একা পদব্রজে,
গম্যস্থান, তুঙ্গগিরি রজতঃ শিখরে।

উত্তর গগনকোলে হিমাদ্রি অচল
নগপতি, শোভে পুরোভাগে, যেন ঘন
মেঘাবলী ; শৃঙ্গোপরি শৃঙ্গ শত শত
তাহে মনোহর অতি। যোগীচিত্তহারী
হিমগিরি, মহাদেব রুদ্রের নিলয় ;
কে পারে আঁকিতে তার ছবি ? স্বর্গ বলি
জানিত যাহারে আগে ঋষি মুনিগণ।
ভূতলশয্যায় ঢালি অঙ্গ, যেন বীর
ভৈরব মূরতি নিদ্রা যায়, ছড়াইয়া
হাত পা দুখানি, সুবিশাল, অকাতরে।
ভীম গণ্ড শৈলখণ্ড সব আছে বসি,
একাসনে, যুগযুগান্তর, ধ্যানে মগ্ন
যথা ঋষিবৃন্দ ; যোগে পাষাণ সমান ;
কার সাধ্য ভাঙ্গে সে সমাধি ? কত সিদ্ধ
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রে পদরজে অলঙ্কৃত
তারা কে বলিবে ? তরুলতিকা মণ্ডিত
গিরিমালা, তদুপরি অনন্ত শিখর
শ্রেণী, যেন সৈন্যদল সৈনিকনিবাসে
দাঁড়াইয়া। দুগ্ধফেননিভ বারিধারা
রজতরঞ্জন, পড়ে খসি শিলাতলে
নাচিয়া নাচিয়া ; মুক্তাফল সম তার
বিন্দু ছুটে চারিভিতে রঞ্জিত হইয়া

ভানুকরে, নানাবর্ণে। ক্ষুদ্র জলকণা
উড়িছে আকাশে বায়ুভরে বাষ্পপুঞ্জ
যথা ; রচে তাহে ইন্দ্রধনু দিবাকর
প্রখর কিরণমালী, কি সুন্দর শোভা !
হেঁটমুণ্ডে ভাঙ্গে জলপ্রপাত সবেগে,
ঝম্ ঝম্ গুড় গুড় নাদে, বিদারিয়া
গিরিবক্ষ ; ভয়ঙ্কর গম্ভীর সে ধ্বনি !
কীটকুল গায় ঝিল্লীরবে তার সনে
বসি তরুশাখে ; ঝঙ্কারিছে যেন শত
সহস্র তম্বুরা একতানে ; প্রতিনাদে
করে গম্ গম্ গিরিশঙ্কট বিপিন !
ক্ষুদ্র জলস্রোত যথা তীর্থযাত্রীদল
ছুটে দলবাঁধি নির্ঝরিণী সহ, দ্রুত
পদে, মাতৃভূমি সিন্ধুসমাগমে, কূলে
কূলে ফুটাইয়া ফুল। কত ফুল ফল
আহা ! কি নির্ম্মল জল ; বিহঙ্গের কিবা
কণ্ঠধ্বনি ! সবে মিলে পাতি যোগাসন
যেন ডাকে যোগীজনে আরাধিতে দেব
মহেশ্বরে। স্নিগ্ধ বায়ু বহে মন্দ মন্দ।
অদূরে প্রতীত দূরবর্ত্তী তুঙ্গ শৃঙ্গ
ধবল অচলে আছে সবে করে কর
ধরি দাঁড়াইয়া, যেন উঠিছে আকাশে

ঊর্দ্ধশিরে বীরপরাক্রমে। রজতাভ
অনন্ত তুষারে ঢাকা সে বরাঙ্গ যবে
উজলে তরুণারুণে, আহা! কত শোভা
তার। শ্বেতরশ্মিধারা, শ্বেতসৌধসম
শৈলশিরে মরি কি সুন্দর! ঝক্ ঝক্
জ্বলে স্বচ্ছ হিমখণ্ড, প্রকাণ্ড স্ফাটিক
খণ্ড যথা দীপালোকে, ঝলসি নয়ন।
কোথাও চরিছে মৃগযূথ লতাবৃক্ত
মঞ্জুকুঞ্জতলে ; আহা! কোথাও তটিনী
তটে বনফুলসম বনবাসী, করে
বসতি পরম সুখে। বনবিহঙ্গিনী
কলকণ্ঠী মুক্তকণ্ঠে গাইছে সঙ্গীত
সুধারবে, স্নান করি অমৃত সলিলে।
হাসিছে ডালিয়া ফুলকুল নানাবর্ণে,
স্তবকে স্তবকে, আলোকিয়া বনস্থলী ;
তার নিম্নে বহে মৃদুকলে স্রোতস্বিনী
বক্রগতি, রঙ্গভঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া।
দেখি এ সকল শোভা হরষিত মনে,
চিরঞ্জীব যোগানন্দে সঞ্জীবিত হয়ে
চলে ধীরে। কতক্ষণে হেরিলা অদূরে
দুইটি যুবক বসি একান্তে নীরবে ;
মগ্ন যেন চিত্ত শান্তিরসে, ধ্যানানন্দে।

জানিলা জিজ্ঞাসি দ্বিজ তারা দুই জন
সিন্ধুতটবাসী আর্য্যসুত, ধর্ম্মে নব-
বিধানবিশ্বাসী। পাই পরিচয় দোঁহে
সসম্ভ্রমে বসাইলা তাঁরে প্রণমিয়া,
অজিন আসনে। ভীমসিংহ নামে এক
যুবা কহে করযোড়ে, নম্রভাবে, "স্বামী
মহারাজ! দয়া করি শুনাও আমায়
যোগলীলা। এ দুর্ব্বার সংগ্রাম বিপ্লব
ধর্ম্মরাজ্যে প্রশমিত হবে কি কখন?
হিন্দু বুদ্ধ যবন কি কভু পরস্পরে
আলিঙ্গিবে প্রেমে, ভাই বলি? এ কি তাত!
সম্ভবে কদাপি? শুনি নাই কর্ণে যাহা
কভু, তাই হবে, এত নারিনু বুঝিতে!
গৃহী, পরাধীন মোরা, হবে কি সাধিত
পিতঃ! এ উদার ধর্ম্ম, আমা সবা হ'তে?
একাধারে যোগ ভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞানকাণ্ড
মিলিবে কেমনে, মনে হয় না ধারণ।
পথ এই সত্য বটে, কিন্তু কাজে দেখি
বড়ই কঠিন। যোগ ধ্যানসঙ্গে কর্ম্ম
মিশিবে কি রূপে তাই ভাবি! জ্ঞানসহ
ভক্তির উচ্ছ্বাস আরো দুর্ব্বোধ সমস্যা।
আছে কি সহজ মন্ত্র কিছু? থাকে যদি

বল, যাতে পারি সত্য জীবনে পালিতে।
কোথায় কে সব ধর্ম্মভাব, কবে বল
করেছে সাধন, একাধারে ? কিবা তার
উপায় প্রকৃষ্ট ? এ অদ্ভুত যোগ, নব
বিধান বীরেন্দ্র সমাধিলা কোন্ দেশে
বসি, কি সাধনে, কহ মহামতে ! কৃপা
করি, শুনি সে ভারতী মোরা তবমুখে।"
শুনিয়া গভীর প্রশ্ন কহিলা তাহারে
চিরঞ্জীব,—"ওহে ভ্রাতঃ ! সকলি সম্ভবে
হরিনামে ; যোগে হয় অসাধ্য সাধন।
প্রত্যাদেশহীন স্থূল বুদ্ধি দেখে যথা
আঁধার নয়নে, ভক্তিমান সাধু পায়
সহজে তথায় দিব্যজ্ঞান, দিব্যালোকে।
সাধনে যা নহে সিদ্ধ, তারে সত্য বলি
জানিলে কিরূপে ? দেহ মন প্রাণ দেও
আগে. হরিপদে সঁপি ; নৈলে হইবে না
সিদ্ধ মনোরথ কোনকালে. অবিভক্ত
প্রেমে বাঁধ হৃদে সে চরণ, দৃঢ় করি,
সতী যথা পতিপদ বাঁধে ; তবে পাবে
সে অমূল্য নিধি ; অন্য মন্ত্র কি শুনিবে ?
শঠ স্বার্থপর নর পারে কি কখন
প্রবঞ্চিতে, সেই হরি চতুর প্রেমিকে ?

দেও প্রাণ, তবে প্রাণ পাবে, এই সত্য
প্রেমের নিয়ম। হায়! কি দুর্ম্মতি, লোকে
চাহে তাঁরে ফাঁকি দিতে, যিনি অন্তর্যামী।
মনে করে, "তিনি দয়াসিন্ধু, আমি দুঃখী
হীনবল; ক্ষমিবেন অবশ্য আমারে
প্রভু, নিজগুণে।" কিন্তু ইহা কপটের
কথা। লোকভয়ে ত্যাজ যাঁরে, অনায়াসে,
গৃহকর্ম্মে নীচ স্বার্থলাগি যাঁর নামে
দেও হে কলঙ্ক, তিনি কি তোমার প্রিয়
প্রাণবঁধু? যাঁর প্রেম স্মরি কাঁদ কত,
ভাবে বিগলিত হয়ে, এই ব্যবহার
তাঁর সনে? ইহা যদি হয় ভালবাসা,
জানি না কাহারে তবে কপটতা বলে।
কোন্ প্রাণে, আহা! কোন্ প্রাণে দেও দূর
করি, সে সুহৃদে, প্রাণপতি প্রাণাধিক
যিনি; একি নহে পাপ ব্যভিচার? সুখ
সম্পদে ভুলিয়া যাঁরে স্মর হে বিপদে
তিনি কি তোমার স্বামী! হা কঠিন প্রাণ!
কার সঙ্গে কর এ চাতুরী? চাহ যদি
দেখিতে জীবনে মূর্ত্তিমান এ বিধানে,
তবে হও অকপট, পতিরতা যথা
পতিপদে। স্বইচ্ছায় যে জন তাঁহারে

ত্যাজে, কার্য্যকালে, সুখস্বার্থ অভিলাষে ;
লোকমুখাপেক্ষা ধর্ম্ম যার ; সে কি মিত্র,
পারে বুঝিবারে যাহা সাধনসাপেক্ষ ?
তাই বলি, সঁপ আগে জীবন সে পদে,
অকৈতবে, তার পর পাইবে দেখিতে
সামঞ্জস্য সত্যে সত্যে, বীণাযন্ত্রে যথা
সপ্তস্বর। যিনি রাজা তিনি ধর্ম্মগুরু,
পিতা মাতা, হরিময় এই বিশ্বধাম।
জেনে শুনে আহা ! যবে, হে অল্পবিশ্বাসী,
ছাড়ি তাঁরে যাও পাপপথে, চক্ষুমুদি,
কি ভাব তখন মনে ? হয় না কি প্রাণ
ব্যথিত সে দুঃখে ? আত্মহত্যা করিবে যে
অন্ধকারে, তারে হায় ! পারে কে রাখিতে।
গোপনে যে পালে ধর্ম্মব্রত, সর্ব্বদর্শী
ঈশ্বরসমীপে, সেই প্রকৃত বিশ্বাসী ;
তার কাছে ধর্ম্ম যেন দৃশ্যমান্ ছবি,
স্পর্শনীয়, হস্তগত যথা আমলক।

শুন বলি স্পষ্ট কথা ;—(নাহি পাবে হেথা
অসার সৌজন্য মোর কাছে) বাহিরায়
বহুলোক স্বর্গে যাবে বলি ধর্ম্মপথে ;
কিন্তু কিছু দূরে আসি কেহ চাহে ফিরে,
কেহ বা পশ্চাতে হাঁটে, কেহ চলি যায়

পথ ছাড়ি, নরকাভিমুখে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ;
কেহ মধ্যপথে আসি থাকে বসি, ফিরে
সংসারের পানে, আর চাহে না যাইতে ;
হেন মতে লোক সব মরে অবিশ্বাসে
সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে, কুসুমলতিকা
যথা অন্ধকূপতলে। জাগিয়া যে পুনঃ
ঘুমায় আবার মোহালসে, তার ঘুম
ভাঙ্গান কঠিন। এক দিন নিশ্চয় সে
আসিবে ফিরিয়া ভববাসে, ভুঞ্জিবারে
বিষয় কামনা ; তার প্রাচীন জীবন,
পরিণাম বড় দুঃখময়। কিন্তু ধন্য !
তারা, চিরসুখী, চলে যারা অবিশ্রান্ত
পায়ে ঠেলি বিঘ্নরাশি, স্রোতস্বতী যথা
সিন্ধুপানে। ওহে ভদ্র ! এসেছ এখানে
যদি, তবে কর ধর্ম্ম সমগ্র সাধন।
আহা ! কি দুঃখের কথা, তোমার মতন
কত লোক বৃদ্ধকালে হয়ে অবিশ্বাসী
তেয়াগিলা বিভুপদ চরম সম্বল।”

কহে ভীম পুনরপি তাঁরে, “হে ব্রহ্মণ !
বলিলে যা সব সত্য, কিন্তু গৃহী মোরা,
প্রতিপদে ভয় হয় মনে। আরো বলি,
অতি অল্প লোক দেখি এ পথে পথিক,

অধিক থাকিলে বড় হইত মঙ্গল।”
করিলা উত্তর দ্বিজ, তারে “ ওহে ভীম!
লোকভয় কেন কর তুমি? গৃহী গৃহী,
কেন বল বারবার? আমরা কি নহি
গৃহাশ্রমী? গৃহে যোগী বৈরাগী প্রেমিক
যদি না হইবে, কলিযুগে, তবে নব
বিধান বা বলি কেন? ঈশা মুশা শাক্য
শ্রীগৌরাঙ্গ করিবেন রাজ্য এ জীবনে;
তারাই করিবে সবে অসাধ্য সাধন,
অলৌকিক কর্ম্ম; মোরা হইব বিলীন
নদী যথা সিন্ধুনীরে। সবে মিলে শেষে
মিশিয়া অনন্তে হব অভেদ অখণ্ড,
মহাযোগে, নব দেবসনে। রক্তরূপে
বহিবে যখন হৃদে তাঁদের চরিত,
সর্ব্বঅঙ্গ হবে পরিপুষ্ট। হায়! একে
ভীম তুমি, তাহে সিংহ, তবে শৃগালের
মত কেন কথা তব? দেখাও বিক্রম
ভীমসম; বলি জয় ব্রহ্ম! লম্ফ দিয়া
উঠ বীরমদে, সিংহ যথা গিরিশৃঙ্গে।
লোকমুখাপেক্ষা কেন এত? তারা হবে
কি তোমার সাথী যবে ছাড়িবে সংসার?
ভক্ত অমরাত্মা যাঁরা একাই তাঁহারা

এক কোটি ; আমাদের কুটুম্ব আত্মীয়
সব তাঁরা ; হও দ্বিজ, তাঁদের ঔরসে
জনমিয়া, যোগবলে ; পিতৃবংশ জানি
তাঁ সবারে রাখ সখে ! বংশের গৌরব।
শুনেছ প্রাচীন কথা,—যবে সুরধুনী
সরিদ্বরা ভগীরথ পাছে মহাবেগে
আসিতে লাগিলা বঙ্গসাগরসঙ্গমে,
শঙ্কাসুর ছলে তারে লইল বিপথে
ভুলাইয়া ; (পদ্মানামে বহে সে তটিনী
অদ্যাবধি) ; বুঝি প্রতারণা তার, পরে
গঙ্গাদেবী ভাগীরথী নামে, ক্ষুদ্রাকারে
ফিরিলা দক্ষিণ পথে। এবে দেখ, সেই
সঙ্কীর্ণ প্রবাহ ভাগীরথী কত পুণ্যে
শোভিত হিন্দুর চখে। তেমনি জানিবে
এ বিধান ; তরে যার পরশে পাতকী ;
আর যত কিছু দেখ, সব মৃতধর্ম্ম।
যেখানে যা ছিল সার পাইবে এখানে ;
শবদেহমাত্র অসারাংশ তা সবার
পড়ি আছে যারে তুমি বলিছ প্রকাণ্ড,
যথা পদ্মানদী। স্পর্শমণি কভু হয়
কি প্রকাণ্ড পরিমাণে ?—লৌহপিণ্ড যথা ?
বিনিময় কর তারে মুদ্রাসনে, হবে

রাশীকৃত, খ্রীষ্টবিনিময়ে যথা বহু
খ্রীষ্টবাদী ; কিন্তু কোথা সে লাবণ্য প্রভা ?"
পুনঃ জিজ্ঞাসিলা তাঁরে ভীম, "ঋষে ! এত
ভাবুকতা, ভক্তিভাব নূতন বিধানে,
ভাল কি এ সব ? হবে না কি মন্দ ফল
প্রসূত ইহাতে কালে ? কবিত্ব কল্পনা,
বাহ্যসমারোহ সব স্বাভাবিক বটে,
কিন্তু সখে, লোকে বলে, ইথে উপধর্ম্ম
উঠিবে জাগিয়া ভবিষ্যতে ; তেকারণে
ভয় হয় মনে। আত্মবান্ ভক্ত তোমা-
সম লোকে ইথে ভুঞ্জে স্বর্গসুখ, কিন্তু
সাধারণে কি বুঝিবে ? অজ্ঞানান্ধ তারা
আহা ! তাদের কি গতি হবে !" কহে বৃদ্ধ
হাস্যমুখে, "ওরে বাপ ! ক্ষমা কর্, আর
কাজ নাই ! বর্ত্তমানে অন্ধ যারা, তারা
ভাবীচিন্তা চিন্তে কি কখন ? মিথ্যা কথা ;
ভাবীভয়ে নহে ভীত তারা। উপধর্ম্ম,
জড়নরপূজা কেবা মানে ! কিন্তু পাপ
নাস্তিকতা নিশাচরী গ্রাসিছে ভারতে ;
নিবার তাহারে যদি থাকে হিতৈষণা।
কেমনে বিধানচন্দ্র করিল সাধন
মহাযোগ, বলি এবে শুন মন দিয়া।"

মহাযোগসমন্বয়।

অবিদ্যাতমসাবৃত ভবসিন্ধু তটে,
ভীষণ শ্মশানে, ঘোর অমানিশাকালে
হয়েছিল সিদ্ধ, মহাযোগে. যোগিবর
নববিধি, নিবাইয়া বাসনাঅনল।
শুনিলে সে কথা—শবসাধন প্রসঙ্গ,
আতঙ্গে পরাণ কাঁপে, ডরে হিয়া ত্রাসে।
ঘোরদরশন কাল গভীর আঁধারে
মগ্ন ধরাধাম, বিশ্ব স্থাবর জঙ্গম
চরাচর ; তার মাঝে উঠিছে গর্জ্জিয়া
ভবসিন্ধু ঘননাদে ; ছুটে জলচর
যূথে যূথে সে উত্তাল বিশাল তরঙ্গে,
মহাশব্দে, উপকূল আকুল করিয়া।
বিকট আকৃতি খণ্ডমুণ্ডরাশি চারি
ধারে যায় গড়াগড়ি, যার লোভে ভ্রমে
নিশাচরী, কত উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি লোল
জিহ্বা বিস্তারিয়া। দৈত্য দানব রাক্ষস
ফিরে দলে দলে রক্তধারা-বিগলিত
অঙ্গে, দিগবাসে, শবাকীর্ণ প্রেতভূমে।

নৈশবায়ুশ্বাস পশি অস্থিছিদ্রে যেন
বাজায় মুরলী, শুনি তার ধ্বনি নাচে
ভৈরবী দানবী ; হাসে খল্ খল্ করি।
শাণিত কৃপাণ করে কেহ নরমুণ্ড
ফেলিছে কাটিয়া, সদ্যরক্ত পানহেতু ;
মহাকালরূপী পাপ করাল বদনে
গ্রাসিছে জীয়ন্তে শত শত প্রাণী ; আহা !
আর্ত্তনাদে পূর্ণ বসুন্ধরা। মূর্ত্তিমান্
ষড়রিপু বিচরিছে সহস্র আকারে,
নরশিরোমালাগলে ; হাসে কেহ মুখ
ব্যাদান করিয়া অট্টহাসি। শবঅস্থি
কেহ বা পিষিছে কালদন্তে মড় মড়ে।
দশন ঘর্ষণ করে প্রচণ্ড প্রতাপে
দুর্দ্দান্ত অসুরকুল, আরক্ত লোচনে।
শকুনি গৃধিনী দংশে শৃগাল কুক্কুরে
মহাক্রোধে, মাংসখণ্ড লাগি। প্রাণভেদী
ভৈরব আরবে ছুটে ডাকিনী যোগিনী
তার পাছে, সুরাভাণ্ড কক্ষে করি ; অতি
বিভৎস আকার ! কোলাহলপূর্ণ সেই
শ্মশানে বসিয়া আরম্ভিলা মহাযোগ
বিধান কুমার মহাবলী। পাপেমৃত
ভবশবোপরি বীরবর যোগাসনে

বসিয়া ডাকিলা, " কোথা মাতঃ ! জগদম্বে
বলি, মেঘনাদে। দন্ত কিড়িমিড়ি করি
চাহে যাই উঠিতে সে পাশমোড়া দিয়া,
হুঙ্কারি অমনি দেয় ফেলি, গদাঘাতে
ভূতলে প্রভুত বলে তারে। বৌদ্ধভাবে
সাধিলা প্রথমে মহানির্ব্বাণ সাধন,
দূর করি পাপাসুরে। বাসনা জঞ্জাল
রাশি রাশি আসে যত ভাসিয়া সবেগে,
চিত্তসরোবরনীরে, " দূর হও !" বলি
পুরুষকার-প্রভাবে তারে দেয় ঠেলি
প্রতিজ্ঞার বলে। হেন মতে, বারবার
প্রতিঘাত করি স্থির হইলা বীরেন্দ্র
যোগাসনে, নিবাইয়া প্রবৃত্তির শিখা।
সাধিয়া নিবৃত্তি মহাবীর, "অহমস্মি"
ব্রহ্মবাণী, সুগম্ভীর শুনিতে লাগিলা
মুহুর্মুহুঃ নির্ব্বিকার মনে। অনন্তর
উদিল সহসা ব্রহ্মরূপ চিদাকাশে
প্রমুক্ত গগনে শশী যথা। নিরখিয়া
বিগতবাসনা স্থিরচিত্তে ভগবান্
ভক্তাধীন হরি দিলা দর্শন তাহারে
নিজগুণে ; সঞ্চারিল যে দর্শনে নব
জীবন প্রবাহ প্রাণহীন প্রেতভূমে।

বহিতে লাগিল ব্রহ্মনিশ্বাসপবন,
স্বন স্বনি, যোগমগ্ন হৃদয়আধারে ;
বাহিরিল অতঃপর তাহা ; সঞ্চারিতে
জীবন শ্মশানে, ভবশবে। ধর্ম্মখণ্ড
কঙ্কাল সদৃশ ছিল যত, তার স্পর্শে
উঠিল জাগিয়া, মূর্চ্ছাগত রোগী যথা,
আচম্বিতে, খড় খড় রবে। ছিন্ন অঙ্গ
রাশি এক দিব্যদেহ সর্ব্বাঙ্গস্থন্দর
মূর্ত্তি ধরি দেখা দিলা সহাস্য আননে।
পরস্পর বিপরীত সম্বন্ধ আছিল
যথা, এতকাল, এবে তথা প্রেমযোগে
মিশিল সকলে এক অখণ্ড আকারে।
সাধুসঙ্গে সাধু, জ্ঞানসহ প্রেমভক্তি ;
যোগে কর্ম্ম, বেদসহ কোরাণ বাইবেল্ ;
একদেহে যথা হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ,
তেমতি মিলিল তারা এক কলেবরে।
ধরিয়া বুদ্ধের ভাব বিধান রতন
ধর্ম্মবীর, সক্রেটিশ্ হইল বিজ্ঞানে ;
আর্য্যঋষিরূপে পরে করিল সাধন
ব্রহ্মযোগ, নির্ব্বিকল্প সমাধি বৈরাগ্য।
তার পর মুশামূর্ত্তি করি পরিগ্রহ
সাধিল বিবেক ; ইচ্ছাযোগে ঈশারূপে

হয়ে পরিণত, দেবাত্মজ, মহাভাবে
ডুবিল চৈতন্যপ্রেমে পরিশেষে। সব
ধর্ম্মভাব এইরূপে পশি একাধারে
বহিল, যেমন বহে দেহে রক্তধারা।
ব্রহ্মের তেত্রিশ কোটি স্বরূপ লক্ষণ,
অনন্ত মহিমা ; দেবদেবীরূপে ছিল
যাহা খণ্ডাকারে, যোগে অখণ্ড হইল
পুনরপি। সব সাধু মিশিল একত্বে,
যেন এক আত্মা, এক প্রাণ মন। এক
ধর্ম্ম, এক ধর্ম্মগ্রন্থ, ভজন সাধন
একবিধ ; সত্য জ্ঞান প্রেমভক্তি যোগ
কর্ম্মকাণ্ড সবে মিলে অবশেষে লীন
হইল অনন্তে, আদিকারণ-অর্ণবে।
একব্রহ্ম, এক সাধু, এক শাস্ত্রবিধি ;
একেতে উদ্ভব, একেস্থিতি, একে পুনঃ
নিমর্জ্জিত ; এই মহাযোগসমন্বয়।”

মহাযোগ সমন্বয় বিবরণ শুনি
ভীমসিংহ কহে সবিস্ময়ে দ্বিজবরে,—
“হে আর্য্য প্রবীণ! বল দেখি সত্য করি,
গৃহস্থ যাহারা তারা ক্ষুরধার সম
দুর্গম এ পথে কভু পারে কি চলিতে ?
স্ত্রী পুত্র সংসারজালে বদ্ধ মোরা, বল

তাত! মায়াবন্ধ কাটি কি উপায়ে? তাই
মনে হয়, ভগবান্ অগতির গতি,
তিনি যদি দিন দেন হবে, নৈলে আর
দেখি না উপায়! শুনিনু যে যোগতত্ত্ব
এবে, তবমুখে, ইহা অকাট্য সিদ্ধান্ত।
প্রকাণ্ড এ ধর্ম্ম, বিশ্বব্যাপী, অল্পমতি
পারে না ধরিতে। দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া
প্রাণপাখি যেন মোর উড়িল আকাশে
কথা শুনি; হারাইনু যেন আপনারে।
অচিন্ত্য বিষয়ে চিন্তা করি, হায়! পাছে
পাগল বা হই! সত্য সত্য, ওহে স্বামী,
আমি বড় দুঃখী। আহা! স্ত্রী পুত্র আমার
কি খাইবে, যদি আমি মজি হরিরসে!
বল মিত্র, বল কিসে হয় মোহজয়;
কেমনে বা পাই ধর্ম্মবল। সিদ্ধমন্ত্র
নাই কি বিধানে কিছু যাতে মুক্তিলাভ
সম্ভবে সহজে? থাকে যদি বল।" কহে
চিরঞ্জীব,—"ওহে বাপু! রাজপথসম
নহেক সুগম ইহা। ভজনে অলস
যারা, তারা বলে, "প্রভু যা করেন তাই
হবে!" কিন্তু জানে মনে, "আমি দিব না তা
হ'তে কভু।" তব বাক্য সেই মত! স্বর্গ

তুমি চাহ কি কিনিতে ফাঁকি দিয়া ? তাহা
হয়নি কখন. নাহি সম্ভবে কদাপি।
পাগল হবে না, ভয় নাই ! এত জ্ঞান
পরিপক্ক যার, মত্ত যে বিষয়ে সদা,
উদাসী বৈরাগী তারে পারে কে করিতে ?
ব্রহ্মকৃপা সকলের মূল, সত্য বটে,
কিন্তু নহে তাহা অলসের তরে। তাঁর
কৃপাবলে হয় সর্ব্বসিদ্ধি, কথা মিথ্যা
নয়, কিন্তু আত্মচেষ্টা, প্রতিজ্ঞারপ্রভা
কত দূর, বলি শুন তার বিবরণ।

শাক্যসিংহ।

কাশীর উত্তর প্রান্তে, হিমাদ্রির তলে,
করিত বসতি পুরাকালে, শাক্যজাতি
আর্য্যকুলোদ্ভব ; মহারাজ শুদ্ধদন
বলীশ্রেষ্ঠ যে বংশের রাজা ; মনোহর
নগর কপিলবস্তু রাজধানী যার
রোহিণী নদীরকূলে, অতীব প্রাচীন।
সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে জন্মে তথা
মহাবীর শাক্যসিংহ বুদ্ধঅবতার ;
ভুবনবিখ্যাত নাম যাঁর। দুই পত্নী
আছিলা রাজার পুত্রহীনা, যার লাগি
থাকিত বিষণ্ণ মহাদুঃখে শাক্যপতি
রাজা শুদ্ধদন। "পুত্রবিনা পরলোকে
হইবে কি গতি।" এই চিন্তানলে নৃপ
দহিতে লাগিল দিবানিশি। হেন কালে
প্রথমা হইলা গর্ব্ভবতী, রাজপুরী
পূরিল আনন্দে। প্রসবের হেতু রাণী
যায় যবে পিতৃগৃহে, পথিমাঝে, এক
ছাতিনী তরুর মূলে জন্মিল সন্তান

সুকুমার, রূপে আলো করি দশদিক্।
রাখি শিশুসুতে মাতা সপ্ত দিন পরে
চলি গেলা ইহলোক ছাড়ি ; মাতৃষসা
(দ্বিতীয়া মহিষী)—কোলে শিশুবুদ্ধ হন
প্রবর্দ্ধিত। বলে সবে যুবক গৌতম
ভুলিয়া থাকিত রঙ্গরসে, রাজধর্ম্মে
বিমুখ হইয়া। কিছু দিন পরে রাজা
দিলেন বিবাহ, মহানন্দে, হেরি তারে
উদাসীন গৃহধর্ম্মে। কিন্তু যুবাকালে
ছিল সে গম্ভীর, চিন্তাশীল, রাজভোগ্য
বিষয়ে বিরাগী। একদিন জরাগ্রস্ত
কোন বৃদ্ধে হেরি, ভাবে মনে, এ দেহের
এই কি নিদান ? যৌবনের গর্ব্ব তবে
মিছে। রুগ্নদেহ দুস্থ মানবে নিরখি
জিজ্ঞাসে চানারে, হে সারথে ! স্বাস্থ্যের কি
এই পরিণাম ? পূতিগন্ধময় মৃত
শরীর দর্শনে আরো উঠিল জ্বলিয়া
সেই চিন্তা ; অনন্তর হেরি এক শান্ত
প্রশান্ত প্রকৃতি যোগিবরে বিচারিলা
মনে, " এই সুখী জীব, নাহি যার তৃষা
ভবজলে। বৃথা দেহ ধরি তবে কেন
পুড়িব বাসনাগুনে ?" এই বলি শাক্য

যুবরাজ, প্রবেশিলা কাম্যবনে একা
উদাস হইয়া। হেথা রাজা শুদ্ধদন
চিন্তে মনে, "হায়! একমাত্র পুত্র মম,
তার এই দশা; রাজ্যপদ কে রাখিবে
তবে? এ বিপুল মান সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য
দিব কারে, কেবা আছে আর? আহা! কেন
তোর হেন মতিচ্ছন্ন। কেবল চিন্তায়
সমাকুল, নহে এত যুবজনোচিত।
হায়! কি হইল?" সুধাইলা তারে রাজা,
"কেন পুত্র থাক একা জনশূন্য স্থানে?
কিবা বাঞ্ছা তব, বল শুনি; রাজকার্য্যে
কেন বা উদাসী?" কহে শাক্য ভূপাল সদনে;
"পিতঃ! কিছু নহে সার, চিরস্থায়ী, সব
মায়াময়; ভূমণ্ডল দুঃখের আগার।
বাসনা নির্ব্বাণ করি হব চিরসুখী
শান্তচিত্ত, এই অভিলাষ। অতএব
সম্বরি বিষাদ, কর দেব অনুমতি,
আমি যাই বনবাসে।" দেখি অবিভূত
ক্ষয়শীল দেহীজীবে বাসনাবিকারে
বাহিরিল শাক্যসিংহ বিরাগী হইয়া
গৃহছাড়ি, সাধিবারে সমাধি নির্ব্বাণ।
দহিল হৃদয় তার পরদুঃখে; আহা!

অগ্নিদগ্ধ গৃহীজনে হেরি পোড়ে যথা
দয়ালুর প্রাণ। জানি সব মিথ্যাময়
একাকী উদ্যানে কাল হরে, চিন্তা করে
দিবস যামিনী। হেন কালে পুত্র এক
জনমে তাহার। শুনি সে সংবাদ যুবা
চিন্তে মনে, মায়াপাশ কাটিব কিরূপে।
শুভবার্ত্তা শুনি আরো বাড়িল বৈরাগ্য।
হেথা নরপতি মনে গণিলা, এবার
আনিয়া গৌতমে রাজপুরে ভুঞ্জাইব
রাজসুখ। এই ভাবি পাঠাইলা দূত
আনিতে যতনে যুবরাজে, কিন্তু তাহে
ঘটিল প্রমাদ। শুনি গীত জয়োল্লাস,
বাদ্যনাদমাঝে, এক বালিকার মুখে,—
"সুখী রাজা, সুখী রাজরাণী, রাজবধূ;
সুখী যুবরাজ!"—প্রাণ উদাস হইল;
ভাবে মনে কিসে হবে সুখী নিত্যসুখে।
মোহিত হইয়া যুবা গীতিরসে দিলা
খুলি নিজকণ্ঠহার গায়িকারে। কিন্তু
সে সঙ্গীতে উজলিল নির্ব্বেদ অনল।
আনন্দ উৎসবময় রাজগৃহে পশি
যাপিলা সে দিন; নিশাকালে ডাকি
সারথিরে আদেশিলা, "আন অশ্ব

ত্বরা করি আমি আর রব না সংসারে।”
বিঘোর যামিনী, পৌরজন নিদ্রাগত
সবে, অশ্বপৃষ্ঠে চড়ি যুবরাজ রাজ-
প্রাসাদ ছাড়িল। আহা! পারে কি কাটিতে
স্নেহরজ্জু অনায়াসে? যাইবার কালে
একবার জনমের মত পুত্রমুখ
করিবে চুম্বন কোলে লয়ে, এই বলি
গেলা অন্তঃপুরে। নিদ্রা যায় রাজবধূ
জগদ্ধাত্রা হাত খানি রাখি শিশুমাথে,
কমলিনী যথা নিশাযোগে, জানে না কি
ঘটিবে প্রভাতে; জাগিলে সে হবে যাত্রা-
ভঙ্গ, এই ভয়ে সম্বরিল সাধ যুবা
মনের ভিতরে। ভাসাইয়া ভবার্ণবে
বনিতা তনয়ে শাক্যবীর গেলা চলি
বনে এইরূপে, সঙ্গে সারথী কেবল।
বাহির হইল নৃপসুত তুচ্ছ করি
রাজপদে; শোকে পিতা, পুরবাসী যত
করিলা ক্রন্দন। বহু দূরে আসি বীর
দিলা অঙ্গভূষা, রাজবেশ সারথীরে,
আছিল যা অঙ্গে; মুড়াইলা কেশ; পরে
ভিক্ষুবেশ ধরি পথে বাহির হইলা
অনুরাগে, আহা মরি! নবীন সন্ন্যাসী।

কাঁদিলা সারথী বহু, সঙ্গে যাবে বলি,
সকাতরে ; কিন্তু তারে কহিলা গৌতম,—
"যাও সখে ! লয়ে এ বারতা, যথা পিতা
শুদ্ধদন নৃপমণি।" বিদায় করিয়া
তারে একা, দীনভাবে চলিল বৈরাগী।
মগধের রাজধানী "রাজগৃহ," ছিলা
যথা রাজা বিম্বেশ্বর, মগধাধিপতি ;
তার কাছে বিন্ধ্যগিরি, উত্তরিলা তথা,
গিরিগুহা মাঝে যথা থাকিত তপস্বী
ঋষিগণ। কিছু দিন রহিয়া সেখানে
মহাভাগ বিচারিলা তত্ত্বশাস্ত্র বহু,
সাধুসঙ্গে, কিন্তু কেহ নারিল গৌতমে
প্রবোধিতে। সহাধ্যায়ী ষষ্ঠজনসঙ্গে
চলিলা দক্ষিণে তদন্তর, যথা সিদ্ধ
হইলা সাধনে। উরুবিল্ব নামে গ্রাম,
এবে খ্যাত বুধগয়া নামে ; তথা এক
" বুদ্ধিদ্রুম " তলে, ষড় বর্ষ ক্রমান্বয়
করিলা তপস্যা। পরিহরি ক্ষুধা নিদ্রা
সাধিল বিরতি, মহাব্রত যাহে আহা !
হইল বিশীর্ণ, হীনবীর্য্য কলেবর।
" মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন "
এইভাবে সাধে দিবারাতি। অনন্তর

মায়া প্রলোভন (যাত্রাকালে বলেছিল
যে তাহারে, " ক্ষান্ত হও, যেও না অরণ্যে ;
সপ্তাহ ভিতরে হবে রাজচক্রবর্ত্তী ;
সসাগরাধরাস্বামী। ") জীর্ণদেহে পুনঃ
করিলা প্রবেশ। স্বাস্থ্যভঙ্গ করি বুদ্ধ
পড়িল বিপাকে, ক্লেশে অধীর হইল।
পরিশেষে ছাড়ি কৃচ্ছ্র সাধনের ধর্ম্ম,
কঠোরতা মিতভোজী হইয়া বীরেন্দ্র
খাইল সুজাতাহস্তে পরমান্ন, যার
লাগি বন্ধুগণে তেয়াগিল যোগভ্রষ্ট
অনাচারী বলি। দুঃখে পড়ি বুদ্ধ চিন্তে
মনে, হায়! হইলাম বিফল-প্রযত্ন ?
সঙ্গিগণ ছাড়ি গেল ঘৃণা করি, বৃথা
হইল সাধন, এই ভাবি চিত্তবৃত্তি
অস্থির হইল মহাশোকে। হেন মতে
চিন্তে সারাদিন, ভাসে দুঃখনীরে ; কত
কাঁদে, সবিষাদে। আশাহত চিত্তে আহা!
কি যন্ত্রণা, তাহা কে না জানে ? নীলঞ্জনা
নদীকূলে ভ্রমে ইতস্ততঃ কিছুদিন।
একবার পড়ে মনে গৃহ পরিবার,
রাজ্যভোগ ; আরবার ভাবে, " তবে হবে
কি সকলি পণ্ডশ্রম, হায়! যা করিনু

সাধন? অসার ধন মান, দুঃখাবহ
তাহে মজি কেমনে বা থাকি? দুই কূল
হারাইয়া হায়! এবে যাই কোথা, কিবা
করি! ভবদুঃখ নিবারিব জ্ঞানী হয়ে,
তাও দেখি দূরপরাহত। হইল না
মীমাংসা সে প্রশ্ন যার তরে কষ্ট এত;
কৃচ্ছ্র সাধ্য সাধনেও নাহি কিছু ফল।
তবে আর কিসে শান্তি পাব?” এইরূপে
ভাবে অহর্নিশি। দেবকৃপাগুণে এক
দিন, দিবাঅবসানে, লভিল প্রতিভা
আচম্বিতে, চিত্তবৃত্তি হইল প্রসন্ন;
যেন কেহ ঢালি দিল জল চিন্তানলে।
প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করি পাইল নির্ব্বাণ,
চিরশান্তি যার গুণে উপজে হৃদয়ে
জীবে দয়া, তত্ত্বজ্ঞান অনন্ত। তখন
মুনিবর শাক্যসিংহ আরম্ভিল ব্রত
পরহিতে। সদাচার, কঠোর বৈরাগ্যে
করিল যে জয় কত রাজ্য, জনপদ
তাহা কি বলিব! প্রায় অর্দ্ধশত কোটি
বুদ্ধধর্ম্মী এবে ভূমণ্ডলে। নাহি ইথে
ভক্তি, প্রত্যাদেশ; নাহি ঈশ্বরবিশ্বাস,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তবু, কেবল বিরতি

শুদ্ধাচারে এত লোক এ পথের পথী।
সিদ্ধিলাভ করি শাক্য সেই ছয়জনে
আনিলা স্বমতে আগে ; ষষ্টিশিষ্যে লয়ে
পরে প্রচারিল ধর্ম্ম। রাজা বিম্বেশ্বর,
আরো কত ধনী জ্ঞানী ছিল শিষ্য তাঁর ;
কত বলিব সে কথা ! পিতৃঅনুরোধে
বুদ্ধ গিয়াছিলা পুনঃ নিজদেশে, দীন
বেশে, সঙ্গে করি শিষ্যগণে। তাঁরে দেখি
পিতা শুদ্ধদন দুঃখে বলিলা, "হে পুত্র !
তোমা হ'তে গেল কুল মান। রাজপুত্র
হয়ে ভিক্ষা কর নিজদেশে, হায় ! সহে
কি এ প্রাণে ?" বলিলেন তাঁরে শাক্যদেব,
পিতঃ ! এই মোর ধর্ম্ম, ইথে অপমান
কিবা তব। পুত্র পত্নী দেখিতে যে ভাবে
গেলা অন্তঃপুরে, আঁখি ঝরে শুনিলে সে
কথা। জগদ্ধারা স্বামীপদে কত, আহা !
কত যে কাঁদিল কি বলিব ! স্বামীসঙ্গে
হইলা সে সন্ন্যাসিনী পরে পুত্রসহ,
কাঁদাইয়া বৃদ্ধ নৃপবরে। জ্ঞাতি বন্ধু
আত্মীয় স্বজন তাহা দেখি একে একে
ধরিল সে পথ। বহু বিস্তৃত সে কথা,
নহে হেথা বলিবার স্থান। সম্বরেন

লীলা শাক্যমুনি কুশ নগর সমীপে,
বনমাঝে, শিষ্যগণে বেষ্টিত হইয়া।
নিরখি আসন্ন মৃত্যু কাঁদিলা আনন্দ,
প্রিয়শিষ্য, বুদ্ধ তারে দিলেন সান্ত্বনা,—
" হে আনন্দ ! খেদ পরিহর. কেহ নয়
অমর সংসারে, ধন জন কিছু সঙ্গে
যাবে না নিশ্চয়। " অতঃপর তেয়াগিলা
দেহ, শিখাইয়া নীতিধর্ম্ম। দেখ বৎস !
বিধির কেমন খেলা ! হইল বঞ্চিত
যবে বুদ্ধ, সিদ্ধিলাভে, কাঁদিল তখন
আশাভগ্ন হতবুদ্ধি হয়ে ; কি করিবে
নারিল বুঝিতে ; হেন কালে ভগবান্
অজ্ঞাতে তাহারে দিলা কৃপাবল, যাহে
লভিলা নির্ব্বাণ শান্তি, ঐশিক নিয়মে ;
কিন্তু পাইল না ভক্তবাঞ্ছা দিব্যশান্তি।
চূর্ণ করি সাধনাভিমান, বুদ্ধিপ্রভা
দিলেন ঈশ্বর তারে, নিজগুণে শান্তি ;—
শিখাইতে নরে মহা বৈরাগ্য নির্ব্বাণ।"

বাখানিয়া বিধানমাহাত্ম্য চিরঞ্জীব
প্রবেশিলা জনপদে ; করিত যেখানে
স্থিতি যুবাবৃন্দ নব্যদল। মদ্যপায়ী
ভ্রষ্ট ছিল যারা তথা, হেরি দ্বিজবরে

তারা সবে নানা কথা কহে কাণে কাণে।
কেহ বলে ব্যঙ্গ করি "হরিবল মন,
হরি বল, দিন গেল !" ফুকারিয়া কেহ
বলে, "ওগো ! গান কর শুনি, তোমাদের
গান বড় ভালবাসি।" এই বলি লয়
একতন্ত্রী নিজহাতে। ক্ষেত্র নামে কোন
যুবক ধীমান্ কহে, "মহাশয় ! ঈশা
মুশা নাম কেন লও এত ? ম্লেচ্ছ তারা
তাদের সহিত কি সম্বন্ধ ? বল দেখি
শুনি, কে তাহারা ? কিবা মহিমা তাদের
ধর্ম্মরাজ্যে ? তাঁরাও কি যোগী ভক্ত ঋষি ?"

দেবর্ষি মুশা।

শুনি প্রশ্ন চিরঞ্জীব শর্ম্মা ধ্যান ধরি
বসিলা সেখানে, নেত্র নিমীলন করি।
কুঞ্চিত ললাট, লোলচর্ম্ম বৃদ্ধবর
মৃদুস্বরে আরম্ভিলা কথা। "শুন বাপ!
ক্ষেত্রনাথ! ভেদজ্ঞান ধর্ম্মের ভিতরে
মহা পাপ। অমরাত্মা সাধু ভক্তজনে
ভক্তি কর; তাঁরা মুক্ত, বিশ্বজনবন্ধু।
ঈশা মুশা কি সামগ্রী শুন তবে বলি।
সার্দ্ধ ত্রি সহস্র বর্ষ প্রায় গত এবে;
প্রাচীন য়িহুদিবংশ দুর্ভিক্ষ-পীড়নে
মিসরে পয়ান করে দারাপুত্রসহ
দলে দলে; নিবারিতে জঠোর যাতনা।
ক্রমে তারা সেই দেশে করিল বসতি;
দিন দিন বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল।
মিসরাধিপতি ফেরো, নৃশংস হৃদয়
গণিয়া প্রমাদ মনে আজ্ঞা দিলা দূতে,
বধিবারে, তাহাদের শিশু, সদ্যজাত।
হেনই সময়ে হন অবতীর্ণ মুশা,

কোন দুঃখীগৃহে, উদ্ধারিতে পিতৃবংশে।
রাজদূতঅগোচরে তাহার জননী
স্নেহময়ী, হেরি পুত্রমুখ, মুগ্ধকর
তিন মাস রাখে তারে লুকায়ে গোপনে।
প্রাণভয়ে শেষ আর নারিল রাখিতে,
ভাসাইল নদীজলে করণ্ডিকা করি।
রাজকন্যা দৈবযোগে হেরি তা স্বচক্ষে
তুলি তারে আনে নিজালয়ে, অন্তঃপুরে ;
রাখে তথা, পুত্রভাবে করিতে পালন।
দুঃখিনী জননী তার, শোকাতুরা হয়
ব্রতী ধাত্রীপদে দৈববশে ; কিন্তু তাহা
জানিত না কেহ। শিশুমুশা রাজভোগে
লাগিল বাড়িতে, যথা গোকুলে কংসারি।
যৌবনে হইল বলী, মহাবুদ্ধিমান্
পরাক্রমী, সহৃদয় গুণবান্ অতি।
স্বজাতির দুঃখ আর সহিতে না পারি
করিলা সংহার এক মিসরসন্তানে।
রাজদণ্ড ভয়ে শেষ করে পলায়ন
ভিন্ন দেশে, বহুদূরে। বিবাহ করিয়া
থাকে তথা কিছু কাল, শ্বশুরভবনে।
চরাইত পশুপাল রাখাল হইয়া
মাঠে মাঠে, বনমাঝে ; কি ভাবিত মনে

বিপিন প্রান্তরে একা বসি, কে বলিবে ?
ছিল তার দৈববলে একান্ত নির্ভর ;
ভক্তিভাব সুনির্ম্মল অতি ; ঐশী শক্তি
জাগ্রত জীবন্ত, ইহা জানিত সে ভাল।
এক দিন আচম্বিতে দেখিল সম্মুখে
জ্যোতিপ্রভা, যেন অগ্নিশিখা জ্বলে বনে।
শুনিল আকাশবাণী তাহার ভিতরে
অলৌকিক, বিবেকের কর্ণে। কহিলেন
হৃদয়বিহারী ভগবান্ সুধারবে,
"শুন মুশা ! অবধান কর মম কথা।
আমি তোমাদের পিতৃকুলের দেবতা,
চিহ্নিত য়িহুদি জাতি আমার সেবক।
মিসরে তাহারা এবে, বন্ধন দশায়
কাল হরে ; কাঁদে দুঃখে পড়ি দুষ্টহাতে,
বিদেশে বিপাকে, আমি শুনেছি সে ধ্বনি।
তাহাদের দুঃখ দূর হবে তোমা হ'তে ;
অতএব ত্বরাগতি যাও তুমি তথা
যথা ফেরো মিসরাধিপতি। বল তারে
আমার সংবাদ, আমি পাঠানু তোমায়।"
সবিনয়ে মুশা তবে বলিতে লাগিল,
করপুটে, "কহ প্রভু, কি নাম তোমার।
কে তুমি কোথায় থাক, দেহ পরিচয় !

জিজ্ঞাসিবে যবে মোরে য়িহুদি সকলে,
'কে তুই, কাহার লোক, কে পাঠালে তোরে ?'
কি বলি তখন আমি করিব উত্তর ?
বল নাথ, আমি দীন দুর্ব্বল তনয়।"
পুনরপি প্রভু তারে কহিতে লাগিলা,—
"আমি আছি" "এই মোর পুরাতন নাম,
জানে সবে ; এই নামে পরিচিত আমি
আকাশে ভূতলে ,দেশে দেশে, দেবলোকে।
"আমি আছি" পাঠাইল, বলিবে সাহসে ;
কিছু ভয় নাই, আমি থাকিব নিকটে ;
যে কিছু বলিতে হয় দিব তা কহিয়া।"
পাইয়া আদেশ, দৈবশক্তি হেন মতে
চলিলেন মুশা, বীরবেশে, ভয় ত্যাজি
রাজসন্নিধানে। যার দণ্ডভয়ে তিনি
ছিলেন বিদেশে, গুপ্তভাবে এত কাল,
তারি কাছে একা এবে যাইতে হইল।
ঈশ্বর সহায় যার,—জীবন সম্বল,
কি ভয় তাহার নরাধিপে ? বাহুবল,—
পশুবলরাশি, বুদ্ধি চাতুরী কৌশল
তৃণসম, দৈববল-বিশ্বাসীর কাছে।
উদ্ধারিয়া পিতৃকুল আত্মীয় স্বজনে,
লোহিত সাগর পার হইলেন মুশা,

পাছে লয়ে শত শত য়িহুদিসন্তানে।
আক্রমণকারী ফেরো মরিল ডুবিয়া
সিন্ধুজলে; মরিয়ম্ গাইল সঙ্গীত
মহানন্দে,বাজাইয়া আনন্দের বীণা।
ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর সঙ্গিগণ অল্পমতি,
দুর্ব্বল-বিশ্বাসী যত কহে, "প্রাণ যায়
পারি না সহিতে; কেন আনিলে এখানে?
মরিব কি পথে মোরা অন্ন জল বিনা?
মিসর ছাড়িয়া হায়! কেন বা আইনু,
দাস্যকর্ম্মে ছিনু সুখে সেথা, নিরাপদে;
হারানু পরাণ এবে বুঝি বনমাঝে।"
হরিভক্ত মুশাদেব জীবন্ত বিশ্বাসী
ডাকিত মহেশে, যথা তথা, ভক্তিভাবে,
একাগ্র অন্তরে, উঠি ভূধর শিখরে;
দেবকৃপা ছিল তার ভরসা কেবল।
পড়িত যখন ঘোর সঙ্কট বিপদে,
দুর্গম অরণ্যে; সঙ্গীদের অভিমান,
ক্রোধ অবিশ্বাসে যবে দহিত পরাণ;
তখনি অমনি একা যাইত পর্ব্বতে,
জিজ্ঞাসিতে জিহোবারে উপায় কি হবে;
শিশু যথা জননীর কাছে। জানিত না
সাধুমুশা অন্য কিছু,—বেদ বিধি গুরু,—

শাস্ত্রতন্ত্রে ; জ্ঞান বুদ্ধি ছিল না তাহার ;
কেবল শুনিত দিব্য ঈশ্বরবচন।
দিতেন আনিয়া এইরূপে অন্ন জল,
জ্ঞান ধর্ম্মনীতি, জ্ঞাতিজনে, দেববলে।
মুশার বিশেষ গুণ ঈশ্বরনির্ভর ;
কহিতেন কথা তিনি ভগবান্ সনে
যখন তখন, যথা তথা ; শুনিতেন
বাণী তাঁর দিব্যকর্ণে সকল বিষয়ে।
দৈববলে জ্ঞাতিবর্গে করিয়া উদ্ধার
দিয়াছিলা সবে সুনির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান,—
নিরাকার-পূজাবিধি, সুনীতি নিয়ম।
চিন্ময় অদ্বৈত যিনি এক পূর্ণ ব্রহ্ম,
তাঁহারি ভজন সেবা মুশার ধরম।
কেবল সহজজ্ঞানে দেখিতেন তিনি
নিরঞ্জনে, প্রেমচক্ষে ; শুনিতেন কথা
তাঁর মুখে, নিজকর্ণে, উঠিয়া পর্ব্বতে।
গৃহধর্ম্ম রাজনীতি আহার বিহার
সব কাজে দৈববাণী করিয়া গ্রথিত
আনিলেন মুশা পিতৃবংশে, অঙ্গীকৃত
সুখরাজ্যে, বহে যথা সুধা ক্ষীরধারা।
ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা সাধারণ নীতি,
স্বতঃসিদ্ধ, আছে যাহা স্বভাবে নিহিত

তিনিই প্রথমে তাহা করেন প্রচার।
" মানিবে না অন্য দেবে একেশ্বর বিনা ;
গড়িবে না জড়মূর্ত্তি, পূজিবার তরে।
লইবে না বৃথা, প্রভু ঈশ্বরের নাম,
নামঅপরাধ করে যে জন, সে দোষী।
সপ্তাহান্তে এক দিন, করিবে বিশ্রাম,
পূতভাবে, ধর্ম্মকর্ম্মে। ভক্তির আস্পদ
পিতা মাতা, তাহাদের সেবিবে চরণ।
করিবে না নরহত্যা, ব্যভিচার, হিংসা,
দিবে না কদাপি মিথ্যা সাক্ষ্য, পরধনে
হইবে না লোভাতুর কভু, কোন দিন।"
আরো বহু আছে তাঁর নীতি উপদেশ,
ন্যায়পূর্ণ, সার কথা, প্রাচীন পুরাণে।

যিশুচরিত।

মহাযোগী ঋষিখ্রীষ্ট,   ভগবতপ্রেমাবিষ্ট,
নরোত্তম পুত্রবর ভকতরতন ;
ইচ্ছা হয় তাঁর কথা,   গাই আমি যথা তথা,
আনন্দে দুবাহু তুলে ভরিয়া বদন।
সে চরিতসুধার্ণবে,   ডুবিয়া অমর সবে,
দিবানিশি গায় গুণ স্বর্গনিকেতনে ;
শ্বেতকান্তি সভ্যদল,   যাঁহার পুণ্যের ফল,
লুটায় রাজেন্দ্র কত যাঁহার চরণে।
ব্রিটিশ্ সিংহবাহিনী,   বিপুল বীর্য্যশালিনী,
ভিক্টোরিয়া রাজেশ্বরী যাঁর ক্রীতদাসী ;
অদ্ভুত মহিমা তাঁর,   কে বর্ণিবে, সাধ্য কার ?
আমি দীনভিক্ষু, ভক্তপ্রসাদাভিলাষী।
নন্ তিনি ম্লেচ্ছবংশ,   কিন্তু ঋষি দেবঅংশ,
পরম বৈষ্ণব হরিভক্তচূড়ামণি ;
যাঁর পদরজোগুণে,   মধুর ভারতী শুনে,
কতলোক হইয়াছে নিত্যধনে ধনী।
অতএব অবহিতে,   শ্রদ্ধাঅবনত চিতে,
শুন, বলি সে আখ্যান অমৃত সমান ;

পাইবে পরম শান্তি, ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি,
পাপেহত মৃতদেহে সঞ্চারিবে প্রাণ।
জ্বালিয়া বিধানবাতি, দেখ সে রূপের ভাতি,
নতুবা পড়িবে ভ্রমে, অজ্ঞানআঁধারে;
স্বর্গপুরে প্রবেশিয়া, পিতার ভিতর দিয়া,
দেখ পুত্র গুণধাম নরঅবতারে।
য়িহুদিকুলসম্ভূত, যোসেফ্ নামেতে সূত,
যাহার বনিতা মেরী কুমারী শ্রীমতী;
তাঁর গর্ভে জন্মে যিশু, দেবাত্মজ দিব্যশিশু,
অতীব আশ্চর্য্য মনোহর সে ভারতী।
ছিল সূত্রধরপুত্র, এই মাত্র পূর্ব্বসূত্র,
গালিল্ দেশের নেজারথপুরে বাস;
সামান্য দুঃখির ঘরে, জনম গ্রহণ করে,
ত্রিশবর্ষ কালাবধি ছিল অপ্রকাশ।
কথিত আছে পুরাণে, গিয়াছিল তীর্থস্থানে,
বয়স যখন প্রায় দ্বাদশ বৎসর;
তথায় ভজনালয়ে, হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে,
করেছিল ধর্ম্মালাপ যেন বিজ্ঞবর।
পিতা মাতা দুই জনে, না হেরি তনয়ধনে,
তিন দিন অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়;
দরশন পাই পরে, বলিল করুণ স্বরে,
'একি বাছা! এমন কি করিতে জুয়ায়!

চল বাপ্ যাই বাড়ী, পিতা মাতাসঙ্গছাড়ি.
একাকী বিদেশে আর থেক না এখানে ;
তোমায় না দেখি সাথে, বজ্র যেন পড়ে মাথে,
তাই ফিরে এনু মোরা তব সন্নিধানে।'
অলৌকিক গুণধর, মহামতি পুত্রবর,
বসিয়া তথায় জ্ঞানী পণ্ডিতের মাঝে ;
বলে 'মাতঃ! কেন মোরে, অন্বেষিলে এত কোরে,
জান না কি আছি হেথা আমি পিতৃকাজে ?'
ইহা বিনা কিছু আর, প্রথম জীবন তার,
বলিতে পারি না, কিছু শুনিনি শ্রবণে ;
কিন্তু সুলক্ষণাক্রান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি ধীর শান্ত,
ক্ষণজন্মা ছিল সে, তা জানে সর্ব্বজনে।
এত দিন কি সাধনে, ছিল কোথা, কার সনে,
নাহিক প্রচার তাহা মানবসমাজে ;
ত্রিশবর্ষ বয়ঃক্রমে, আরম্ভিল পরাক্রমে,
জীবনের মহাব্রত স্বজাতির মাঝে।
আসি জন্‌সন্নিকটে, জর্দ্দন নদীর তটে,
লইতে চাহিল অভিষেক সবিনয়ে ;
সে কথা শুনিয়া জন্, করে তাঁরে নিবেদন,
আমি কি তা পারি প্রভু, তব দাস হয়ে ?
নহি যোগ্য খুলিবার, পাদুকাবন্ধন যার,
কেমনে তাঁহারে আমি দিব ধর্ম্মদীক্ষা ?

না শুনি যিশু সে কথা, অভিষিক্ত হয়ে তথা,
ধরিল সন্ন্যাসবেশ দিতে লোকশিক্ষা।
পুণ্যজলে স্নান করি, বৈরাগ্যবসন পরি,
উঠিল যখন ভক্তবীর-চূড়ামণি ;
" প্রিয়পুত্র মনোনীত, হইনু তোমাতে প্রীত, "
মহানাদে স্বর্গপুরে হ'ল এই ধ্বনি।
মুখে কি বলিব আর, নাহিক উপমা তার,
কেশব ভারতী যথা সন্ন্যাসির সাজে
সাজাইল গৌরশশী, জাহ্নবীপুলিনে বসি,
জর্দ্দনে যোহন্, তথা যিশু ভক্তরাজে।
তার পর গেলা বনে, পড়ি সেথা প্রলোভনে,
পাপের সহিত মহা সংগ্রাম করিলা ;
চল্লিশ দিবস পরে, বিজয়ী হয়ে সমরে,
তেজোময় মূর্ত্তি ধরি ফিরিয়া আসিলা।
দীর্ঘ কলেবর সুন্দর মোহন
লম্বিত কুন্তলপাশ ;
নির্ম্মল আকৃতি উজ্জ্বল আনন
পিন্ধন ভিক্ষুর বাস।
ভস্মবিলেপিত পাবক যেমতি
তেমতি অঙ্গের কান্তি ;
অর্কবিনিন্দিত শ্রীমুখমণ্ডলে
মণ্ডিত পুণ্যের শান্তি।

যোষিদ্‌গঞ্জন, কোমল লোচন
বিস্তৃত বক্ষ বিশাল ;
" স্বর্গ সমাগত কাঁদ সবে নর "
গায় মুখে চিরকাল।
কম্পিত মেদিনী যার পরাক্রমে
স্তম্ভিত সাগর বারি ;
দেব কি মানব সিদ্ধ কি কিন্নর
সে ছবি চিত্রিতে নারি।
আঁখি ঝরে সদা পাপ বিলোকনে
নাহিক ভাবনা আর ;
" ইচ্ছা তব প্রভু হোক্ সমাপন "
এই মুখে অনিবার।
অনন্তর গুণধাম, ঘোষিতে ঈশ্বর নাম,
বাহিরিল নগরে নগরে ;
শিষ্যগণে সঙ্গে করি, উঠিয়া পর্ব্বতোপরি,
শিক্ষা দিলা যত দুঃখী নরে।
শৈলপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া, দুই বাহু প্রসারিয়া,
বলিলেন " ধন্য ! শুদ্ধ চিত ;
পাবে তারা দেখিবারে, চিদ্‌ঘন নিরাকারে,
ধন্য ! দীন শোকার্ত্ত বিনীত।
কর যদি অন্বেষণ, পাইবে বাঞ্ছিত ধন,
তাঁর রাজ্যে নাহি অবিচার ;

চাহিলে নিশ্চয় পাবে, সব দুঃখ দূরে যাবে,
আঘাতে বিমুক্ত হবে দ্বার।
ধর্ম্ম অনুরোধে যেই, দুঃখ পায়, ধন্য সেই,
পাবে সে প্রচুর পুরস্কার;
এইরূপে ভক্তগণ, সহিয়াছে নির্য্যাতন,
ধর্ম্মলাগি হেথা বার বার।"
ক্ষমা শান্তি পুণ্য নীতি, বৈরাগ্য নির্ভর প্রীতি,
বহু শিক্ষা দিয়া সবাকারে;
চলিলেন দেশে দেশে, ভিখারী দীনের বেশে,
বার জন শিষ্যসহকারে।
নিরখি প্রভাব তাঁর, শুনি উপদেশ সার,
নরনারী হইল বিস্মিত।
ধীবর চণ্ডাল শূদ্র, যারা ঘৃণাস্পদ ক্ষুদ্র,
তারা আগে হইল দীক্ষিত।
কেহ করসংগ্রাহক, কেহবা তরীবাহক,
কেহ মীনজীবী দুঃখী নর;
এরাই হইল ছাত্র, যিশুর ইঙ্গিতমাত্র,
সর্ব্বত্যাগী শিষ্য অনুচর।
প্রান্তরে পর্ব্বতে বনে, সামান্য লোকের সনে,
এইভাবে করিলা ভ্রমণ;
নাহি ছিল বাসস্থান, অন্ন বস্ত্রসংস্থান,
কাননের বিহঙ্গ যেমন।

অনাহার অনিদ্রায়, পথের কাঙ্গাল প্রায়,
কাঁদিয়া ফিরিত দ্বারে দ্বারে ;
" স্বর্গে যাবি আয় ভাই, আয়! আয়! বেলা নাই,"
এই কথা বলিত সবারে।
বিচিত্র বিহঙ্গকুল, অযত্নসম্ভূত ফুল,
দেখি প্রাণ উথলি উঠিত ;
" কি খাইবে কি পরিবে, কদাচিত না ভাবিবে,"
এই বলি উপদেশ দিত।
দাস হয়ে কর্ম্ম কর, অন্নচিন্তা পরিহর,
পাবে ভৃতি প্রভুর সদনে ;
"ঈশ্বর আছেন কাছে, জানেন মোদের আছে
প্রয়োজন, অশন বসনে।
অতএব ভ্রাতৃগণ, কর আত্মবিসর্জ্জন,
ভাবিও না কল্যকার তরে ;
ক্ষম যত শত্রুগণে, ভাই বলি প্রীত মনে,
আত্মবৎ ভালবাস নরে।
প্রাণ দেও পরহিতে, আন স্বর্গ পৃথিবীতে,
চাহ যদি অনন্ত জীবন ;
দ্বিজাত্মা বিশ্বাসী হও, পুনরায় জন্ম লও,
আমিত্বের করিয়া নিধন।
যারা ঘৃণা নিন্দা করে, করহ তাদের তরে,
প্রার্থনা ঈশ্বরবিদ্যমানে ;

প্রেম পুণ্যে হয়ে পূর্ণ,　অসদ্ভাব কর চূর্ণ,
যথা পূর্ণ ব্রহ্ম, স্বর্গধামে।”
এইভাবে শিক্ষাদান,　করিতেন দিব্যজ্ঞান,
শুনে সবে হইত মোহিত ;
‘নহে এ সামান্য নর,’ এই বলি পরস্পর,
লোকে তাঁর প্রশংসা করিত।
কখন একা বিজনে,　ভূধরে গহন বনে,
ধ্যান যোগে থাকিত মগন ;
স্মরিয়া জীবের পাপ,　পাই বহু মনস্তাপ,
পরদুঃখে করিত রোদন।
ছিল যত দুরাচারী,　দীনদুঃখী নরনারী,
তাহাদের উদ্ধার লাগিয়া ;
ঘুরিত সে ঘর ঘর,　মত্ত হয়ে নিরন্তর,
লোকহিতে জীবন সঁপিয়া।
অন্ধ খঞ্জ দলে দলে,　পড়ি তাঁর পদতলে,
করিত বিলাপ অনুতাপে ;
কুলটা কামিনী কত,　হইয়া শরণাগত,
কতই কাঁদিত মহাপাপে।
স্বর্গীয়প্রতিভাবলে,　নামিয়া নরকতলে,
কত পাপী করিলা উদ্ধার ;
ছিলেন দয়ালু অতি,　অনাথ দীনের গতি,
জগতহিতৈষী প্রেমাধার।

কৌমার ব্রত আচার, নাহি ছিল পরিবার,
পরদুঃখে দুঃখী নিরবধি ;
উদার জলধি সম, সে জীবন অনুপম,
নাহি যার গুণের অবধি।
বলিতেন কেহ আর, নাহি মোর আপনার,—
ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন ;
পিতৃআজ্ঞা পালে যারা, জননী সোদর তারা,
অন্তরঙ্গ আপনার জন।
স্বর্গরাজ্য সমাগত, এই কথা অবিরত,
ঘোষিতেন যেখানে সেখানে ;
ব্যস্ত হয়ে এই কাজে, ভ্রমিতেন লোকমাঝে,
পথে ঘাটে মাঠে নানা স্থানে।
বর্ষত্রয় অবিরাম, প্রচারিয়া হরিনাম,
অস্থির করিলা জীবগণে ;
নিদ্রিত মনেবজাতি, প্রেমেতে উঠিল মাতি,
অপরূপ প্রতিভা দর্শনে।
অজ্ঞানান্ধ ভ্রান্ত নর, কুটবুদ্ধি স্বার্থপর,
ছিল যারা সমাজভিতরে ;
শুনিয়া তাঁহার কথা, পাইয়া অন্তরে ব্যথা,
বলিত কুবাক্য ক্রোধভরে।
যিশুর নাহিক ভয়, স্পষ্ট সত্য কথা কয়,
গরিবের সঙ্গে করে বাস ;

পাষণ্ড অধম জ্ঞানী, ধনী সভ্য অভিমানী,
পাইল ইহাতে মনে ত্রাস।
ব্রহ্মতেজে তেজস্মান্, ধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমান,
জ্বলন্ত অগ্নির সম বাণী;
দেখে শুনে জ্বলে মরে, নানা কুমন্ত্রণা করে,
যতেক য়িহুদি ধর্ম্মজ্ঞানী।
কপটী ফিরুশি দল, করি নানাবিধ ছল,
বিপাকে ফেলিতে চেষ্টা করে;
কখন ব্যাভার দোষ, ধরিয়া প্রকাশে রোষ,
কখন কথার ক্রুটি ধরে।
গুরু পুরোহিত যারা, অন্ধ হয়ে স্বার্থে তারা,
করিত ধর্ম্মের বহু ভান;
পাপের প্রশ্রয় দিয়া, পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া,
বিনাশিত ভকতের প্রাণ।
বাহিরে প্রকাশে ধর্ম্ম, নাস্তিকের মত কর্ম্ম,
অপরে ডুবায় পাপহ্রদে;
সাধুর গৌরব মান, দেখি যেন ফাটে প্রাণ,
তাই অন্ধ অভিমান মদে।
প্রচারিয়া সত্যধর্ম্ম, করি অলৌকিক কর্ম্ম,
বহু জনে দিয়া যিশু ত্রাণ;
নিস্তার পর্ব্বের দিন, নিরখিয়া সম্মুখীন,
তীর্থস্থানে করিলা পয়ান।

(১)

গালিল্ ছাড়িয়া জুডিয়া প্রদেশে,
চলিলেন যিশু প্রেমের আবেশে;
পথের মাঝারে ডাকি বারজনে,
মরণের কথা কহিলা গোপনে;—
'ওহে ভাই সবে হও সাবধান,
নিকট হইল শেষের দিন;
শত্রুহাতে আমি হারাইব প্রাণ,
হবে মেষপাল রাখালহীন।'

(২)

নিখুঁত গর্দ্দভীপিঠে আরোহিয়া,
চলে জিরুশালমের পথ দিয়া;
আগে পাছে ধায় নরনারীগণ,
দেখে অপরূপ ভরিয়া নয়ন;
বলে জয়! জয়! দাউদসন্তান,
পাপীর সহায় করুণাময়;
ধন্য! ধন্য! সাধু হরিগত-প্রাণ,
গাই মোরা সবে তোমারি জয়!

(৩)

কেহ পথিমাঝে বসন বিছায়,
কেহ তরুশাখা-চামর ঢুলায়;
কেহ মহোল্লাসে উড়ায় নিশান,
কেহবা পুলকে করে জয় গান;

হেনমতে সবে পশিল নগরে
আহা কি সুন্দর! তাহার ছবি;
বিদারি বারিদ উদিল অম্বরে
যেন তেজোময় নিদাঘ রবি।

(৪)

অবাক্ হইয়া কহে পরস্পর,
কে ইনি চড়িয়া গাদার উপর!
তাহা শুনি সবে বলে উভরায়,
নেজারথবাসী ইনি যিশুরায়;
উত্তরিলা শেষ ভজনআলয়ে,
প্রতাপে মেদিনী দলন করি;
শিশুগণ মহা হরষিত হয়ে
দেয় হরিবোল বদন ভরি।

দেখিয়া ধর্ম্মের ঘরে, লোকে বিকি কিনি করে,
ধরিলা ভৈরব মূর্ত্তি যিশু দেবরাজ;
দূর করি দেয় ঠেলি, বিক্রেয় আধার ফেলি,
বলে "হায়! ধর্ম্মগৃহে এই কিরে কাজ!
আমার পিতার ঘর, রে অধম পাপী নর!
চোরের আলয় সম করিয়া ফেলিলি?
দূর হ! পাষণ্ড মতি, হবে কি তোদের গতি,
ধর্ম্মের মন্দির হট্টমন্দির করিলি?"

দেখিয়া তাঁহার দম্ভ, হ'ল সবে হতভম্ভ,
কেহ ধড় মড়ি উঠি ধায় উভরড়ে;
আচম্বিতে ভয় পেয়ে, কেহ বা রহিল চেয়ে,
তাড়াতাড়ি পলাইতে কেহ ভূমে পড়ে।
খরশাণ বাক্যবাণে, অস্থির হইয়া প্রাণে,
পুড়িতে লাগিল ক্রোধে পুরোহিত দল;
সহিতে না পারি আর, বধিবারে প্রাণ তাঁর,
চিন্তিতে লাগিল নানা উপায় কৌশল।
নির্ভয়ে গম্ভীর রবে, সম্বোধন করি সবে,
বলে যিশু নিজশিষ্যে উপলক্ষ করি;
"এরা কালসর্পবংশ, কপট ধূর্ত্ত নৃসংশ,
অনায়াসে বিধবার বিত্ত লয় হরি।
নাহিক ধর্ম্মের লেশ, তবু দেয় উপদেশ,
উচ্চাসনে বসে লম্বা পোষাক পরিয়া;
বহির্দ্দেশে চূণকাম, ঠিক্ যেন গোরস্থান,
ভিতরে শবাস্থিরাশি রাখে লুকাইয়া।
মহাপাপে অবিভূত, হা জেরুশালমসুত,
বক্ষেতে তোদের আমি চাহিনু রাখিতে;
কিন্তু তোরা নিজহাতে, হানিলি কুঠার মাথে,
বিনষ্ট হইলি চাহি আমায় নাশিতে।"
এতেক কহিয়া পরে, উঠিলা পর্ব্বতোপরে,
ভাবীবিপদের কথা বলিয়া সকলে

চলিলা বেথানি গ্রামে, কোন এক শিষ্যধামে,
বঞ্চিলা যামিনী তথা লয়ে বন্ধুদলে।
হেথায় য়িহুদিগণ, মারিবার আয়োজন,
করিতে লাগিল সবে মিলে বিধিমতে ;
তিরিশ টাকার লাগি, জুডা হ'ল গুরুত্যাগী,
সয়তান্ লয়ে তারে চলিল বিপথে।
বসিয়া শেষভোজনে, কহে যিশু শিষ্যগণে,
অদ্য রাত্রে হব আমি শত্রুহাতে নীত ;
কিন্তু একসঙ্গে সবে, তোমরা সদ্ভাবে রবে,
যথা আমি সবাকার সহিত মিলিত।
আমার শোণিত পান, করি হও একপ্রাণ,
প্রেমযোগে স্বর্গরাজ্য করহ বিস্তার ;
নিকট হইল কাল, সম্মুখে করাল কাল,
কিন্তু ভয় নাই, আমি আসিব আবার।
বিশ্বাস সম্বল ধরি, নিয়ত প্রার্থনা করি,
ডাকিবে আমার নামে স্বর্গীয় পিতায় ;
যা চাহিবে তা পাইবে, কোন চিন্তা না করিবে,
" পবিত্রাত্মা " দেখাইবে আলোক উপায়।
অনন্তর ঊর্দ্ধমুখে, দুই হস্ত রাখি বুকে,
করিলা প্রার্থনা দেব, পিতার সদনে ;
আহা ! কি সে শোভা মরি, ইচ্ছা হয় প্রাণভরি,
দেখি দিবানিশি, রাখি নয়নে নয়নে।

" হে পিতা করুণাময়, দেও মোরে পদাশ্রয়,
ফুরাইল দিন মোর, নিকট মরণ ;
তব ইচ্ছা পূর্ণ করি, ভবধাম পরিহরি,
চলিনু এখন তব প্রেমনিকেতন।
দীন দুঃখী ভাইগণে, রেখ পিতা শ্রীচরণে,
অনাথ দুর্ব্বল এরা তোমার সন্তান ;
যেমন তোমায় লয়ে, ছিনু আমি এক হয়ে,
তেমনি ইহারা যেন থাকে একপ্রাণ।
চিহ্নিত সেবক করি, তুমি ইহাদের ধরি,
দিয়াছিলে মোর সঙ্গে মিলন করিয়া ;
স্বর্গের শুভ বারতা, তোমার মুখের কথা,
লইয়াছে এরা সবে তোমার বলিয়া।
আমি যথা তব সঙ্গে, মিশে আছি এক অঙ্গে,
এরা যেন থাকে তথা আমার ভিতরে ;
তিনে এক একে তিন, মিলে সবে অনুদিন,
করিব বিহার তব অনন্তসাগরে।"

(১)

গভীরা যামিনী, ঘোর অন্ধকারময়,
নৈশবায়ু স্বন্ স্বন্ বহে গিরিশিরে ;
ছিল তথা উপবন, নাম তার গেথ্সিমন্,
সবান্ধবে তথা যিশু গেলা ধীরে ধীরে ;
বুঝিয়া সম্মুখে ঘোর বিপদ সময়।

(২)

নীরব ধরণী যেন মৃতের সমান,
নরকণ্ঠ অবরুদ্ধ বিঘোর নিদ্রায় ;
মাঝে মাঝে শিবাদল, করিতেছে কোলাহল,
শড় শড় শব্দ হয় বৃক্ষের পাতায় ;
পশুপদ-সঞ্চালনে ভয়ে কাঁপে প্রাণ।

(৩)

শোকবস্ত্র পরি যেন প্রকৃতি জননী,
ভাবিছে অবাক্ হয়ে ভাবীঅমঙ্গল ;
হায় ! প্রাণাধিক যিশু, দোষহীন মেষশিশু,
বধিবে তোমায় পাপী য়িহুদির দল ;
স্মরণে বিদরে প্রাণ সে কালরজনী !

(৪)

দুঃখভারে অবসন্ন হইয়া তখন
কহিলেন তিনি অতি ব্যাকুল অন্তরে ;—
"দেখ ভাই, মোর প্রাণ, করে যেন আন্ চা
বলি মনোদুঃখ এবে পিতার গোচরে ;
তোমরা এখানে বসি কর জাগরণ।

(৫)

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে আর দেরি নাই,
নহিলে পড়িবে মহা পরীক্ষাঅনলে ;
রাখালবিহীন মেষ, ছুটে যথা দেশ দেশ,
তেমনি তোমরা ছুটি পলাবে সদলে ;
আমালাগি বহু দুঃখ পাইবে সবাই।

(৬)

পিটার প্রধান শিষ্য বলিল তাঁহারে,
" ছাড়িব না সঙ্গ যদি প্রাণ অন্ত হয় ;
তা শুনি কহিল ঈশা, " প্রভাত না হ'তে নিশা,
করিবে আমায় অস্বীকার বারত্রয় ; "
ঠিক্ তাই ঘটেছিল কায়ফার দ্বারে।

(৭)

পরে যিশু কিছু দূরে করিয়া গমন
ভূমিলুটাইয়া ডাকে " হে প্রভু ঈশ্বর !
দেও দেখা এ সময়, সম্ভব যদ্যপি হয়,
তবে এই পানপাত্র কর স্থানান্তর ;
কিন্তু পিতা তব ইচ্ছা হউক পূরণ।"

(৮)

দেখিয়া মানবগণে পাপে অভিহত,
চাহি অল্পমতি দুঃখী সঙ্গীদের পানে ;
ব্যথিত হইল প্রাণ, শোকেতে বদন ম্লান,
পশিল বিষাদশেল যেন মর্ম্মস্থানে ;
রক্তঘর্ম্ম ঝরিতে লাগিল অবিরত।

(৯)

ফিরিয়া আসিলা পুনঃ যথা শিষ্যচয়,
হেরি সবে নিদ্রাগত কহিলা তখন ;
"হায় ! হায় ! মোর লাগি, এক ঘণ্টা রাত্রি জাগি,
নারিলে রহিতে, ঘুমে রহিলে মগন ?
এখনি যে ধৃত আমি হইব নিশ্চয় ?"

(১০)

আবার একাকী ডাকে "হে পিতা দয়াল!
এই পাত্র পান যদি হয় হে করিতে ;
তবে নাথ হোক্ তাই, বলিবার কিছু নাই,
তব মুখ চাহি পারি সকলি সহিতে ;
কিন্তু পিতা সঙ্গে সঙ্গে থেক সদাকাল।

(১১)

তিনবার এইভাবে করিয়া প্রার্থনা,
বলিলেন শিষ্যগণে, এবে নিদ্রা যাও ;
ঐ দেখ! জুডাসাথে, আসে লোক লাঠিহাতে,
নিকট হইল কাল নাহিক বাঁচাও ;
তোমরাও মোর লাগি পাইবে যাতনা।

(১২)

বলিতে বলিতে জুডা বিশ্বাসঘাতক,
বহুলোক জনসঙ্গে আসিল সেখানে ;
কেহ খড়্গ হাতে করি, কেহবা মশাল ধরি,
আসিতেছে যেন সবে চোরের সন্ধানে ;
শোকাবহ দৃশ্য অতি, হৃদিবিদারক !

(১৩)

ভীষণ বিকটাকার জুডা মূঢ়মতি
চুম্বিল যখন গুরু-বদনকমল,
বুঝিল তখন সবে, এই যিশুখ্রীষ্ট হবে,
ধাইল অমনি কাছে পাষণ্ডের দল ;
নীরবে দেখেন যিশু শিষ্যের দুর্গতি।

(১৪)

কালান্তক যমসম পদাতিকগণ,
মার! মার! রবে আসি ধরিল তাঁহারে;
হায়রে! নির্দ্দোষ শিশু, ভগবতাত্মজ যিশু,
নিষ্ঠুর য়িহুদি পশু কেন তোরে মারে!
হেরি তোর দুঃখ প্রাণ করে যে ক্রন্দন!

(১৫)

নিজমুখে যাই তেঁহ দিলা পরিচয়,
অমনি পড়িল তারা ঘাড়ের উপরে;
হৈ! হৈ! শব্দ করি, লইয়া চলিল ধরি,
হাতে পায়ে বাঁধি মহাযাজকের ঘরে;
শার্দ্দূল যেমন মেষশিশু ধরি লয়।

(১৬)

অসির আঘাতে তাঁর শিষ্য এক জন
একটি লোকের কাণ ফেলিল কাটিয়া;
তাহা দেখি ঈশু বলে, হবে না দৈহিক বলে
অরাতিবিজয়, রাখ খড়্গ লুকাইয়া;
নাহি কি পিতার গৃহে সৈন্য অগণন?

(১৭)

শুনিয়া সে কথা সঙ্গিগণ পলাইল,
একা যিশু শত্রুহাতে সঁপিলা জীবন;
ধর্ম্মযাজকের পতি, কায়ফা কলুষমতি,
অবিচারে মিথ্যা সাক্ষ্য করিয়া গ্রহণ
নির্দ্দোষীর প্রতি প্রাণদণ্ড আজ্ঞা দিল।

(১৮)

অবোধ শিশুর মত অবাক্ হইয়া
সহে অপমান যিশু, পিতৃঅনুরোধে ;
কেহ কহে কুবচন, কেহ বলে হে রাজন !
কেহ বা চপেটাঘাত করে জাতক্রোধে ;
" ক্রুশে বেঁধ " " ক্রুশে বেঁধ " ডাকে হুঙ্কারিয়া।

(১৯)

পাঠাইলা পরে তাঁরে বিচারমন্দিরে,
পাইলেট্ নামে রাজপ্রতিনিধি কাছে ;
বিনাদোষে প্রাণ যায়, দেখি জুডা বলে হায় !
কি করিনু ! আমাসম পাপী কেবা আছে ?
এই বলি ভাসিতে লাগিল আঁখিনীরে।

(২০)

গলেরজ্জু বাঁধি দুঃখে ত্যাজিল সে প্রাণ ;
পিটার প্রাণের ভয়ে হয়ে অবিশ্বাসী
করিলেক তিনবার, গুরুদেবে অস্বীকার,
কেঁদে মরে শেষ অনুতাপজলে ভাসি ;
হেনমতে শাস্ত্রবাক্য হইল প্রমাণ।

(২১)

হেথায় বিচারপতি বসি সিংহাসনে
দেখিল বিচারি কিছু নাহি অপরাধ ;
তথাপি লোকের ভয়ে, বিপক্ষের পক্ষ হয়ে,
করিলেক তাহাদের পূর্ণ মনসাধ ;
আপনি হইলা শুদ্ধ হস্তপ্রক্ষালনে।

(২২)

তার পর সেনাদল ঘেরি চারি ধারে
খুলিয়া লইল তাঁর অঙ্গের বসন ;
করি বহু উপহাস, পরাইল রক্তবাস,
কণ্টককিরীট শিরে করিল স্থাপন ;
ছুটিল রুধির অঙ্গে দর দর ধারে।

(২৩)

স্কন্ধে চাপাইয়া ক্রুশ্ করে কশাঘাত,
কেহ গ্রীবা ধরি ধাক্কা দেয় পৃষ্ঠদেশে ;
বাক্যবাণ হানে বুকে, নিষ্ঠিবন দেয় মুখে,
শ্মশান ভূমিতে লয়ে গেল অবশেষে ;
হায়রে ! সোণার অঙ্গে হয় রক্তপাত।

(২৪)

নির্দ্দয় পাষণ্ড ধর্ম্মযাজকের দল
অম্লান বদনে করে হেন আচরণ ;
তার মাঝে ঊর্দ্ধমুখে, কাঁদে যিশু মহাদুখে,
যন্ত্রণায় তনু যেন করিছে পেষণ ;
নীরবে সকল সয়, চক্ষে ঝরে জল।

(২৫)

বহিতে না পারে ভার, দুর্ব্বল শরীর,
ক্রুশসহ পথে পড়ি যায় বার বার ;
ধূলিধূসরিত কায়, দুঃখে প্রাণ ফেটে যায়,
তাহার উপরে বেত্র করিছে প্রহার ;
রক্তমাখা কলেবর, চক্ষু দুটি স্থির।

(২৬)

নাগরিক নারীগণ কাঁদে শোকভরে,
ধারা বহে দুনয়নে, দেখি সে যাতনা ;
কহে যিশু " বামাগণ ! কেন শোকে নিমগন,
আমালাগি কেন এত করিছ ভাবনা ?
কাঁদ সবে নিজ নিজ পুত্রগণতরে।"

(২৭)

বধ্যভূমি কাল্‌ভেরি ভয়ঙ্কর স্থান,
লইয়া তথায় চড়াইল ক্রুশোপরে ;
তিলে তিলে প্রাণ যায়, শুষ্ককণ্ঠ পিপাসায়,
" জল দেও ! " " জল দেও ! " বলে ক্ষীণ স্বরে ;
ঘাতকেরা করে মুখে অম্লরস দান।

(২৮)

দুর্ব্বিসহ নির্য্যাতনে হইয়া কাতর
"হে পিতা ! হে পিতা ! কেন ত্যাজিলে আমারে,"—
এই বলি ডাকি তাঁয়, হইলেন মৃতপ্রায় ;
আহা ! সে যাতনা বল কে সহিতে পারে ?
ভাবিলে যে কথা হয় হিম কলেবর !

(২৯)

মহাকষ্টে প্রাণ যবে হইল ব্যাকুল,
করিল প্রার্থনা যিশু যার এই মর্ম্ম ;—
" ক্ষম পিতা ভগবান্, ইহাদের নাহি জ্ঞান,
জানে না ইহারা, আজ করে কি কুকর্ম্ম ! "
আহা ! কি ক্ষমার এই দৃষ্টান্ত অতুল।

(৩০)

নিষ্ঠুর প্রহরিগণ কহে পরস্পরে,—
শুনি সে প্রার্থনা,—" ওরে শোন্ ও কি বলে !
দেখি কে বাঁচায় ওরে, এ কাল সঙ্কট ঘোরে,
কেমন ঈশ্বর আজ দেখিব সকলে !
অন্যকে বাঁচায় যে, সে নিজে কেন মরে ? "

(৩১)

অদূরে কাঁদেন মেরী, যিশুর জননী,
চক্ষের সম্মুখে আহা ! মরে পুত্রনিধি ;
কাঁদে হাহাকার রবে. জন্‌আদি শিষ্য সবে,
কে বুঝিবে বিধাতার গূঢ় ধর্ম্মবিধি ?
সাধুর শোণিতে ধৌত হইল ধরণী।

(৩২)

প্রাণভেদী আর্ত্তনাদে পূরিল মেদিনী,
ঘেরিল চৌদিক্ ঘোর শোকের আঁধার ;
গভীর কলঙ্ক পাপে, ক্রোধে যেন বিশ্ব কাঁপে,
নির্ব্বাণ হইল রবি দেখি অবিচার।
উঠিল অমরলোকে ক্রন্দনের ধ্বনি।

(৩৩)

মায়ে সম্বোধিয়া যিশু বলে " দেখ নারী !—
তোমার পুত্রের আজ হয় কি দুর্গতি।"—
কহে জন্‌পানে ফিরে, " দেখো তব, জননীরে,
করিনু এখন আমি স্বর্গপুরে গতি। "—
শুনে কথা কাঁদে সবে চক্ষে বহে বারি।

(৩৪)

হায় রে! প্রাণের ভাই, যিশু গুণধাম,
এত কষ্ট বিধি তোর লিখেছিল ভালে!
নির্ম্মল স্বভাব হয়ে, এতেক যাতনা সয়ে,
কেন হারাইলি তুই পরাণ অকালে!
ধন্য! তোর সুচরিত্র, পুণ্য তোর নাম।

(৩৫)

কত নিন্দা গ্লানি আহা! সয় তোর প্রাণে,
বলিহারী ধৈর্য্য ক্ষমা অনন্ত অপার!
কেমনে ধৈরয ধরি, রহিলেরে ক্রুশোপরি,
কণ্টকিত হয় দেহ স্মরণে যাহার!
না জানি গঠিত তুই কোন্ উপাদানে!

(৩৬)

তব ভাগ্যে কেন এ নিগ্রহ অপমান?—
থাকিতে আমরা পাপী হাজার হাজার?
এ বিষের "পানপাত্র,"— পানের প্রকৃত পাত্র,
মম সম নর; কিন্তু বিধি বিধাতার,—
নিরমল মেষশিশু চাই বলিদান।

(৩৭)

তোর ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ শচীর নন্দন
নবীন বয়সে হয়েছিল সর্ব্বত্যাগী;
তার কথা মনে হ'লে, পাষাণ হৃদয় গলে,
কিন্তু বহু দিন বেঁচে ছিল সে বৈরাগী;
তোরে আহা! একেবারে করিল নিধন।

(৩৮)

রে আত্মন্! তোর লাগি কত ভক্ত ঋষি,
হইয়াছে দণ্ডধারী পথের কাঙ্গাল ;
বিন্দু বিন্দু রক্ত দান, করি তেয়াগিল প্রাণ,
তবু তোর ঘুচিল না পাপের জঞ্জাল ;
হায়! কবে পোহাইবে তোর দুঃখনিশি।

(৩৯)

তৃতীয় প্রহর বেলা যখন গগনে,
চীৎকার করি যিশু বলিল তখন ;—
"হে প্রভু করুণানিধি, পূর্ণ হ'ল তব বিধি,
এখন আমায় নাথ করহ গ্রহণ ;
সঁপিনু জীবন দেব! তোমার চরণে।

(৪০)

এই বলি গেলা চলি অমর আলয়ে.
মরিয়া জীবন দিলা পাপী জীবগণে ;
এক এক রক্তবিন্দু, হ'ল শেষ পুণ্যসিন্ধু,
ভাসিল মেদিনী তার পবিত্র জীবনে ;
প্রবেশিল ভক্তিস্রোত হৃদয়ে হৃদয়ে।

ইতি শ্রীবিধানভারতে যুগধর্ম্মমাহাত্ম্যপ্রতিপাদকে
হরিলীলামহাকাব্যে নববিধানোদয়ো নাম
দ্বিতীয়োল্লাসঃ।